রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

গোরা

শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র

কর্তৃক

নাটকাকারে গ্রথিত

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০. নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগ
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

গোরা

প্রথম সংস্করণ ... ১৩৪৪ সাল।
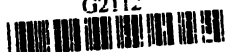
মূল্য—১॥০

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন (বীরভূম)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বিশ্বপূজ্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

শ্রীচরণে—

হে বিশ্ববরেণ্য কবি, তুমি সাহিত্যক্ষেত্রে নন্দন-কানন রচনা করিয়াছ। সারা বিশ্ব আজ এই কাননের ফুলের সৌরভে আমোদিত। গুটিকতক ফুল তুলিয়া অনিপুণ হস্তে একটি মালা রচনা করিয়া তোমার মন্দির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। উপেক্ষিত হইবার আশঙ্কা করি না,—এ মালা যে তোমারই কাননের ফুলে রচিত। ইতি—

শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৪৪
অন্নদা ভবন
বেলতলা, কলিকাতা

দীনভক্ত
শ্রীনরেশ চন্দ্র মিত্র।
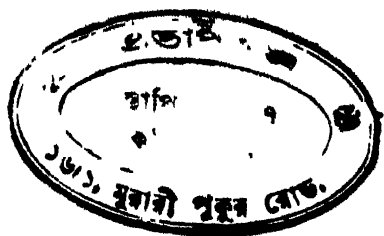
গোরা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কৃষ্ণদয়ালের বাড়ি—ত্রিতলের ছাদ। কৃষ্ণদয়ালবাবুর পুত্র গোরা ও তাহার বন্ধু বিনয় কথাবার্তা কহিতেছে, গোরা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত]

গোরা। এমন অদ্ভুত দৃশ্য তাহোলে জীবনে কখনও দেখোনি কেমন ?

বিনয়। সত্যি বলছি গোরা, কখনও দেখিনি, আমাদের ঘরের মেয়েছেলে হোলে কেঁদেকেটে ফিট হয়ে একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড করত।

গোরা। তাই নাকি ?

বিনয়। নিশ্চয়। আর এ একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা হোতে হোতে বেঁচে গেল, অথচ ভয়ের একটু চিহ্নও মেয়েটির মুখে ফুটে উঠল না। বাপের হাত ধরে আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নেমে এলেন, আমাকে বললেন—দয়া ক'রে একখানি গাড়ি যদি ডেকে দেন—

গোরা। গাড়ি পাওয়া গেল না, কী আর করবে—বাধ্য হয়ে তাঁদের তোমার বাসায় নিয়ে এলে—

বিনয়। সামনেই আমার বাসা—অন্যায়টা কী হয়েছে বলো ?

গোরা। কে বলছে অন্যায়—তারপর পরিচর্যা করে বৃদ্ধ ভদ্র-লোকটিকে সুস্থ করলে, নাম, ধাম, পেশা ইত্যাদি জেনে নিয়ে তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দিলে—কেমন ?

বিনয়। আমার বদলে তুমি যদি ঘটনাস্থলে থাকতে তাহোলে কী করতে?

গোরা। তুমি যা করেছিলে বোধ হয় তাই করতাম, তবে দিবারাত্র মেয়েটির মূর্তি ধ্যান করতাম না—যা তুমি করছ।

বিনয়। তুমি কী ক'রে জানলে আমি দিবারাত্র মেয়েটির মূর্তি ধ্যান করছি?

গোরা। তোমার মনের ভিতর প্রবেশ করার মতো আধ্যাত্মিক শক্তি অবিশ্যি আমার এখনও হয়নি, এ আমার অনুমান মাত্র।

বিনয়। তোমার যা খুসি অনুমান করতে পারো।

গোরা। বিনয়! মনের অগোচর পাপ নেই, কিন্তু আমি বলছি তুমি দুর্বল হয়ে পড়ছ।

বিনয়। দুর্বল! তুমি জানো আমি ইচ্ছা করলে এখুনি তাঁদের বাড়ি যেতে পারি—তাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন—কিন্তু আমি যাই নি?

গোরা। [ব্যঙ্গ সহকারে] হ্যাঁ যাও নি—কিন্তু দিনরাত কেবলই ভাবছ—কেন গেলুম না, কেন গেলুম না, তার চেয়ে যে যাওয়াই ভালো।

বিনয়। তবে কি যেতেই বলো?

গোরা। আমাকে বলতে হবে না,—আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্চি—তুমি যাবে, দুদিন বাদে তাঁদের বাড়ি খানা খেতে সুরু করবে তারপর ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লিখিয়ে একেবারে দিগ্বিজয়ী প্রচারক হয়ে উঠবে।

বিনয়। [ঈষৎ হাসিয়া] বলো কী—তারপর?

গোরা। তারপরও শুনতে চাও?

বিনয়। বলো—

গোরা। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুমি গো ভাগাড়ে গিয়ে মরবে।

[বিনয় অবাক হইয়া গোরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

হ্যাঁ বিনয় এই তোমার পরিণাম, কিন্তু তবু আমি বলি তুমি যাও। অধঃপাতের মুখের সামনে পা বাড়িয়ে থেকে আমাদের শুদ্ধ কেন ভয়ে ভয়ে রেখে দিয়েছ ?

[বিনয় গোরার ভাব সাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল]

বিনয়। ডাক্তার আশা ছেড়ে দিলেই রোগী সব সময় মরে না

গোরা। নিদেনকালের কোন লক্ষণই আমি বুঝতে পাচ্ছি নে। [কব্জা চাপিয়া] নাড়িতে দিব্যি জোর আছে—হ্যাঁ দিব্যি জোরে চলছে—

[গোরা বিনয়ের কথা কানে না তুলিয়া কহিল]

গোরা। পতঙ্গের মতো তোমার মনটা যে কারণে পরেশবাবুর বাড়ির চারিদিকে ঘুরছে, ইংরেজিতে তাকে বলে love, নির্ভয়ে তুমি love করতে পারো, কিন্তু সময় থাকতে নিজেকে সামলে নিও—হিতৈষী বন্ধুদের এই অনুরোধ।

[বিনয় গোরার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কহিল]

বিনয়। তুমি পাগল হয়েছ গোরা! আমার আবার love! তবে একথা আমি স্বীকার করছি, পরেশবাবুদের আমি যেটুকু দেখেছি, আর ওঁদের সম্বন্ধে যা শুনেছি, তাতে ওঁদের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হয়েছে, ওঁদের ঘরের ভেতরকার জীবনযাত্রাটা কী রকম সেটা জানবার জন্যে আমার একটা আকর্ষণ হয়েছিল—

[গোরা আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল কহিল—]

গোরা। সেই আকর্ষণটাই তো মারাত্মক। (ওঁদের সম্বন্ধে প্রাণী বৃত্তান্তের অধ্যায়টা অনাবিষ্কৃতই রইল, ওঁরা শিকারী প্রাণী) ভিতরকার ব্যাপার জানতে গিয়ে শেষকালে যে তোমার টিকিটি পর্যন্ত দেখবার জো থাকবে না।

বিনয়। দেখো গোরা, তোমার একটা মস্ত দোষ আছে, তুমি মনে করো যত কিছু শক্তি ঈশ্বর কেবল তোমাকেই দিয়েছেন—আর আমরা সবাই দুর্বল প্রাণী।

[গোরা হাসিয়া উঠিল ও কহিল]

গোরা। ঠিক বলছ বিনু, এইটেই আমার মস্ত দোষ—মস্ত দোষ। [চাপড় মারিল]

বিনয়। উঃ! ওর চেয়েও আর একটা মস্ত দোষ আছে। অন্য লোকের শিরদাঁড়ার উপর কতটা আঘাত সয় তার ওজনবোধ তোমার একেবারেই নেই।

[গোরা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল, হাসি থামিতে না থামিতে গোরার মা আনন্দময়ী প্রবেশ করিলেন। গোরা ও বিনয় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল।]

আনন্দময়ী। গোরার গলা যখন নিচে থেকে শোনা যায় তখুনি বুঝতে পারি বিনু নিশ্চয়ই এসেছে। কদিন বাড়ি একেবারে চুপ চাপ ছিল, আসিস নি কেন রে বিনু, অসুখ বিসুখ করে নি তো?

বিনয়। না মা,—যা বৃষ্টি বাদল।

গোরা। দেবতার ওপর দোষ দিলে দেবতা কোন জবাব করেন না—ঐ একটা মস্ত সুবিধে।

বিনয়। কী বাজে বকছ গোরা?

আনন্দময়ী। আমার ঘরে আয় বিনু—কিছু খাবি আয়।

[বিনয় কিছু অগ্রসর হইতে যাওয়া মাত্র গোরা হাত ধরিয়া কহিল]

গোরা। না, মা সেটি হচ্ছে না, তোমার ঘরে আমি বিনয়কে খেতে দেব না।

আনন্দময়ী। তোকে তো আমি কোনদিন খেতে বলিনি বাবা?

তুই আমার হাতে খাবি নে, তোর বাবা স্বপাক না হোলে খাবেন না,—আমারও তো ইচ্ছে হয় কাউকে সামনে বসিয়ে খাওয়াই! বিনু আয়, লক্ষ্মী ছেলে—তোর মতন ওর গোঁড়ামি নেই, তুই কেন ওকে জোর ক'রে আটকে রাখতে চাস্ বল্ তো?

গোরা। [হাসিয়া] চেষ্টা করলেই কি ওর ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখতে পারব মা? শেকল কাটবার চেষ্টা সাধ্যমত করছে তোমার ঐ ছেলেটি।

বিনয়। আঃ—গোরা তুমি থামো, এসো মা—

[একটু অগ্রসর হইল]

গোরা। [পথ রোধ করিয়া] না, কিছুতেই না। মা যদ্দিন ওঁর ঐ খৃষ্টান দাসী লছমিয়াকে না বিদেয় করে দেবেন, তোমার মার ঘরে খাওয়া চলবে না। আমার চোখের বাইরে যা খুসি করো, আমার সামনে তোমাকে আমি অনাচার করতে দেব না।

আনন্দময়ী। [গোরার দিকে একটু তাকাইয়া থাকিয়া] এই সেদিন পর্যন্ত লছমিয়ার হাতের চাটনী না হোলে তোর খাওয়া রুচ্‌ত না। ছোট-বেলায় তোর যখন বসন্ত হয়েছিল, লছমিয়া যে করে তোকে বাঁচিয়েছিল, আমি কোনদিন ভুলতে পারব না। ওকে তাড়াবার কথা তুই মুখে আনিস নি বাবা, ওতে পাপ হয়, তোকে দেখতে না পেলে ও মরে যাবে।

গোরা। কী সর্বনাশ! তা হোলে ওকে রাখো—কিন্তু বিনু তোমার ঘরে খেতে পাবে না। আচ্ছা মা, তুমি এত বড় অধ্যাপকের মেয়ে, তুমি আচার পালন করে চলো না এ কিন্তু—

আনন্দময়ী। তোকে কোলে নিয়েই আমি আচার ভাসিয়ে দিয়েছি তা জানিস? আমি যদি খৃষ্টান ব'লে ছোট জাত ব'লে কাউকে ঘেন্না করি তা হোলে ঈশ্বর তোকেও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। বিনয়! তুমি মুখটি অমন মলিন কোরো না বাবা, আর একদিন নেমন্তন্ন করে খুব ভালো বামুনের হাতে তোমায় খাইয়ে দেব।

বিনয়। আমাকে নেমন্তন্ন খাওয়াবার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হোতে হবে না মা।

আনন্দময়ী। আমি কিন্তু লছমিয়ার হাতের জল খাব গোরা—তাতে আমার জাত থাকে ভালো, না থাকে ভালো—।

[আনন্দময়ী চলিয়া গেলেন]

বিনয়। গোরা! এটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্চে।

গোরা। একটুও বাড়াবাড়ি নয়।

বিনয়। কিন্তু মা যে—

গোরা। মা কা'কে বলে সে আমি জানি বিনয়। আমার মার মতন মা কজনের আছে? কিন্তু আচার যদি না মানতে সুরু করি তবে হয়তো একদিন মাকেও মানব না।

বিনয়। আমি সেকথা বলছি না গোরা। আমার যেন মনে হচ্চে মার মনে কী একটা কথা আছে, সেটা তিনি আমাদের বোঝাতে পাচ্ছেন না—তাই কষ্ট পাচ্ছেন। আমার অনুরোধ গোরা তুমি মার কথাগুলো একটু কান পেতে শুনো।

গোরা। যতটা শোনা যায় আমি শুনে থাকি বিনু। বেশি শোনবার চেষ্টা করলে ভুল শোনবার সম্ভাবনা আছে তাই সে চেষ্টা করিনে।

[এমন সময় হুকো হাতে মহিম প্রবেশ করিল। গোরা ও বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল।]

মহিম। বোসো গোরা, বোসো বিনয়। ভারত উদ্ধারে তো খুবই ব্যস্ত আছ—আপাততঃ ভাইকে উদ্ধার করো তো।

[বিনয় ও গোরা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইল]

আমাদের আপিসের নতুন বড সাহেবের নামে পত্রিকায় একটা চিঠি বেরিয়েছে। বেটা ঠাউরেছে আমারই কর্ম, তা নেহাৎ মিথ্যেও

ঠাওরায়নি ; আমার স্বনামে এখন একটা কড়া প্রতিবাদ না বার করলে আপিসে টেকা মুস্কিল হবে। তোমরা তো য়্যুনিভার্সিটির জলধি মন্থন করে দুটি রত্ন উঠেছ। ভালো করে একখানা চিঠি মুসুবিদে করে দাও তো ? ওর মধ্যে এই কটা কথা দিতেই হবে—Even handed justice, Never failing generosity, kind courteousness.

বিনয়। [হাসিয়া] দাদা, অতগুলো মিথ্যে কথা এক নিঃশ্বাসে চালাবেন?

মহিম। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—বুঝলে বিনয়। এটা নিশ্চয় জেনো, ওদের ঠকালে পাপ নেই যদি না পড়ি ধরা। রোসো, আমার নোট বইটা নিয়ে আসি, তাতে সব Pointগুলো লেখা আছে। পালিয়ো না যেন বিনয় !

[মহিম বাহির হইয়া গেল। ভজহরি কতকগুলো কাগজ হাতে করিয়া উপস্থিত হইল ও গোরাকে দিয়া কহিল]

ভজহরি। অবিনাশবাবু নিচের ঘরে বসে আছেন, এই কাগজ-গুলো পাঠিয়ে দিলেন।

গোরা। বসতে বলো—আমি যাচ্চি।

[ভজহরি চলিয়া গেল]

বিনু! তুমি দাদার ঘরে গিয়ে ওঁকে সামলাওগে—আমি আমার লেখাটা শেষ করে আসি। আজই প্রেসে পাঠাতে হবে।

[দুজনে দুদিকে বাহির হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে দেখা গেল কৃষ্ণদয়াল বৈকালিক গঙ্গাস্নান সারিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার মহলের দিকে যাইতেছেন গঙ্গাজল ছিটাইতে ছিটাইতে—তাঁহার হাতে গঙ্গা-জলের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম, গায়ে নামাবলী, পরণে পট্টবস্ত্র। আনন্দময়ী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন]

আনন্দময়ী। ওগো, শুনছ—

[কৃষ্ণদয়াল ফিরিলেন—মুখে বিরক্তির ভাব]

তোমার সঙ্গে ক'টা কথা আছে। তোমার ঘরে যাওয়া তো নিষেধ,—আর দুজন সন্ন্যাসী যখন এসেছেন কিছুকাল তোমার দেখা পাব না তাতো জানি, সেই জন্যেই পেছু ডাকলুম।

[কৃষ্ণদয়াল চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন বসিবার স্থানাভাব, বিরক্তির মাত্রা বাড়িয়া গেল—কহিলেন]

কৃষ্ণদয়াল। কী কথা আছে তাড়াতাড়ি বলো, সাধুবাবারা আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আনন্দময়ী। তুমি তো দিনরাত তপস্যা করছ! ঘরের কথা কিছু ভাবো কি? আমি যে গোরার জন্যে ভয়ে ভয়ে গেলুম।

কৃষ্ণদয়াল। কেন, ভয় কিসের?

আনন্দময়ী। আমি তখুনি তোমায় বলেছিলুম গোরার পৈতে দিও না, তুমি শুনলে না, বললে—গলায় কগাছা সুতো পরিয়ে দিলে কিছু আসে যায় না, এখন ওকে সামলায় কে বলো?

কৃষ্ণদয়াল। কেন কী করছে?

আনন্দময়ী। আজকাল এই যে হিন্দুয়ানী আরম্ভ করেছে,—এ ওর কখনই সইবে না, শেষকালে কী একটা বিপদ ঘটাবে?

কৃষ্ণদয়াল। সব দোষ বুঝি আমার? বেশ যা হোক—তুমিই তো ওকে কোনমতেই ছাড়তে চাইলে না? আমিও তখন ধর্ম কর্ম কিছু মানতুম না। এখন হোলে কী এমন কাজ করতে পারতুম?

আনন্দময়ী। আমি অধর্ম করেছি সে আমি কোনমতেই মানতে পারব না। এ ছেলে যিনি আমাকে দিয়েছেন, এক তিনিই যদি নেন,—নইলে প্রাণ গেলেও কাউকে আমি দিচ্ছি না—

কৃষ্ণদয়াল। সে তো জানি, তোমার গোরাকে নিয়ে তুমি থাকো—

আমি তো বাধা দিইনি? ও যে করছে করুক না, এক ভাবনা ওর বিয়ে দেওয়া নিয়ে। ব্রাহ্মণের ঘরে তো আব ওর বিয়ে দিতে পারব না? এতে তুমি রাগই কবো, আর যাই করো।

আনন্দময়ী। শুধু শুধু আমি রাগই বা করতে যাব কেন? দেখো আমার মনে হয় গোরাকে সব কথা খুলে বলাই ভালো, তারপর যা অদৃষ্টে থাকে হবে।

কৃষ্ণদয়াল। [ব্যস্তভাবে] না—না—না—আমি বেঁচে থাকতে সে কোনমতে হবে না, গোরাকে তো জানোই? একথা শুনলে ও যে কী করে বসবে তা বলা যায় না। তা ছাড়া এ নিয়ে যদি একটা গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহোলে আমার সাধন ভজন সব মাটি হয়ে যাবে।

[কৃষ্ণদয়াল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন।]

হাঁ, ভালো কথা,—দেখো, গোবার বিয়ের কথা আমি একটা ভেবেছি। পরেশ ভট্চাজ আমার সঙ্গে পড়ত, স্কুল ইনস্পেক্টরির কাজ থেকে অবসর নিয়ে এখন এখানে বাস করছে। ঘোর ব্রাহ্ম, শুনেছি তার অনেকগুলি মেয়েও আছে, গোরাকে যদি তার বাড়িতে ভিড়িয়ে দেওয়া যায় হয়তো তার কোন একটি মেয়েকে সে পছন্দও করতে পারে, তারপর প্রজাপতির নির্বন্ধ।

আনন্দময়ী। বলো কী? গোরা যাবে ব্রাহ্ম বাড়িতে? আগে হোলেও বা হোত। এখন আর ওর সেদিন নেই, আমারই হাতের ছোঁয়া খায় না আমি লছমিয়ার হাতের জল খাই ব'লে।

[এমন সময় গোরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

গোরা। মা!

[সঙ্গে সঙ্গে গোরা আসিয়া উপস্থিত হইল, পিতাকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল]

আনন্দময়ী। কী বাবা?

গোরা। না, বিশেষ কিছু নয়—এখন থাক্।

[গোরা ফিরিবার উপক্রম করিল]

কৃষ্ণদয়াল। যেয়ো না, একটা কথা আছে গোরা।

[গোরা উৎসুক দৃষ্টিতে পিতার দিকে চাহিল]

আমার একটি ব্রাহ্ম বন্ধু সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন, তিনি হেদোর কাছে থাকেন—

গোরা। পরেশবাবু না কি ?

কৃষ্ণদয়াল। তুমি তাঁকে জানলে কী করে ?

গোরা। বিনয় তাঁর বাড়ির কাছেই থাকে, ওর কাছেই তাঁদের কথা শুনেছি।

কৃষ্ণদয়াল। হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে তুমিও মাঝে মাঝে তাঁদের খোঁজ খবর নাও। পরেশবাবু আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

গোরা। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, আমি কালই যাব।

কৃষ্ণদয়াল। হ্যাঁ, তাই যেও।

[গোরা এক পা অগ্রসর হইয়া থামিল, কহিল]

গোরা। ও, না—না কাল তো আমার যাওয়া হবে না।

কৃষ্ণদয়াল। কেন ?

গোরা। কাল সূর্যগ্রহণ—আমি ত্রিবেণীতে স্নান করতে যাব।

আনন্দময়ী। তুই অবাক করলি গোরা, ত্রিবেণী না হোলে তোর স্নান করা হবে না—তুই যে দেশশুদ্ধ লোককে ছাড়িয়ে উঠলি !

[গোরা কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল]

দেখলে তো কী রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে ! এ কি ওর সইবে ? আমার যে দিনরাত ওকে নিয়ে কী দুশ্চিন্তা, ~~কী দুর্ভাবনা~~, তা এক অন্তর্যামীই জানেন। (তুমি তো সারাক্ষণ সাধুবাবাদের নিয়ে যাগযজ্ঞ

করছ, আমার বুকের মধ্যে যে কী আগুন জ্বলছে তা তো মুখ ফুটে কাউকে বলতেও পারিনে।

কৃষ্ণদয়াল। [একটু চিন্তা করিয়া] হুঁ! আচ্ছা, তোমার কথাগুলো সময়মত ভেবে দেখব। দেখো, এখন গোরার কোন কাজে বাধা দেবার দরকার নেই। যা করছে করুক সময়মত আমিই ওকে সব কথা খুলে বলব বুঝেছ! ওঃ—আমি এখন যাই, অনেকক্ষণ সময় নষ্ট হোলো। আমি না গেলে স্বামীজীরা আবার কাজে বসতে পাচ্ছেন না কিনা?

[তিনি কমণ্ডলু হইতে গঙ্গাজল লইয়া নিজের সর্বাঙ্গে ছিটাইলেন এবং জল ছিটাইতে ছিটাইতে প্রস্থান করিলেন। আনন্দময়ী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নেপথ্যে শশীমুখীর কণ্ঠ শোনা গেল।]

শশীমুখী। গল্প না বললে জুতো খুঁজে দোব না, খালি পায়ে কী করে বাড়ি যান দেখব।

[সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের হাত ধরিয়া শশীমুখী প্রবেশ করিল।]

আনন্দময়ী। কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ বিনু?

বিনয়। মহিমদার ঘরে মা!

[লছমি একগ্লাস জল হাতে করিয়া প্রবেশ করিল]

আনন্দময়ী। কার জন্যে জল এনেছিস লছমী?

বিনয়। আমার জন্যে মা, বড় জলতেষ্টা পেয়েছে।

[আনন্দময়ী বাধা দিবার পূর্বেই বিনয় লছমিয়ার হাত হইতে গ্লাস লইয়া এক চুমুকে নিঃশেষে জলপান করিয়া ফেলিল, আনন্দময়ী অবাক হইয়া বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।]

বিনয়। তোমার হাতের রান্নাই আমি কাল খাব মা, আমাকে খাওয়াবার জন্যে ভালো বামুন এনে রাঁধাতে হবে না, তোমার হাতে

খেলে যদি আমার জাত যায়, নরকবাস হয়, আমি যেন জন্ম জন্ম নরক বাসই করি।

[বিনয় আনন্দময়ীর পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল। আনন্দময়ীর চোখ দিয়া দুফোঁটা জল গড়াইয়া বিনয়ের মাথায় পড়িল, তিনি আশীর্বাচন উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পরেশবাবুর বাটী, দোতলার বসিবার ঘর, বেলা ৫টা। সামনে কাশ্মিরি বারান্দার ছাদ, ঘরটি সাদাসিধে ভাবে সাজানো—সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে একটি ছোট টেবিল, তাহার একধারে একটি পিটওয়ালা বেঞ্চি, অন্যধারে একটি কাঠের ও বেতের চৌকি। দেয়ালে একধারে যীশুখৃষ্টের একটি রং করা ছবি এবং অন্যদিকে কেশববাবুর ফটোগ্রাফ, টেবিলের উপর দুইচারিদিনের খবরের কাগজ ভাঁজ করা, তাহার উপরে সীসার 'কাগজ চাপা,' কোণে একটি ছোট আলমারি। তাহার উপরের থাকে থিয়োডোর পার্কারের বই সারি সারি সাজানো রহিয়াছে। আলমারির মাথার উপরে একটি গ্লোব কাপড় দিয়া ঢাকা রহিয়াছে।

একটি চেয়ারে বসিয়া পরেশবাবু, ব্রাহ্মধর্ম্মমূলক একটি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। বিনয়ের হাত ধরিয়া বালক সতীশ প্রবেশ করিল—পশ্চাতে সুচরিতা। পরেশবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিনয়কে অভ্যর্থনা করিলেন]

সতীশ। আসুন—

পরেশ। এই যে আসুন, আসুন বিনয়বাবু,—বসুন, বড় খুসি হলাম—

সুচরিতা। উনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বাবা। ওঁকে দেখবামাত্র সতীশ গাড়ী থেকে নেবেই ওঁকে টেনে নিয়ে এল [বিনয়কে] আপনি হয় তো কোন কাজে যাচ্ছিলেন আপনার অসুবিধে হয় নি তো ?

বিনয়। [ব্যস্ত হইয়া] না, না, আমার কোন কাজ ছিল না, অসুবিধে কিছুই হয় নি।

পরেশ। [ঈষৎ হাসিয়া সতীশকে দেখাইয়া] শক্ত হাতে ধরা পড়েছেন বিনয়বাবু, শীগ্‌গির ছাড়া পাবেন না, হাঁপিয়ে পড়েছেন বুঝি ? সতীশ ভারি দুরন্ত ছেলে।

সুচরিতা। ভারি দুষ্টু তুমি।

সতীশ। দিদি চাবিটা দাওনা—অর্গেনটা এনে বিনয়বাবুকে দেখাই।

সুচরিতা। এই বুঝি সুরু হোলো ? যার সঙ্গে আমাদের বক্তিয়ারের ভাব হবে, তার আর রক্ষে নেই। অর্গেন তো তাকে শুনতেই হবে, আরো অনেক দুঃখ তার কপালে আছে।

সতীশ। দাও না দিদি—

[সুচরিতা আঁচল হইতে চাবির রিং খুলিয়া সতীশকে দিল, সতীশ দৌড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল]

পরেশ। রাধে, তোমার মাকে আর অন্য অন্য সবাইকে ডেকে আনো—বিনয়বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

[সুচরিতা ঘর হইতে চলিয়া গেল। সতীশ অর্গিন লইয়া ঘরে উপস্থিত হইল, এবং চাবি দিয়া দম লাগাইতে অর্গিনের সুর বাজিয়া উঠিল। সতীশ বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল যেন এই

যন্ত্রটি নির্মাণ কৌশলের জন্য তাহারি ষোলআনা কৃতিত্বের দাবী, প. বাবু সতীশের বিনয়বাবুকে খুসি করিবার চেষ্টা দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পরেশবাবুর স্ত্রী বরদাসুন্দরী তাহার কন্যা লাবণ্য, ললিতা ও লীলাকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। পরেশবাবু বিনয়কে লক্ষ্য করিয়া বরদাসুন্দরীকে কহিলেন।]

পরেশ। এঁরই বাড়িতে সেদিন সেই দুর্ঘটনার পর আমি আর সুচরিতা বিশ্রাম করেছিলাম, ইঁনি সাহায্য না করলে—

বরদা। ও—বড় উপকার করেছিলেন। আপনি আমাদের অনেক ধন্যবাদ জানবেন।

বিনয়। [সঙ্কুচিত হইয়া] না, এমন আর কী করেছি।

বরদা। বসুন—[বিনয় বসিল] মনে হচ্চে আপনাকে যেন দু একবার সমাজে দেখেছি।

বিনয়। হ্যাঁ, আমি কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনতে মাঝে মাঝে যাই।

বরদা। আপনি বুঝি কালেজে পড়েন?

বিনয়। না, এখন আর কলেজে পড়ি না।

বরদা। কতদূর পর্যন্ত পড়েছেন?

বিনয়। এম, এ, পাশ করেছি।

বরদা। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] আমার মনু যদি বেঁচে থাকত সেও এদ্দিনে এম, এ পাশ ক'রে বের হোত [লাবণ্যকে] লাবণ্য! যে সেলাইটির জন্যে তুমি প্রাইজ পেয়েছিলে সেইটে নিয়ে এসো তো মা।

[লাবণ্য বাহির হইয়া গেল। পরেশবাবু সুচরিতাকে চুপি চুপি কী উপদেশ দিলেন সেও চলিয়া গেল।]

এটি আমার বড় মেয়ে লাবণ্য—সামনের বছর বি, এ দেবে। গেল বাবে লেফ্‌টেনেন্ট্‌ গভর্ণরের স্ত্রী এসেছিলেন ওদের কালেজের মেয়েদের প্রাইজ

দিতে, কালেজের সমস্ত মেয়েদের মধ্যে লাবণ্যকে দেখে তিনি বলেছিলেন, বাঙালি মেয়েদের মধ্যে এমন সুন্দর গঠন বড় একটা দেখা যায় না।

[লাবণ্য একটি উলের টিয়াপাখী লইয়া প্রবেশ করিল। উহার মলিনতা দেখিলেই বোঝা যায় বহুব্যক্তিকে উহা দেখানো হইয়াছে। বরদা লাবণ্যর হাত হইতে পাখীটি লইয়া বিনয়কে উহা দেখাইতে লাগিলেন। বিনয় দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পাখীটি দেখিতে লাগিল]

বিনয়। বাঃ—চমৎকার !

সতীশ। আমার কুকুর এর চেয়েও চমৎকার দেখবেন বিনয়বাবু ?

বরদা। তোমার কুকুর এখানে আনতে হবে না।

[বরদা তাঁহার সেজ মেয়ে ললিতাকে দেখাইয়া বিনয়কে কহিলেন]
ললিতা ! এটি আমার সেজমেয়ে ললিতা। St. Devision এ Entrance পাশ ক'রে F. A. পড়ছে। রঘুবংশ থেকে এত সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে। ললিতা ! বিনয় বাবুকে একবার শুনিয়ে দাও না।

ললিতা। [বিরক্তির সহিত] আমার গলা খুশ খুশ করছে আজ আমি পারব না মা।

[ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সতীশ বিনয়ের কাছে আসিয়া কহিল]

সতীশ। জানেন বিনয়বাবু—আমার কুকুরের নাম জেম—আমি তাকে কত রকম বাজী করতে শিখিয়েছি যদি দেখেন—

লীলা। বাঃ রে—ও তো আমার কুকুর। তুমি আবার কবে ওকে বাজী করতে শেখালে ? ওকে তো আমি শিখিয়েছি।

সতীশ। হ্যাঁ, তুমি শিখিয়েছ বৈ কি !

[একজন বেহারা একখানি চিঠি লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহা পরেশবাবুকে দিল, পরেশবাবু চিঠি পড়িয়া বেহারাকে কহিলেন।]

পরেশ। বাবুকে উপরে নিয়ে আয়।

[বেহারার প্রস্থান

বরদা। কে ?

পরেশ। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কৃষ্ণদয়াল তার ছেলেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে পাঠিয়েছেন।

[বিনয়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। খুঞ্চের উপর জলখাবার ও চায়ের সরঞ্জাম সাজাইয়া চাকরের হাতে দিয়া সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিল এবং সেই মুহূর্তে বেহারার সঙ্গে সঙ্গে গোরাও আসিয়া হাজির হইল। তাহার সাজসজ্জা অপরূপ। কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ছাপ, পরণে মোটা ধুতির উপর ফিতা বাঁধা জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতো। সে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এরূপ সাজসজ্জা বিনয়ও পূর্বে কখনও দেখে নাই।

গোরা বিনয়কে দেখিয়াও দেখিল না। পরেশবাবুকে নমস্কার করিয়া অসঙ্কোচে একটি চেয়ার টেবিলের কিছুদূরে সরাইয়া লইয়া বসিল। ললিতা পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া সুচরিতার পাশে বসিয়া চা তৈয়ারি ব্যাপারে তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল, বরদাসুন্দরী গোরার পোষাক পরিচ্ছদ এবং চেহারার মধ্যে এমন কিছু একটা লক্ষ্য করিলেন যাহাতে মেয়েদের লইয়া এখানে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয় মনে করিলেন। বরদাসুন্দরী আসন ছাড়িয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন পরেশবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন]

পরেশ। [বরদাসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া] এঁর নাম গৌর মোহন আমার বন্ধু কৃষ্ণদয়ালের ছেলে। [গোরাকে লক্ষ্য করিয়া] তখনকার দিনে কলেজে আমরা দুজনে একজুড়ি ছিলাম। দুজনেই মস্ত কালা-পাহাড়—কিছুই মানতাম না, কী রকম ক'রে আমরা হিন্দু সমাজের

সংস্কার করব রাত দুপুর পর্যন্ত তারই আলোচনা চলত। বসো—

[যৌবনের কথা স্মরণ করিয়া বালকের মতো হাসিয়া উঠিলেন।]

বরদা। এখন কৃষ্ণদয়ালবাবু কী করেন?

[গোরা এতক্ষণ পর বরদাসুন্দরীর মুখের দিকে ভালো করিয়া তাকাইল এবং কহিল।]

গোরা। এখন তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুর আচার পালন করেন এবং পূর্বের অনাচারের জন্যে মনে মনে অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করেন।

বরদা। হিন্দুর আচার পালন করেন—লজ্জা করে না?

গোরা। [একটু হাসিয়া]—লজ্জা করা দুর্বল স্বভাবের লক্ষণ, কেউ কেউ বাপের পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করে।

[সুচরিতা ললিতা গোরার মুখের দিকে অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। বিনয় চঞ্চল হইয়া উঠিল।]

বরদা। আগে তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না?

গোরা। আমিও এক সময় ব্রাহ্ম ছিলাম।

বরদা। এখন আপনি সাকার উপাসনায় বিশ্বাস করেন?

গোরা। আকার জিনিষটাকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা করব এমন কুসংস্কার আমার মনে নেই। আকারের রহস্য কে ভেদ করতে পেরেছে?

[সুচরিতা কয়েক পেয়ালা চা তৈয়ারি করিয়া বরদাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিল, বরদাসুন্দরী গোরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন]

বরদা। আপনি এ সমস্ত কিছু খাবেন না বুঝি?

গোরা। না।

বরদা। কেন, জাত যাবে?

গোরা। হ্যাঁ।

বরদা। আপনি জাত মানেন ?

গোরা। জাত কি আমার নিজের তৈরি যে মান্‌ব না। সমাজকে যখন মানি তখন জাতও মানি।

বরদা। না মানলে কী ক্ষতি ?

গোরা। না মানলে সমাজকে ভাঙা হয়।

বরদা। ভাঙা দোষ কী ?

গোরা। যে ডালে সকলে মিলে বসে আছি, সে ডাল কাটলেই বা দোষ কী ?

ললিতা। [একটু বিরক্ত হইয়া] মা ! মিছে কেন তর্ক করছ। বুঝতে পারছ না, উনি আমাদের ছোঁয়া খাবেন না।

[গোরা ললিতার মুখের দিকে তাকাইল। ললিতা ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইল। সুচরিতা বিনয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল]

সুচরিতা। বিনয়বাবু—আপনি কি—

বিনয়। হাঁ, খাব বৈ কী।

[বলিয়া গোরার মুখের দিকে চাহিল, গোরার ওষ্ঠপ্রান্তে কঠোর হাসি ফুটিয়া উঠিল। পরেশবাবু গোরার নিকটে তাহার চৌকি টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।]

পরেশ। তোমার বাবার শরীর আজকাল কেমন আছে ?

গোরা। এক রকম ভালোই বলতে হবে।

পরেশ। তোমার মার শরীর বেশ ভালো আছে ?

গোরা। আজ্ঞে হাঁ, মার কোনদিন অসুখ বিসুখ হয় না।

[বাইরে রাস্তায় চিনা বাদামওয়ালার চীৎকার শোনা গেল—"চাই চিনা বাদাম।" সতীশ ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল]

সতীশ। ও চিনাবাদামওয়ালা আমাদের বাড়িতে এসো।

[ইতিমধ্যে আর একটি ভদ্রলোক ঘরে আসিলেন, তাঁহার নাম হারাণচন্দ্র নাগ, সকলে পানু বাবু বলিয়া ডাকে।]

পরেশ। [নমস্কার করিয়া] এই যে পানু বাবু! আসুন।

[পানুবাবু পরেশবাবুকে নমস্কার করিয়া একটি চৌকি টানিয়া সুচরিতার পাশে বসিলেন। সুচরিতা পানুবাবুকে এক কাপ চা আগাইয়া দিল। লাবণ্য ও ললিতা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।]

পরেশ। [গোরাকে দেখাইয়া] পানুবাবু! ইনি আমাদের—

হারাণ। পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই ওঁকে বিলক্ষণ জানি—উনি এক সময় আমাদের ব্রাহ্মসমাজের এক জন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

[পানুবাবু অবজ্ঞার সহিত মৃদু হাসিয়া চায়ের পেয়ালার দিকে মন দিলেন, পরেশবাবু সঞ্জীবনী পত্রিকাটি টেবিল হইতে লইয়া পানুবাবুর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন।]

পরেশ। এবারে অনেকগুলো বাঙালির ছেলে সিভিল সার্ভিস ভালো ভাবে পাশ ক'রে দেশে ফিরে আসছেন।

হারাণ। পরীক্ষায় বাঙালি যতই পাশ করুক না কেন, বাঙালিদ্বারা কোন মহৎ কাজ হবে না—এ জাতের নানা দোষ—নানা দোষ।

গোরা। [কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করিয়া] এই যদি সত্যই আপনার মত হয়, তবে আপনি এই টেবিলে বসে চা, পাউরুটি খাচ্চেন কোন্ লজ্জায়?

হারাণ। কী করতে বলেন?

গোরা। হয় বাঙালি চরিত্রের কলঙ্ক মোচন করুন, নয় গলায় দড়ি দিয়ে মরুন গিয়ে, আমাদের জাতের দ্বারা কখনও কিছু হবে না এ কথা কি এতই সহজে বলবার?

হারাণ। তা সত্যি কথা বলব না?

গোরা। কথাটা মিথ্যা, নিছক মিথ্যা, এবং আপনি জানেন আপনি যা বলছেন তা মিথ্যা। হারাণবাবু, মিথ্যা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরো পাপ, এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মতো পাপ অল্পই আছে।

হারাণ। [ক্রোধে অধীর হইয়া] আমি জোর গলায় বলব, বাঙালি যদ্দিন তাদের সমাজ থেকে কুপ্রথাগুলো বর্জন না করবে, তদ্দিন বাঙালি জাতের কোন আশা নেই।

গোরা। কুপ্রথাগুলো, যথা—

হারাণ। যথা, এই গঙ্গা স্নান করা, তিলক কাটা প্রভৃতি, এ সব লোক দেখানো ভড়ং ছাড়া আর কী আপনি বলতে পারেন ?

গোরা। [ভ্রূকুটি করিয়া] আপনি যাকে কুপ্রথা বলছেন সে কেবল ইংরেজি বই মুখস্থ ক'রে বলছেন। গঙ্গাস্নান করা, তিলক কাটা এ সবের সার্থকতা যে কী, আপনি কিছুই জানেন না। এ নিয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করবার আপনার কিছুমাত্রও অধিকার নেই।

হারাণ। অধিকার নেই ?

গোরা। না, ইংরেজদের চায়ের টেবিলে বসে তাদের কুপ্রথা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করবার স্পর্ধা ও সাহস রাখেন কি ? তাদের কু-প্রথাকেও যেদিন আপনি ঠিক এমনি করেই অবজ্ঞা করতে পারবেন, তখনি হিন্দুদের কুপ্রথা নিয়ে আলোচনা করবেন।

বরদা। আসুন বিনয় বাবু, আমরা বারান্দায় গিয়ে বসি।

[বিনয় গোরার দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বরদাসুন্দরীর সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখের বারান্দায় চলিয়া গেল ; লাবণ্য তাহাদের অনুসরণ করিল।]

হারাণ। আপনাদের দেবদেবীর মন্দিরে ভিড়ের মধ্যে আপনাদের মহিলারা যখন ঐ সব মাটির মূর্তি দেখতে যান, আপনি কি বলতে চান তখন আপনাদের মহিলাদের শীলতা রক্ষা হয় ?

গোরা। যারা মানুষ ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয়, তারা মহিলাদের সম্মান রেখেই চলেন। যারা পশু তারা রাখে না, সে রকম লোক হিন্দু সমাজেও আছে, আপনাদের সমাজেও যথেষ্ট আছে।

বরদা। [লাবণ্যকে] তোমার সেই খাতাটি এনে বিনয়বাবুকে দেখাও না ?

[লাবণ্য বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিয়া আলমারী হইতে একটি খাতা আনিতে গেল। লাবণ্য যখন ঘরে উপস্থিত হইল তখন হারাণ বলিল]

হারাণ। আপনাদের অনেক দেবীমন্দিরে দেবদাসী প্রথা আছে সেগুলি ব্যাভিচারিতা ছাড়া আর কী ? যত সব অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোক এই সব প্রথা সৃষ্টি ক'রে গেছেন, আর আপনাদের সমাজ সেই প্রথা এই বিংশ শতাব্দীতেও অনুসরণ ক'রে চলেছে।

[হারাণ বাবুর এই সব কথায় সুচরিতার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, ললিতা সুচরিতাকে মৃদুস্বরে কী বলিল। (লাবণ্য খাতা লইয়া বারান্দায় চলিয়া গেল এবং উহা বরদাসুন্দরীর হাতে দিল)]

গোরা। হারাণবাবু, আপনি যাদের অশিক্ষিত বলেন, আমি তাদেরই দলে। যতক্ষণ না আপনি দেশকে ভালবাসেন দেশের লোকের সঙ্গে এক জায়গায় এসে দাঁড়াবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার মুখ থেকে দেশের নিন্দা আমি এক বর্ণও সহ্য করব না।

হারাণ। সহ্য করবেন না তা জানি, এ রকম একগুঁয়েমির জন্যেই তো দেশের সংশোধন হচ্ছে না।

গোরা। [গর্জন করিয়া] সংশোধন! সংশোধন ঢের পরের কথা মশাই, সংশোধনের চেয়েও অনেক বড় কথা ভালবাসা, শ্রদ্ধা। আগে দেশকে ভালবাসতে শিখুন; শ্রদ্ধা করতে শিখুন, সংশোধন ভিতর

থেকে আপনিই হবে। আগে দেশের আত্মীয় হোন, তার পর দেশের সংশোধক হবেন।

[সুচরিতা অবাক হইয়া গোরার কথা শুনিতেছিল, হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাইয়া পরেশবাবুর কানে কানে কী বলিল, পরেশবাবু আসন ছাড়িয়া উঠিলেন।]

পরেশ। ও—আমার প্রার্থনার সময় হয়েছে—

গোরা। [দাঁড়াইয়া] রাত হয়ে গেছে, আজ তাহোলে আসি—

পরেশ। আচ্ছা, এসো বাবা, তোমার যখন ইচ্ছে এখানে এসো। কৃষ্ণদয়াল আমার ভায়ের মতন ছিলেন, এখন যদিও আমাদের মতের মিল নেই, দেখাশুনাও হয় না, কিন্তু ছেলেবেলার বন্ধুত্ব রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে। কৃষ্ণদয়ালের সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকটতর।

[গোরা পরেশ বাবুর কথা শুনিয়া একটু নম্রভাব ধারণ করিল ও যথার্থ ভক্তির সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিল।]

পরেশ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

[সুচরিতা, ললিতা ও হারাণের সহিত কোনরূপ বিদায় সম্ভাষণ না করিয়াই গোরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বিনয় ও বরদাসুন্দরী ঘরের মধ্যে আসিল।]

বিনয়। আজ তাহোলে আসি—

[বিনয় সকলের সহিত যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।]

হারাণ। [পরেশবাবুকে] দেখুন সকলের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দেওয়া আমি নিরাপদ মনে করি নে।

ললিতা। বাবা যদি সে নিয়ম মানতেন তা হোলে তো আপনার সঙ্গেও আমাদের আলাপ হোতে পারত না।

হারাণ। আলাপ পরিচয় নিজেদের সমাজের মধ্যে হোলেই ভালো হয়।

পরেশ। [হাসিয়া] কিন্তু, আমি মনে করি হারাণবাবু, নানা মতের ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েদের মেশা উচিত। নইলে তাদের বুদ্ধিকে জোর ক'রে খর্ব করে রাখা হয়। এতে ভয় কিংবা লজ্জার কারণ তো আমি কিছুই দেখি না।

হারাণ। কিন্তু মেয়েদের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হয় সে ভদ্রতা জ্ঞানও যে ওদের নেই।

পরেশ। না, না আপনি বলেন কী পানুবাবু—

সুচরিতা। [নম্রভাবে] দেখুন পানুবাবু, আজকের তর্কে ব্রাহ্ম সমাজের লোকের ব্যবহারে আমিও লজ্জিত হচ্ছিলুম। বাবা, আপনার উপাসনার সময় হয়েছে চলুন বাবা।

[সুচরিতা ও পরেশবাবু চলিয়া গেলেন। হারাণবাবু বরদাসুন্দরীর দিকে বিরক্তভাবে তাকাইয়া বলিলেন।]

হারাণ। হিন্দুসমাজের লোকদের অন্তঃপুরে নিয়ে এসে পরেশবাবু কাজটা ভালো করছেন না, আপনি দেখবেন এ আমি আপনাকে ব'লে রাখছি, এর জন্যে পরেশবাবুকে পরে অনুতাপ করতে হবে।

[ললিতা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। হারাণ তাহাকে বলিল।]

হারাণ। ললিতা! লোকটার সঙ্গে বৃথা কতকগুলো তর্ক ক'রে মনটা তিতো হয়ে গেল। তোমার সেই গানটি আমাকে একবার শোনাবে।

ললিতা। এখন আমি পারব না। [বলিয়া বাহির হইয়া গেল। বরদাসুন্দরী ললিতার এই বিদ্রোহীতায় বিস্মিত হইয়া গেলেন।]

হারাণ। [বরদাসুন্দরীকে নমস্কার করিয়া] আচ্ছা, আজ আমি আসি।

[হারাণ বাহির হইয়া গেলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখ ভাগ]

[একটি প্রশেসন গোরাকে সম্মুখভাগে লইয়া রাস্তা দিয়া যাইতে-ছিল, সমাজের সম্মুখভাগে তাহাদের গীত থামিল।

বরদাসুন্দরী, সুচরিতা, লাবণ্য, ললিতা, লীলা ও বিনয় প্রশেসনের আগে আগে আসিতেছিল ; বিনয় গোরাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।]

গীত

জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়,
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ম্ময়।
এসো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি,
অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়॥
এসো নব জাগ্রত প্রাণ,
চির যৌবন জয়গান॥
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা, জড়ত্ব নাশা
ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়॥

[গান শেষ করিয়া প্রশেসন চলিয়া গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[কৃষ্ণদয়ালের বাড়ি। সময় রাত্রি ৮টা, বারাণ্ডা—বারাণ্ডার পশ্চাতে গোরার সুসজ্জিত শুইবার ঘর দেখা যাইতেছে।

গোরা আহার করিতে বসিয়াছে, আনন্দময়ী পাশে বসিয়া আছেন, শশীমুখী গোরাকে পাখার বাতাস করিতেছে, গোরা কথাবার্তা না কহিয়া খাইতেছে, আনন্দময়ী বুঝিতে পারিয়াছেন, যে কোন কারণে গোরার মন ভালো নাই, যেহেতু চুপ করিয়া আহার করা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ।]

আনন্দময়ী। দেখো গোরা, একটি কথা বলি, রাগ্ কোরো না বাবা। ভগবান অনেক মানুষ সৃষ্টি করেছেন কিন্তু সকলের জন্যেই একটিমাত্র পথ খুলে রাখেননি। বিনয় তোমাকে প্রাণের মতো ভালবাসে—কিন্তু তোমার পথেই তাকে সারাজীবন চলতে হবে এ জোর জবরদস্তি করলে তা কি সুখের হবে বাবা?

গোরা। আর একটা সন্দেশ দাও মা।

[আনন্দময়ী চলিয়া গেলেন, এমন সময় হুঁকো ও পানের ডিবা হাতে মহিম সেখানে উপস্থিত হইলেন, একটি চেয়ার টানিয়া গোরার নিকটে বসিয়া কহিলেন।]

মহিম। শশীর বিয়ের কথা কী ভাবছ গোরা?

[শশীমুখী পাখা ফেলিয়া চলিয়া গেল।]

গোরা। শশীর বিয়ে!

মহিম। হাঁ, শশীর বিয়ে! তুমি যে একেবারে আকাশ থেকে পড়লে?

গোরা। না, তা নয়, ব্যস্ত হবার কী আছে, দেখে শুনে দিলেই হবে।

মহিম। বলো কী গোরা! ও যে বার বছরে পড়ল, আমাদের সমাজে কি আর দেরি করা চলে? [গোরা কোন উত্তর করিল না।] তোমার তো ভক্তের অভাব নেই, দেখো না, তাদের মধ্যেই যদি কারো সঙ্গে ঠিক করে দিতে পারো? খরচপত্রের দিক থেকে তাহোলে বোধ হয় কিছু সুবিধে হোতে পারে।

গোরা। আমার জানা শোনার মধ্যে শশীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায় এমন তো কাউকে দেখতে পাইনে।

মহিম। কেন বিনয়? তার কথাটা কি তোমার মনেই হোলো না? অমন ভালো ছেলে, অবস্থাও ভালো—

গোরা। বিনয়!

মহিম। আশ্চর্য হবার কী আছে? বিনয়ের মতো সৎপাত্র ক'টা মেলে? ওর সঙ্গে যদি হয় খরচ পত্রের দিক থেকে খুব সুবিধে হবে। বিনয় তো আর আমাদের কাছে যা তা দর হেঁকে বসবে না, অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও!

গোরা। বিনয় এখন বিয়ে করবে ব'লে তো মনে হয় না।

মহিম। এই বুঝি তোমাদের হিঁদুয়ানী? হাজার টিকি রাখো আর ফোঁটা কাটো, সাহেবীয়ানা তোমাদের হাড়ের মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরোয়। শাস্ত্রের মতে বিবাহটা যে ব্রাহ্মণের ছেলের একটা সংস্কার তা জানো?

গোরা। [একটু চিন্তা করিয়া] আচ্ছা বিনয়ের ভাবটা কী আগে বুঝে দেখি। তা ছাড়া দেশে তার কাকা আছেন, তাঁরও তো মত হওয়া চাই? এ সব ব্যাপারে বিনয়ের নিজের ইচ্ছেমতো তো কাজ হোতে পারে না?

মহিম। তা তো বটেই, তা তো বটেই, কাকার মত তো নিতেই হবে।

[আনন্দময়ী সন্দেশ লইয়া প্রবেশ করিলেন]

কিন্তু ওর নিজের ভাব আবার কী বুঝে দেখবে? সে কিছুই বুঝতে হবে না, তোমার কথা বিনয় কিছুতেই ঠেলতে পারবে না। ও তুমি বললেই হবে।

গোরা। আমি বললেই বিনয় বিয়ে করবে আপনি কী ক'রে সাব্যস্ত করলেন? তার নিজের স্বাধীন মতামত আছে, আর তার ব্যবহারও সে বেশ করতে শিখেছে আজ কাল।

[আনন্দময়ী গোরার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন. পরে গোরার পাতে সন্দেশ দিলেন, গোরা সন্দেশ খাইয়া জল খাইল, আনন্দময়ী চলিয়া গেলেন]

মহিম। তোমারও তো এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্চে না গোরা?

[গোরা কোন উত্তর করিল না]

মহিম। বিনয়ের সঙ্গে শশীর বিয়ে হয় এতে কি তোমার মত নেই?

গোরা। না, আমার মত নেই!

মহিম। তোমার মত নেই!

গোরা। না।

মহিম। কারণটা কী শুনি?

গোরা। আমি বেশ বুঝেছি বিনয়কে আমাদের সমাজে ধরে রাখা শক্ত হবে। ওর সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়ের বিয়ে চল্‌বে না।

মহিম। ঢের ঢের হিঁদুয়ানী দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখিনি, তুমি যে কাশী ভাটপাড়া ছাড়িয়ে গেলে! কোন্‌দিন বলবে স্বপ্নে দেখলুম বিনয় খৃষ্টান হয়েছে—ওকে গোবর খেয়ে জাতে উঠতে হবে।

গোরা। আমার মতেই যে আপনাকে কাজ করতে হবে তার কোন কারণ নেই, ইচ্ছে হয় আপনি বিয়ে দিতে পারেন।

[গোরা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বাহিরে গেল। আনন্দময়ীর কণ্ঠ বাহিরে শোনা গেল। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন]

আনন্দময়ী। মেয়ের লজ্জা দেখে আর বাঁচিনে—এসো না দিয়ে যাও না।

[শশীমুখী একটি মসলার ট্রে হাতে লইয়া প্রবেশ করিল এবং তাহা টিপয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। আনন্দময়ী একটি তোয়ালে চেয়ারের উপর রাখিলেন।]

মহিম। মা! তোমার গোরাকে তুমি সামলাও।

আনন্দময়ী। কেন কী হয়েছে?

মহিম। শশীমুখীর সঙ্গে বিনয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে বলেছিলাম, কিন্তু গোরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে বিনয় যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু নয়—এ বিয়ে হোতে পারে না। গোরা বাঁকলে কেমন বাঁকে সে তো জানোই? কলিযুগের জনক রাজা যদি পণ করতেন যে বাঁকা গোরাকে সোজা করলে তবে সীতা দেব তা হোলে শ্রীরামচন্দ্রও হার মেনে যেতেন।

আনন্দময়ী। [হাসিয়া] তাই বটে!

মহিম। পৃথিবীতে ও একমাত্র তোমাকেই মানে, এখন তুমি যদি একটু চেষ্টা করো তো মেয়েটা তরে যায়, অমন পাত্র হাজার খুঁজলেও তো পাওয়া যাবে না মা।

[বাইরে গোরার পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। মহিম আসন ছাড়িয়া উঠিল ও চুপি চুপি কহিল]

ঐ আসছে, আমি এখানে থাকব না—তুমি বুঝিয়ে বলো, দোহাই মা—এ উপকারটুকু করো, দুশ্চিন্তায় রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় না। সত্যি বলছি মা স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠি।

আনন্দময়ী। তুই আর জ্বালাস নে মহিম, ঐ একফোঁটা মেয়ে ওর বিয়ের ভাবনায় রাত্তিরে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠেন।

মহিম। বিশ্বাস না করলে আর কী করছি বলো? বড় বৌকে বরং জিজ্ঞেস করে দেখো।

[মহিম চলিয়া গেলেন, গোরা প্রবেশ করিল ও মহিম যে চেয়ারে বসিয়াছিল সেখানে আসিয়া বসিল। ট্রে হইতে মসলা লইয়া মুখে দিল। আনন্দময়ী আর একটা চৌকি টানিয়া লইয়া তাহার কাছে বসিলেন]

আনন্দময়ী। বাবা গোরা আমার একটা কথা রাখবি বাবা?

[গোরা মার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইল]

বিনয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিসনে লক্ষ্মী বাপ আমার, আমার কাছে তোরা দুজনে দুটি ভাই, তোদের ভিতর বিচ্ছেদ ঘটলে আমি সইতে পারব না বাবা।

গোরা। বন্ধু যদি বন্ধন কাটতে চায় তার পিছনে ছুটো ছুটি ক'রে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না মা।

আনন্দময়ী। বিনয় তোমার বন্ধন কাটাতে চাইছে—এ কথা যদি তুমি বিশ্বাস করো, তবে তোমার বন্ধুত্বের জোর কোথায়?

গোরা। মা, আমি সোজা চলতে ভালবাসি, দুনৌকোয় পা দেওয়া যার স্বভাব, আমার নৌকো থেকে তাকে পা সরাতে হবে।

আনন্দময়ী। কী হয়েছে বল দেখি? ব্রাহ্মদের ঘরে সে যাওয়া আসা করে এই তো তার অপরাধ?

গোরা। সে অনেক কথা মা।

আনন্দময়ী। তোমার অবিনাশ যদি তোমার দল ছাড়তে চাইত তুমি কি সহজে তাকে ছেড়ে দিতে? বিনয়ের বেলায়ই বা তুমি এমন আলগা দিচ্চ কেন? ও কি তোমার দলের সকলের চাইতে হেলার সামগ্রী?

[গোরা কিছুক্ষণ তাহার মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

তারপর হঠাৎ বেগে উঠিয়া ঘরের মধ্যে যাইয়া আল্না হইতে চাদর লইল]

গোরা। তুমি ঠিক বলেছ মা—

আনন্দময়ী। এখন আবার কোথায় চললি গোরা ?

গোরা। বিনয়কে ধরে রাখতেই হবে। আমি ওকে এখানে নিয়ে আস্ছি।

[বারান্দার পাশের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।]

আনন্দময়ী। ঐ যে বিনয় আসছে।

[কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইল ও প্রণাম করিল]

অনেকদিন বাঁচবি বাবা, তোর কথাই হচ্ছিল।

বিনয়। নিশ্চয়ই বহুকাল বাঁচব মা, তোমার মুখ দিয়ে যখন ও কথা বেরিয়েছে।

[আনন্দময়ী স্নেহে বিনয়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন]

আনন্দময়ী। খেয়ে আসিস নি তো বাবা ?

বিনয়। না মা, খেয়ে এসেছি।

গোরা। তোমার ওখানেই যাচ্ছিলুম।

বিনয়। হঠাৎ এত রাত্রে ?

গোরা। তোমারই বা হঠাৎ এত রাত্রে এখানে আসার হেতু ?

বিনয়। ভালো লাগছিল না—তাই মার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলুম।

গোরা। মন প্রফুল্ল করবার সঙ্গীর অভাব তো আজকাল তোমার নেই।

[বিনয় কাতরভাবে গোরার দিকে তাকাইল। সে দৃষ্টিতে ভৎ‍র্সনা মিশ্রিত ছিল।]

বিনয়। পরেশবাবুদের সঙ্গে আলাপ হবার আগেও কি আমি ব্রাহ্মসমাজে যেতুম না গোরা ?

গোরা। হাঁ, যেতে বৈ কী ?

বিনয়। তবে আমার ওপর রাগ করছ কেন ?

গোরা। রাগ করেছি তোমায় কে বললে ?

বিনয়। আমার মন।

গোরা। মনের কথা এখনও বুঝতে পারো ?

বিনয়। তুমি রাগ করলে আমার বুঝতে কোনদিনই দেরি হয়নি গোরা, এখনও হয় না।

[গোরা হাসিয়া বিনয়ের পিঠ চাপড়াইল আনন্দময়ীর মনের গ্লানি দূর হইল]

আনন্দময়ী। বিনয় এখানেই শোবেখন, আমি ওর বাসায় খবর পাঠিয়ে দিচ্চি।

বিনয়। খবর পাঠাতে হবে না মা, আমি চাকরদের ব'লে এসেছি।

আনন্দময়ী। তোমরা দুভায়ে তাহোলে গল্পসল্প করো ?

বিনয়। আচ্ছা মা।

আনন্দময়ী। তাই ব'লে সমস্ত রাত গল্প ক'রে কাটিয়ে দিও না যেন।

[গোরা হাসিল]

বিনয়। না মা, একটুখানি গল্প করেই আমরা ঘুমুব।

[গোরা ও বিনয় পাশের ঘরে চলিয়া গেল, আনন্দময়ী সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন এমন সময় মহিম প্রবেশ করিলেন]

মহিম। ভাব হয়ে গেছে ?

[আনন্দময়ী ইঙ্গিতে বলিলেন—হ্যাঁ]

মহিম। বিয়ের কথাটা পাকা ক'রে এলে হোত এই সময়ে।

আনন্দময়ী। কেন মিথ্যে ব্যস্ত হচ্ছ মহিম ? বিনয় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। [আনন্দময়ী চলিয়া গেলেন]

মহিম। কেন ব্যস্ত হচ্ছ! আরে বাবা ব্যস্ত হই কি সাধে? কন্যাবস্তুটী যে জলজ্যান্ত চোখের সামনে ঘুর ঘুর করছেন। থাকত একটি গোরার মেয়ে দেখতুম ব্যস্ত হন কিনা। সংযম আর কত হবে, নামের মহিমা যাবে কোথায়?

[মহিম বাহির হইয়া গেলেন]

[আনন্দময়ী প্রবেশ করিয়া আলো নিভাইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি চলিয়া গেলেন। একটি রাগিণী বেহালায় আলাপ হইতে থাকিল, ক্রমে তাহা ভৈরবীতে পরিণত হইল। মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হইতে থাকিল, গোরা ও বিনয়ের কথোপকথন শোনা যাইতে লাগিল, মঞ্চ উষার আলোকে আলোকিত হইল। গোরা ও বিনয় ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইল, বিনয় গোরাকে কহিল]

বিনয়। ভাই গোরা! আজ ভোরে একটি প্রতিজ্ঞা তোমাকে করতে হবে।

গোরা। বলো কী প্রতিজ্ঞা করতে হবে?

বিনয়। আমাকে তুমি কখনও তোমার কাছ থেকে সরে যেতে দিও না। আমি আজীবন তোমার সঙ্গেই থাকব। কিন্তু ভাই আমাকে কোনদিন তুমি দ্বিধা করতে দিও না, একেবারে বিধাতার মতো নির্দয় হয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যেও। আমাদের দুজনের এক পথ—কিন্তু আমাদের শক্তি তো সমান নয়।

[গোরা বিনয়কে আলিঙ্গন করিয়া বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া কহিল]

গোরা। প্রতিজ্ঞা করছি বিনয়, আজ থেকে আমরা দুজনে এক। দুভায়ে আমরা একসঙ্গে দেশের সেবা করব, দেশের দৈন্য দূর করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব, ভগবান আমাদের সহায় হোন। বিনয়, আমি আমার দেবীকে দেখতে পাচ্ছি। এই আসন্ন প্রভাতের রক্তবর্ণ

আকাশের মধ্যে মা আমার দাঁড়িয়ে আছেন। সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, কষ্ট আর অপমানের মাঝখানে। আমাদের মাকে পূজো করতে হবে, গান গেয়ে, ফুল দিয়ে নয়, অন্তরের নিষ্ঠা দিয়ে, প্রাণ দিয়ে। [বিনয়ের হাত লইয়া আপন বুকে রাখিয়া] বিনয়, আমার বুকের ভিতর কে যেন ডমরু বাজাচ্চে।

[বিনয় স্তব্ধ হইয়া রহিল]

গোরা। ভাই বিনয়, আমরা দুজনে এক। কেউ আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না। [উভয়ে চোখ বুঁজিয়া সূর্যদেবকে প্রণাম করিল]

জবাকুসুমসঙ্কাশং
কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং
প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

[তখন উষার আলোকে পূর্বদিক রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। ধীরে আনন্দময়ী আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। উভয়ে চোখ মেলিয়া তাঁহাকে দেখিল]

বিনয়। মা, আজ সুপ্রভাত।

গোরা। আশীর্বাদ করো মা—

[উভয়ে আনন্দময়ীর পদধূলি লইয়া প্রণাম করিল]

আনন্দময়ী। ভগবান তোমাদের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করুন বাবা।

[উভয়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইল]

[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ব্যায়াম সমিতি। গোরা, বিনয়, রমাপতি, মতিলাল ও অন্যান্য যুবকগণ।

ব্যায়াম করিবার নানারকম সাজসরঞ্জাম আখড়ার খোলা জায়গায় সজ্জিত রহিয়াছে।

একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাঠের সাইনবোর্ডে খোদাই করা কাঠের অক্ষরে সমিতির নাম লেখা রহিয়াছে, 'ব্যায়াম মন্দির'। নিচে লেখা রহিয়াছে, 'শরীরমাদ্যম্ খলুধর্ম্ম সাধনম্।'

গোরা, বিনয়, রমাপতি, মতিলাল আরও দুই তিনটি যুবক কেহ ডন্-বৈঠক, কেহ মুগুর, কেহ Parallel Bar ইত্যাদি,—নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে ব্যায়াম করিতেছে। সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ।

এমন সময় অবিনাশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং চীৎকার করিয়া কহিল—]

অবিনাশ। গোরাদা, সর্বনাশ হয়েছে,—নন্দ আজ সকালে মারা গেছে।

[উপস্থিত সকলেই ব্যায়াম বন্ধ করিয়া অবিনাশকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।]

গোরা। নন্দ মারা গেছে!

অবিনাশ। হ্যাঁ।

গোরা। কে বললে?

অবিনাশ। আমি এই তাদের বাড়ি থেকে আসছি। এক জোড়া

মুগুর তৈরি করতে দিয়েছিলাম, আজ দেবার কথা ছিল তাই আনতে গিয়েছিলাম। ওঃ নন্দের বাপের কী কান্না, সে আর তোমায় কী বলব।

গোরা। কী হয়েছিল ?

অবিনাশ। ঠিক বুঝতে পারলাম না, বুড়ো ভালো ক'রে কিছুই বলতে পারলে না। শুধু কপাল চাপড়ে বলতে লাগল যমে নেয়নি দাদাবাবু, পাঁচ বেটায় মিলে আমার অমন জোয়ান ছেলেটাকে মেরে ফেললে।

গোরা। সে কী,—তার মানে !

অবিনাশ। তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, সব শুনো,—আমিও কিছু বুঝতে পারলাম না।

বিনয়। কী আশ্চর্য,—গেল রোববারেও আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে !

মতিলাল। পাঁচ বেটায় মিলে মারলে ! কোথাও দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে গিয়েছিল নাকি ?

বিনয়। পাগল, নন্দ দাঙ্গা করবে ! অমন নিরীহ মানুষ খুব কম দেখা যায়।

[গোরা কোন কথা না বলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—তাহার মুখের ভাব ভীষণ।]

গোরা। যদি বিনা দোষে কেউ আমাদের নন্দকে মেরে থাকে—

[এমন সময় বাইরে ক্রন্দন শোনা গেল ও অনতিবিলম্বে অশীতিপর বৃদ্ধ কেষ্ট কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া গোরার পা জড়াইয়া ধরিল ও বলিল—]

কেষ্ট। মেজবাবু, আমার সর্বনাশ হয়েছে মেজবাবু। না-হোক না-হোক পাঁচ ব্যাটায় মিলে আমার নন্দটাকে মেরে ফেললে।

[গোরা তাহাকে সযত্নে উঠাইয়া একটি টুলের উপর বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—]

গোরা। কী হয়েছিল আমাকে সব কথা খুলে বলো কেষ্ট।

কেষ্ট। কিছুই হয়নি মেজবাবু,—ভূত ছাড়াতে হবে ব'লে পাঁচ ব্যাটা ওঝা ছেলেটারে বেদম মার মারলে,—সমস্ত গায়ে লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দিলে, সইতে পারলে না,—ছেলেটা মরে গেল।

গোরা। ভূত ছাড়াতে,—কী বলছ কেষ্ট!

কেষ্ট। মিথ্যে বলিনি মেজবাবু, একবর্ণও মিথ্যে বলিনি। ছেলেটা যত চেঁচায় আর বলে,—'ওরে, আমারে তোরা মারিস্ নে, মেজবাবুরে একবার খবর দে, তিনি এলেই আমার ব্যামো ভালো হয়ে যাবে;—ব্যাটারা কি সে কথা কানে তুল্লে? বাটালী পোড়ায়ে লাল টক্‌টকে করে ছেঁকা দিতে লাগল, পরাণটা বেরবার সময়ও তোমার নাম করেছে মেজবাবু।

[গোরার চোখ হইতে আগুন বাহির হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল—]

গোরা। প্রথমটায় কী অসুখ হয়েছিল?

[কেষ্ট কাঁদিতে লাগিল, অবিনাশকে দেখাইয়া বলিল—]

কেষ্ট। রবিবার বৈকাল বেলায় খোকাবাবুর মুগুর তৈরি করছিল। বাটালীখানা হাত থেকে ডান পায়ের পাতার উপরে পড়ে যায়। সোমবার দিন সকাল থেকেই পা আউড়ে ফুলে উঠে। সন্ধ্যে থেকে হাত-পা খিঁচুতে লাগল। নন্দর মা বল্লে,—'ওঝা ডাকো, ছেলেরে ভূতে পেয়েছে।' আমার সম্বন্ধি যদু, সেও বল্লে,—'ডাক্তারের বাপের বাপেরও সাধ্যি নেই এ রুগী ভালো করে। ওঝা ডাকো যদি নন্দরে বাঁচাতে চাও।' ভয়ের চোটে আমি রাজি হলাম মেজবাবু, যদু ওঝা নিয়ে এল, সমস্ত রাত পাঁচ ব্যাটায় মিলে ছেলেটারে মারে আর ছেঁকা দেয়। সে যত বলে,—'ওরে, তোরা একবার মেজবাবুরে ডাক্, আমায় ভূতে পায়নি।' কে কার কথা শোনে মেজবাবু। আজ ভোর বেলায়

'মেজবাবু, মেজবাবু' করতে করতে নন্দর আমার পরাণটা বেরিয়ে গেল।

[কেষ্ট আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল, সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবিনাশ ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—]

অবিনাশ। নন্দর হাতের তৈরি সেই মুগুর এনে আমি সেই পাঁচ ব্যাটা ওঝার মাথা যদি না ফাটাই তো আমার নাম—

[গোরা তাহার কথা শেষ হইতে দিল না। বাধা দিয়া বলিল—]

গোরা। না অবিনাশ, ওদের শাস্তি দিলে তো আর আমরা নন্দকে ফিরিয়ে পাব না, নন্দের গায়ে ওঝারা যে ছেঁকা দিয়েছে তা আমাদের দেশের প্রত্যেক লোকের গায়ে লেগেছে। নন্দ চলে গেছে। কিন্তু আমরা যতদিন বেঁচে থাকব সেই দাগ স্মরণ করিয়ে দেবে আমাদের মূঢ়তা, আমাদের অজ্ঞানতা।

[উঠানে একটি দড়ি টাঙ্গানো ছিল। সে দড়িতে সকলের পিরান, কোট ইত্যাদি ঝুলানো ছিল। গোরা তাহার পিরাণের পকেট হইতে মানিব্যাগ বাহির করিয়া একটি দশ টাকার নোট ও খুচরা যাহা ছিল বাহির করিয়া অন্যান্য সকলকে বলিল—]

তোমাদের যদি কেষ্টকে কিছু সাহায্য করবার ইচ্ছা থাকে দাও।

[প্রত্যেকেই তাহাদের নিজ নিজ পিরাণের পকেট হইতে অর্থ বাহির করিয়া গোরার হাতে দিল। প্রায় পঁচিশ টাকা সংগৃহীত হইল।]

দুঃখ কোরো না কেষ্ট। কিন্তু তোমার উপর আমার রাগ হচ্ছে, কেন তুমি একবার আমাকে খবরটা পাঠালে না?

[কেষ্ট আবার কাঁদিয়া উঠিল,—বলিল—]

কেষ্ট। আমারে জুতো মেরে মেরে ফেলো মেজবাবু। এ যন্ত্রোণার হাত থেকে আমি বাঁচি।

[গোরা তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল। অবিনাশ ও মতিলালকে কহিল—]

গোরা। তোমরা দুজনে কেষ্টকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো।

[একজনের হাতে টাকাগুলি দিয়া বলিল—] এই টাকাগুলি কেষ্টর বাড়িতে দিও আর বোলো আরও কিছু আমি পরে পাঠিয়ে দেব। আর নন্দের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আমাদের এই আখড়াতেই করব।

[দুইজন যুবকের সহিত কেষ্ট কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।]

বিনয়। কী মূঢ়তা, আর তার কী ভয়ানক শাস্তি।

গোরা। এই মূঢ়তা যে দেশকে কতখানি ছেয়ে ফেলেছে, তা যদি দেখতে চাও, আমার সঙ্গে আসতে পারো। আমি কিছুদিনের জন্য একবার বাইরে বেরব।

বিনয়। বাইরে বেরবে!

গোরা। হ্যাঁ। এর প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হবে। এই অজ্ঞানতা আমাদেরই দূর করতে হবে। নন্দের আত্মা তখুনি শান্তি পাবে যখন সে দেখবে আমাদের চেষ্টায় একটি লোকও এরকম শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষে পেয়েছে।

[গোরা তাহার পিরাণটি কাঁধে ফেলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। অন্যান্য সকলে নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরেশবাবুর বাটী—বসিবার ঘর। ললিতা ও সুচরিতা।

ললিতা অর্গেন বাজাইয়া গান গাহিতেছিল। সুচরিতা পাশে বসিয়া মনযোগ সহকারে শুনিতেছিল।]

গান

ওহে সুন্দর মরি মরি

তোমায় কী দিয়ে বরণ করি।

ললিতা। না ভালো হচ্চে না।

সুচরিতা। বেশ তো শিখেছিস্—গা না?

ললিতা। না সুচিদি এখন আমার ভালো হবে না। তুমি বরং Practice করো।

সুচরিতা। আচ্ছা।

[সুচরিতা অর্গেন বাজাইয়া গান গাহিল।]

গান

রোদন ভরা এ বসন্ত
(সখি) কখনো আসেনি বুঝি আগে।
মোর বিরহ বেদনা রাঙালো
কিংশুক রক্তিম রাগে ॥
কুঞ্জদ্বারে নব মল্লিকা, সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা
সারা দিন রজনী অনিমিখা কার পথ চেয়ে জাগে ॥
দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে (বুঝি গো)।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণ বন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।
আমি এ প্রাণের রুদ্ধদ্বারে ব্যাকুল কর হানি বারেবারে
দেওয়া হোলো না যে আপনারে এই ব্যথা মনে লাগে ॥

[গান শেষ হইলে বাহির হইতে বিনয় ডাকিল—]

বিনয়। সতীশ—

ললিতা। ওমা, বিনয় বাবু—

[একটি ফুলের তোড়া হাতে বিনয় দরজার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ললিতা ও সুচরিতা আসন ছাড়িয়া উঠিল। সুচরিতা দরজার দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল—]

সুচরিতা। আসুন বিনয় বাবু—

[বিনয় ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল।] মা, বাবা, এখুনি ফিরবেন।

বিনয়। ওঁরা বাড়ি নেই বুঝি? আমি তো বড় অসময়ে এসে পড়েছি, (ললিতার দিকে ফিরিয়া) আমি এখন যাই, অন্য সময় আসব।

[বিনয় তোড়াটি টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সুচরিতা তাড়াতাড়ি কহিল—]

সুচরিতা। না বিনয়বাবু, যাবেন না, বসুন, মা আপনাকে থাকতে বলেছেন, তিনি এলেন ব'লে। লাবণ্যকে নিয়ে রিহার্শেল দেওয়াতে গেছেন।

বিনয়। (আশ্চর্যান্বিত হইয়া)—রিহার্শেল।

ললিতা। মা'র যেমন কাণ্ড। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাউন্‌লো সাহেব যখন ঢাকায় ছিলেন তখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মা'র আলাপ হয়েছিল। সাহেব ফি বছর তাঁর জন্মদিনে কৃষি প্রদর্শনীর মেলা বসান। এখন তিনি হুগলীতে বদলী হয়ে এসেছেন। এবারে হুগলীতে মেলা বসবে। মা'রও খেয়াল হয়েছে এই সুযোগে আমাদের কজনের গুণপণা বেশ করে সকলের কাছে জাহির করেন।

বিনয়। বাঃ চমৎকার,—তাহোলে তো মেলায় যেতে হচ্ছে, আপনারা কে কী করবেন,—Programme কিছু ঠিক হয়েছে?

ললিতা। হ্যাঁ, আমাকে গান গাইতে হবে, আর রঘুবংশ থেকে আবৃত্তি করতে হবে।

বিনয়। রঘুবংশ থেকে আবৃত্তি করবেন?

ললিতা। হ্যাঁ।

সুচরিতা। সাহেব বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন যেন রঘুবংশ থেকে আবৃত্তি হয়।

বিনয়। একবার শুনতে পাই না?

সুচরিতা। বিনয়বাবুকে শুনিয়ে দাও না?

ললিতা। এখনও ভালো হয়নি সুচিদি।

সুচরিতা। তা হোক,—তুমি বলো।

ললিতা।

বৈদেহি পশ্যা মলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥

গুরোর্যিযক্ষোঃ কপিলেন মেধ্যে
রসাতলং সংক্রমিতে তুরঙ্গে।
তদর্থমুর্ব্বীমবদারয়দ্ভিঃ
পূর্ব্বৈঃ কিলায়ং পরিবর্দ্ধিতো নঃ॥

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

আর দু'কলি এখনও মুখস্থ হয়নি।

বিনয়। বাঃ বাঃ চমৎকার হয়েছে।

ললিতা। বড়দি Merchant of Venice থেকে Portiaর part

recite করবে সে আরও চমৎকার হবে। পানুবাবু lecture দেবেন সে তো বুঝতেই পাচ্চেন কেমন হবে। আরও কত কী সব হবে। (সুচরিতাকে দেখাইয়া) ইনি কী করবেন তা এখনও পানুবাবু ঠিক করে দেন নি।

[সুচরিতা ললিতার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল।]

বিনয়। ও, তাই বুঝি আপনারা গানের মহলা দিচ্ছিলেন? তাহোলে তো আপনাদের কাজের খুবই ব্যাঘাত করলুম। আজ তাহোলে যাই, অন্যদিন আসব।

সুচরিতা। না, না, যাবেন না বিনয়বাবু, মা তাহোলে আমাদের উপর রাগ করবেন।

[বিনয় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়াছিল, আবার বসিল, এমন সময় সিঁড়ির কাছে পদশব্দ ও সতীশের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

সুচরিতা। ঐ এসেছেন।

[সতীশ পরেশবাবুর হাত ধরিয়া বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল।]

সতীশ। খুব ভালো সার্কাস, কত বাঘ, কত হাতী, গণ্ডার,—আমি যাব বাবা?

[সতীশের হাতে একটি সার্কাসের সচিত্র হ্যাণ্ডবিল। তাঁহাদের পশ্চাতে বরদাসুন্দরী ও লাবণ্য ঘরে প্রবেশ করিলেন, পরেশ বাবু বিনয়কে দেখিয়া বলিলেন।]

পরেশ। এই যে বিনয়বাবু, কতক্ষণ? আমাদের ফিরতে বড় দেরী হয়ে গেল।

[বিনয় পরেশবাবু ও বরদাসুন্দরীকে নমস্কার করিয়া কহিল—]

বিনয়। এই খানিকটা আগে এসেছি।

[সুচরিতা লাবণ্যকে ঘরের একধারে লইয়া গিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল]

সুচরিতা। কেমন হোলো ভাই ?

লাবণ্য। [ঠোঁট উল্টাইয়া] ছাই হোলো ও আমি পারব না।

সতীশ। [বরদাকে] মা, বিনয়বাবুকে বলো না, আমাদের সার্কাসে নিয়ে যেতে। [বলিয়াই বিনয়কে হ্যাণ্ডবিল দেখাইয়া কহিল—] এই দেখুন কত বাঘ, ভালুক, হাতী. গণ্ডার।

বিনয়। ওরে বাবা !

বরদা। হ্যাঁ, তোমাকে সার্কাস দেখাবার জন্য তো আর বিনয়বাবুর ঘুম হচ্চে না। বসুন বিনয়বাবু, আমি, এখুনি আসছি, এসো লাবণ্য। [দরজা পর্যন্ত যাইয়া] পালাবেন না যেন।

[বরদাসুন্দরী ও লাবণ্য বাহির হইয়া গেল।]

সতীশ। [পরেশবাবুর হাত ধরিয়া] বিনয়বাবুকে বলো না বাবা আমাদের নিয়ে যেতে ?

সুচরিতা। [সতীশকে ধমকাইয়া] ছিঃ সতীশ ওরকম ক'রে বিনয়বাবুকে বিরক্ত করলে উনি আর আমাদের এখানে আসবেন কেন ?

সতীশ। [লজ্জিত হইয়া বিনয়কে কহিল—] রাগ করলেন বিনয়-বাবু ?

বিনয়। না সতীশ, রাগ করিনি। আচ্ছা আমি তোমাকে সার্কাস দেখিয়ে আনব।

সতীশ। আর দিদিরা বুঝি যাবে না ? তাহোলে আমি যেতে চাই না।

[পরেশ বাবু হাসিয়া সতীশের পিঠ চাপড়াইলেন, বিনয়কে কহিলেন]

পরেশ। আপনি বসুন বিনয়বাবু, আমি একটু কাজ সেরে আসি। [পরেশবাবু বাহির হইয়া গেলেন। সতীশ খুসি হইয়া সুচরিতাকে কহিল]

সতীশ। দিদি, চাবিটা দাও না, বিনয়বাবুকে একবার অর্গেনটা শুনিয়ে দি।

সুচরিতা। [হাসিয়া] সার্কাস দেখাবার আগেই বিনয়বাবুকে বথ্‌শিষ্‌ দিচ্চ বক্তিয়ার—অর্গেন শুনে নিয়ে যদি উনি ফাঁকি দেন?

সতীশ। বাঃ তা কেন? আমি বুঝি সেই জন্যে বিনয়বাবুকে অর্গেন শোনাচ্চি? দাও না দিদি?

সুচরিতা। চলো আমি বার করে দিচ্চি, তুমি বড় জিনিষ পত্তর ওলট্‌ পালট্‌ করে রাখো। তোমার অর্গেন তুমি অন্য জায়গায় রেখো।
[সতীশকে লইয়া সুচরিতা বাহির হইয়া গেল।]

ললিতা। বিনয়বাবু, আজ আপনি পালালেই কিন্তু ভালো করতেন।

বিনয়। কেন বলুন তো।

ললিতা। আপনার অবস্থা হয়েছে between the devil and the deep sea, একদিকে সতীশ, আর একদিকে মা। এখন আপনি কোন্‌দিক সামলাবেন তাই ভাবচি।

বিনয়। সতীশের ফরমাস তো শুনলুম। আপনার মার কী হুকুম তাতো বুঝতে পাচ্চিনে।

ললিতা। মা আপনাকে বিপদে ফেলবার বন্দোবস্ত করছেন।

বিনয়। তার মানে!

ললিতা। মেলায় একটি ছোটখাট অভিনয়ও হবে, তাতে একজন লোক কম পড়েছে। মা আপনাকেই সেই জায়গায় ঠিক করেছেন।

বিনয়। [ব্যস্ত হইয়া] কী সর্বনাশ, ও কাজ তো আমাদ্বারা হবে না।

ললিতা। [হাসিয়া] সে আমি মাকে আগেই বলেছি। আপনার বন্ধু গৌরবাবু যে আপনাকে অভিনয় করতে দেবেন না, সে আমরা আগে থাকতেই জানতুম্‌।

বিনয়। বন্ধুর কথা ছেড়ে দিন, আমি সাত জন্মে অভিনয় করিনি।

ললিতা। ও, আর আমরাই বুঝি জন্মজন্ম অভিনয় করে আসছি ?

[এমন সময় বরদাসুন্দরী প্রবেশ করিলেন।]

মা তুমি অভিনয়ে বিনয় বাবুকে মিথ্যে ডাকছ, আগে ওঁর বন্ধুকে যদি রাজি করতে পারো তাহোলে—

বিনয়। [কাতর ভাবে]—বন্ধুর রাজি হওয়া নিয়ে কথাই হচ্চে না, অভিনয় করার আমার ক্ষমতাই নেই।

বরদা। সেজন্যে ভাববেন না, বিনয়বাবু, আমরা আপনাকে ঠিক করে নিতে পারব, ছোট ছোট মেয়েরা পারবে আর আপনি পারবেন না !

বিনয়। [লজ্জিত হইয়া]—না তা নয়,—পাঁচ জনের সামনে অভিনয়—

বরদা। অভিনয় তো পাঁচজনের সামনেই করে। আপনি পালাবেন না,—আমি আপনার জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করছি।

[বরদাসুন্দরী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।]

বিনয়। অভিনয় করা—

ললিতা। কেন, অভিনয়ে দোষটা কী ?

বিনয়। অভিনয়ে দোষ না থাকতে পারে, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ি অভিনয় করতে যাওয়া আমার ভালো লাগছে না।

ললিতা। আপনি নিজের মনের কথা বলছেন,—না আর কারো ?

বিনয়। অন্যের মনের কথা বলা আমার পক্ষে শক্ত আমি নিজের মনের কথাই ব'লে থাকি।

[এমন সময় সুচরিতা চায়ের সরঞ্জাম একটি ট্রেতে সাজাইয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল ও একটি টিপয়ের ওপর রাখিল, ললিতা একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল।]—

ললিতা। আমার বোধ হয় আপনার বন্ধু গৌরবাবু মনে করেন ম্যাজিস্ট্রেটের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলেই খুব বীরত্ব হয়।

বিনয়। [একটু উত্তেজিত হইয়া]—আমার বন্ধু হয়তো না মনে করতে পারেন কিন্তু আমি করি—

ললিতা। কেন ?

[সুচরিতা চা তৈরি করিতে করিতে বলিল—]

সুচরিতা। সত্যি ললিতা, বিনয়বাবুর যদি ইচ্ছে না হয় কেন ওঁকে মিথ্যে উৎপীড়ন করা ?

ললিতা। [অসহিষ্ণু ভাবে]—না সুচিদি, তুমি বুঝতে পাচ্চ না, গৌরবাবুকে মেনে চলা বিনয়বাবুর অভ্যেস হয়ে গেছে, পাছে গৌরবাবু রাগ করেন সেই জন্যেই ওঁর এত আপত্তি।

সুচরিতা। [হাসিয়া]—তা রাগ করিস্ কেন ভাই ? বিনয়বাবু গৌরবাবুকে ভালবাসেন। ওঁর মতের সঙ্গে ওঁর সত্যিকার মিল আছে।

ললিতা। না, না, মিল নেই। আসল কথা গৌরবাবুকে না মেনে চলবার সাহস ওঁর নেই, ভালবাসা আর দাসত্ব দুটো আলাদা জিনিষ।

(সুচরিতা হাসিল) সত্যি বলো ?

সুচরিতা। কিন্তু যাই বলো ভাই বিনয়বাবু ভারী চমৎকার করে বলতে পারেন।

ললিতা। ওগুলো ওঁর মনের কথা নয় ব'লেই অত চমৎকার করে বলেন, ভেবে ভেবে বানিয়ে বানিয়ে সব কথাগুলো বলছেন,—ভারী বিশ্রী। ঈশ্বর কি বুদ্ধি দিয়েছেন পরের কথা ব্যাখ্যা করতে, আর মুখ দিয়েছেন পরের কথা চমৎকার করে বলবার জন্যে ? অমন চমৎকার কথায় কাজ নেই।

[বিনয় হাসিয়া উঠিল ও কহিল—]

বিনয়। দেখুন আপনি কেন মিছে আমাকে রাগাবার চেষ্টা করছেন,

বলুন তো ? সে আপনি পারবেন না, তার চেয়ে বলুন না কেন, আমার ইচ্ছে আপনি অভিনয়ে যোগ দেন। তাহোলে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করবার খাতিরেও নিজের মতটাকে বিসর্জন দিয়ে একটু আনন্দ পাই।

[ললিতা অস্বাভাবিক রকম লাল হইয়া উঠিল ও কহিল]

ললিতা। বাঃ তা কেন আমি বলতে যাব ?

[সুচরিতা বিনয়কে চা দিতে দিতে হাসিয়া বলিল—]

সুচরিতা। তাই বলো না বাপু ?

[ললিতা আরও লজ্জা পাইল ও বলিল—]

ললিতা। যাও।

বিনয়। আচ্ছা বেশ, আপনি অনুরোধ না-ই করলেন, আমি আপনার তর্কে পরাস্ত হয়ে অভিনয়ে যোগ দিতে রাজি হলুম।

[বরদাসুন্দরী জলখাবার লইয়া ঘরে আসিলেন ও বিনয়ের সম্মুখস্থ টেবিলে উহা রাখিলেন।]

বিনয়। [বরদাসুন্দরীকে]—অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত হোতে হোলে আমাকে কী কী করতে হবে দয়া করে ব'লে দেবেন। আমার কিন্তু কোন অভিজ্ঞতা নেই !

বরদা। [সগর্বে]—সে জন্যে আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না বিনয়বাবু। আমরা আপনাকে ঠিক তৈরি করে নিতে পারব। কেবল রিহার্সেলে আপনাকে রোজ ঠিক সময়ে আসতে হবে।

বিনয়। সে আমি ঠিক আসব।

বরদা। তা হোলেই হবে।

[এমন সময় সতীশ ঘরে প্রবেশ করিল ও বিনয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বিনয় তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল]—

বিনয়। তাহোলে সার্কাসে যাওয়ার জন্যে এবার প্রস্তুত হোতে হয়? ক'টার সময় সুরু হবে বন্ধু?

সতীশ। সাড়ে ন'টা।

[বিনয় হাতঘড়ি দেখিয়া কহিল—]

বিনয়। ওঃ, যথেষ্ট সময়।

বরদা। কেন মিথ্যে আপনাকে বিরক্ত করা?

বিনয়। না, না,—তাতে কী। আমিও কখনও সার্কাস দেখিনি, এই সুযোগে আমারও দেখা হবে।

বরদা। তাহোলে খাবার দিতে বলি?

বিনয়। কী সর্বনাশ; এই জলযোগের পর আর কি কিছু খাওয়া সম্ভব! [বলিয়া টেবিলের উপর হইতে জলখাবারের ডিসটি হাতে লইবার উপক্রম করিল। ললিতা তাড়াতাড়ি ডিসটি টেবিল হইতে সরাইয়া বলিল—]

ললিতা। তাহোলে এগুলো আর খাবেন না। [পুনরায় ডিসটি যথাস্থানে রাখিয়া বলিল—] মা আপনাকে অভিনয় করতে রাজি করবার জন্য সমস্ত দুপুর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অনেক রকম খাবার তৈরি করিয়েছেন।

বিনয়। যাতে আমি নিমকহারামি কিছুতেই করতে না পারি?

ললিতা। হাঁ।

বরদা। না, না,—আমি জানতুম আপনি রাজি হবেন।

সুচরিতা। তুমি তো শোনোনি মা, ললিতার কী ঝগড়া বিনয়বাবুর সঙ্গে।

[বরদাসুন্দরী হাসিয়া ললিতার গণ্ডে একটি ছোট ঠোকা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। লাবণ্য একটি রুমাল ও পেন্সিল হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।]

বিনয়। [হাসিয়া লাবণ্যকে]—এই যে আসুন আসুন Miss Portia.

লাবণ্য। (রুমালটি দেখাইয়া)—আপাততঃ Miss Portiaর এই রুমালটির চারধারে একটা ভালো designএর পাড় এঁকে দিন তো ? আমি সেলাই করব। Belmontএ যাবার রুমাল Portiaর নেই। নিন্—নিন্—[বলিয়া বিনয়ের হাতে রুমাল ও পেন্সিলটি গুঁজিয়া দিল। বিনয় পেন্সিল ও রুমাল হাতে লইয়া বলিল—]

বিনয়। নাঃ,—আপনারা সবাই মিলে আমাকে একটি all round artist না করে আর ছাড়বেন না দেখছি। কপালে versatile artist of Bengal লিখে Exhibitionএ একটা stall নিয়ে বসে থাকলে আমার দু'পয়সা রোজগারও হোতে পারে।

ললিতা। Brilliant idea ! আর সেই সঙ্গে যদি আপনার বন্ধু গৌরবাবুকে নিয়ে যান আরও ভালো হয়, তাঁকে আপনার পিছনে একটা Pedestralএ দাঁড় করিয়ে রাখবেন হাতে একটা flag দিয়ে। তাতে লেখা থাকবে, The great Hindu reformer of India। তাহোলে Exhibitionএর সব ভিড় আপনাদের stallএ গিয়েই জমবে। আর কারু কিছু করে খেতে হবে না।

[বিনয় হাসিয়া টেবিলের উপব রুমাল পাতিয়া পাড আঁকিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় বরদাসুন্দরী প্রবেশ করিয়া বলিলেন—]

বরদা। আসুন বিনয়বাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে। [ও কী হচ্চে ! ও লাবণ্যর রুমালে পাড় অঁাকছেন ! সে পরে হবে 'খন—আসুন।

সতীশ। চলুন বিনয়বাবু।

বিনয়। চলো বন্ধু।

[বিনয় সতীশের হাত ধরিয়া উঠিল। অন্যান্য সকলেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[কৃষ্ণদয়ালের বাড়ি। গোরার বসিবার ঘর। বেলা ৮টা। গোরার টেবিলের উপর খবরের কাগজ পড়িয়া আছে। অবিনাশ হাত মুখ নাড়িয়া উত্তেজিত হইয়া কথা কহিতেছে।]

অবিনাশ। বিনয়বাবু আমাকে দেখতে পাননি। আমি ছিলাম galleryতে, আমার যেতে একটু দেরী হয়েছিল। Seatএ বসে দেখি Pandel শুদ্ধ লোকের দৃষ্টি Dress circleএর দিকে। আমি বলি কী ব্যাপার? তাকিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড, Dress Circleএ চারজন মহিলাকে নিয়ে বিনয়বাবু মাঝখানে বসে আছেন, কোলে একটি ছেলে। [গোরা কোন কথা কহিল না] প্রকাশ্যভাবে বিনয়বাবু যখন এই সব ব্যাপার করতে সাহস কচ্চেন, তুমি দেখে নিও খাতায় নাম লেখালেন ব'লে। তা ছাড়া আমার আরও মনে হয় ঐ মেয়েদের ভিতরে কারও সঙ্গে Courtship চলছে, নইলে পরেশবাবুই বা ওঁর সঙ্গে মেয়েদের পাঠাবেন কেন? কিসের এমন বন্ধুত্ব যে থুবড়ো থুবড়ো মেয়েদের তুমি বিনয়ের সঙ্গে—

[বাহিরে মহিমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বিনয়ের সহিত কথা বলিতে বলিতে মহিম প্রবেশ করিল।]

মহিম। এই যে বিনয় তোমার ওখানেই আমি যাচ্ছিলুম, তোমাকে নেমন্তন্ন করতে হে,—খেয়ে যাবে এখানে। মা আজ হেঁসেলে ঢোকেন নি, আশা করা যেতে পারে আমাদের গোরাচাঁদের কোন আপত্তির কারণ হবে না! বোসো আমি আসছি।

[মহিম বাহির হইয়া গেল। বিনয় বসিল। গোরা তাহার দিকে ফিরিয়াও দেখিল না। অবিনাশ গম্ভীরভাবে খবরের কাগজের

বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাটি দেখিতে লাগিল। তাহাতে Circusএর half page সচিত্র বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল।]

অবিনাশ। বেশ সার্কাস দেখাচ্চে গোরা দা এই দলটা। কাল রাতের Showতে আমি গিছ্‌লাম।

[বিনয় গোরা ও অবিনাশের মুখের দিকে চাহিল ও অবিনাশকে কহিল—]

বিনয়। আমিও কাল পরেশবাবুর মেয়েদের নিয়ে Circusএ গিয়েছিলাম, তোমাকে তো দেখতে পাই নি ?

অবিনাশ। [ব্যঙ্গ হাস্তের সহিত]—দেখবার মতো ব্যক্তিও আমি নই, আর লোকচক্ষু আকর্ষণ করবার মতো Seatএ বোসবার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি আপনাদের ঠিক দেখেছিলাম। আর শুধু আমিই বা কেন, Pandelএ যারা ছিল সবাই আপনাদের দেখেছিল। সার্কাসের খেলার চেয়েও আপনারা বেশি দর্শনীয় হয়ে উঠেছিলেন।

[বিনয়ের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। গোরা তাহার সহিত একটি কথাও কহিল না।]

অবিনাশ। আমি এখন উঠলাম গোরা'দা, মতিলালকে খবর দিয়ে আসব যেন ঠিক হয়ে থাকে, তুমি একটু তাড়াতাড়ি এসো। [অবিনাশ বাহির হইয়া গেল]

[মহিম এক হাতে হুঁকা, অন্য হাতে পানের ডিবা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন ও ডিবা হইতে একটি পান বিনয়কে দিয়া খাটে বসিলেন।]

মহিম। বাবা বিনয়, এদিকে তো সমস্ত ঠিক। এখন তোমার খুড়ো মহাশয়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তাঁকে তুমি চিঠি লিখেছ তো ?

বিনয়। না, খুড়ো মশায়কে তো এখনো চিঠি লেখা হয়নি।

মহিম। ও, ওটা তো আমারই ভুল হয়েছে। চিঠি তো তোমার লেখবার কথা নয়, আমিই লিখব, তাঁর পুরো নামটা কী বলো তো বাবা? [বলিয়া টেবিলের উপর হইতে কাগজ পেন্সিল হাতে লইলেন।]

বিনয়। আপনি ব্যস্ত হচ্চেন কেন? আশ্বিন কার্তিকে তো বিয়ে হোতে পারবে না? এক অঘ্রাণ মাসে। তাতেও গোল আছে। আমাদের পরিবারে অঘ্রাণ মাসে কবে কার কী একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেই অবধি আর আমাদের বংশে অঘ্রাণ মাসে কোনও শুভকাজ হয় না।

[মহিম হুঁকা ঘরের কোণে ঠেসান দিয়া রাখিয়া কহিলেন—]

মহিম। তোমরাও যদি ঐ সমস্ত মানবে, তবে লেখাপড়া শেখাটা কি শুধু পড়া মুখস্থ ক'রে মরা? একে তো পোড়া দেশে শুভদিন খুঁজেই পাওয়া যায় না, তার ওপর আবার ঘরে ঘরে প্রাইভেট পাঁজি খুলে বসলে বংশরক্ষে হয় কী ক'রে বলো তো বাবা?

বিনয়। [হাসিয়া] আপনি ভাদ্র, আশ্বিন মাসই বা মানেন কেন?

মহিম। আমি মানি! কোনও কালেই না। কী করব বাবা, এ মুল্লুকে ভগবানকে না মানলেও বেশ চলে যায়, কিন্তু ভাদ্র, আশ্বিন, বেস্পতি, শনি, মঘা, অশ্লেষা, আর তেরস্পর্শ না মানলে ঘরে টিঁকতে দেয় না, তার কী করছি বলো?

বিনয়। আমারো সেই বিপদ। আমি নিজে ওসব মানিনে, কিন্তু খুড়িমা কিছুতেই রাজি হবেন না।

মহিম। [দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] তাহোলে তো কথাই নেই, বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতেই হবে, উপায় কী?

[মহিম বিনয়কে আর একটি পান ডিবা হইতে বাহির করিয়া দিয়া হুঁকাটি লইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।]

[গোরা খবরের কাগজ পড়িতেছিল, কথাবার্তায় যোগ দেয় নি। কাগজ টেবিলের উপরে রাখিয়া কহিল—]

গোরা। একবার যখন তুমি দাদাকে কথা দিয়েছ তখন কেন ওঁকে অনিশ্চিতের মধ্যে রেখে মিথ্যে কষ্ট দিচ্চ?

বিনয়। (অসহিষ্ণুভাবে) আমি কথা দিয়েছি, না আমার কাছ থেকে কথা কেড়ে নেওয়া হয়েছে?

গোরা। কে কথা কেড়ে নিয়েছিল?

বিনয়। তুমি?

গোরা। আমি! তোমার সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে পাঁচ সাতটার বেশি কথাই হয়নি, তাকে কথা কেড়ে নেওয়া বলে?

বিনয়। কথা কেড়ে নিতে বেশি কথার দরকার করে না।

[গোরা ক্রুদ্ধ হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল ও বলিল—]

গোরা। নাও তোমার কথা ফিরিয়ে নাও। তোমার কাছ থেকে ভিক্ষে ক'রে নোব, বা দস্যুবৃত্তি ক'রে নোব এতবড় মহামূল্য কথা এটা নয়।

[পরে বজ্রগম্ভীরস্বরে ডাকিল—]

দাদা,—দাদা—

[মহিম শশব্যস্ত হইয়া এক হাতে হুঁকা ও কাপড় সামলাইতে সামলাইতে ঘরে উপস্থিত হইলেন। অপর হাতে পানের ডিবা। তিনি উভয়ের মুখের দিকে তাকাইতে থাকিলেন।]

গোরা। দাদা, আমি তোমাকে গোড়াতেই বলিনি যে শশীর সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে হোতে পারে না, আমার তা'তে মত নেই?

মহিম। নিশ্চয় বলেছিলে, তুমি ছাড়া এমন কথা আর কেউ বলতে পারত না, অন্ত কোন ভাই হোলে ভাই-ঝির বিয়ের প্রস্তাবে প্রথম থেকেই উৎসাহ প্রকাশ করত।

গোরা। [রাগান্বিতভাবে] তুমি কেন আমাকে দিয়ে বিনয়ের কাছে অনুরোধ করালে?

মহিম। [ভয় পাইয়া] মনে করেছিলুম তা'তে কাজ হবে, আর কোন কারণ ছিল না।

গোরা। আমি এসবের মধ্যে নেই। বিয়ের ঘটকালী করা আমার ব্যবসা নয়, আমার অন্য কাজ আছে।

[গোরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বিনয় তাহার অনুসরণ করিল।

মহিম বসিয়া হুঁকোয় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ টানিবার পর বুঝিলেন কলিকার আগুন নিভিয়া গিয়াছে। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হুঁকাটি দেয়ালের কোণে রাখিয়া দিলেন। আনন্দময়ী ঘরে প্রবেশ করিলেন ও মহিমকে তদবস্থায় দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—]

আনন্দময়ী। কী হয়েছে মহিম? গোরা কী—

[মহিম হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন ও বলিলেন]

মহিম। তোমার ছেলেটির অন্ত পাওয়া ভার মা, তোমার ছেলেটির অন্ত পাওয়া ভার।

[মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আনন্দময়ী উন্মনা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিনয় ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। আনন্দময়ী জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার দিকে তাকাইলেন।]

বিনয়। মা, আমি খুব অন্যায় কাজ করেছি। শশীমুখীর সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে গোরাকে এইমাত্র যা' বলেছি তার কোনও মানে হয় না।

আনন্দময়ী। তা' হোক বিনয়। মনের মধ্যে কোন একটা ব্যথা চাপতে গেলে ঐ রকম ক'রেই বেরিয়ে পড়ে, ও এক রকম ভালোই

হয়েছে। ঝগড়ার কথা দুদিন পরে তুমিও ভুলে যাবে, গোরাও ভুলে যাবে।

বিনয়। কিন্তু মা, শশীমুখীকে বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি—

আনন্দময়ী। বাছা, তাড়াতাড়ি ঝগড়া মেটাবার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার একটা ঝঞ্ঝাটে পোড়ো না। বিয়ে চিরকালের জিনিষ, ঝগড়া দুদিনের। না খেয়ে চলে যেও না যেন, আমি উপরে চললুম।

[আনন্দময়ী বাহির হইয়া গেলেন। বিনয় একটি চেয়ার টানিয়া লইয়া টেবিলের সামনে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মহিম ঘরে প্রবেশ করিলেন।]

বিনয়। আমি ভালো ক'রে ভেবে দেখলাম মাঘ মাসে বিয়ে হোতে পারে। খুড়োমশায়কে রাজি করবার ভার আমি নিলাম। আপনি এদিককার বন্দোবস্ত করতে পারেন।

[মহিম ডিবা হইতে একটি পান বিনয়কে দিয়া নিজে আর একটি মুখে দিতে দিতে বলিলেন—]

মহিম। তাহোলে পণপত্রটা হয়ে থাক্ না বাবা?

বিনয়। তা বেশ। সেটা গোরার সঙ্গে পরামর্শ করে করবেন।

[মহিম চমকাইয়া উঠিলেন, যে পানটি মুখে পুরিতে যাইতেছিলেন তাহা মুখ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। কহিলেন—]

মহিম। আবার গোরার সঙ্গে পরামর্শ। যে ভাবে আমাকে ডেকে ছিল, [বুকে হাত দিয়া] আমার Palpitation এখনও থামে নি।

বিনয়। তা না হোলে তো চলবে না।

মহিম। না যদি চলে, তাহোলে তো কথাই নেই। কিন্তু—

বিনয়। গোরার সঙ্গে পরামর্শ করতেই হবে, তা না হোলে কিছুতেই চলবে না। আমি মা'কে গিয়ে ব'লে আসি আপনার সঙ্গে কথাবার্তা

সব ঠিকঠাক্ হয়ে গেছে। [বিনয় ঘর হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল।]

মহিম। মা'কে ?—আচ্ছা যাও।

[বিনয় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।]

মহিম। [আপন মনে] মা'টি আবার একটা ব্যাগড়া না দেন। এক মেয়েতেই এই, যাদের পাঁচ সাতটি আছে তাদের অবস্থা না জানি কী ভীষণ।

[মহিম ডিবা হইতে একটি পান তুলিয়া মুখে পুরিতে যাইতেছিলেন এমন সময় গোরা বেগে ঘরে প্রবেশ করিল ও মহিমকে লক্ষ্য না করিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। মহিমের পান মুখে পোরা হইল না। পানটি পুনরায় ডিবাতে রাখিয়া ডিবাটি বন্ধ করিয়া ভীত দৃষ্টিতে গোরার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে আস্তে আস্তে কহিলেন—]

মহিম। একটু বসবে গোরা ?

[গোরা বসিল।]

বিনয় এইমাত্র আমাকে পাকা কথা দিয়ে গেছে। পণপত্রের কথা বললুম, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে বললে।

গোরা। তা বেশ তো,—পণপত্র হয়ে যাক।

মহিম। এখন তো বলছ, বেশ তো, এরপর আবার ব্যাগড়া দেবে না তো।

গোরা। আমি তো বাধা দিয়ে ব্যাগড়া দিই নি। অনুরোধ করেই ব্যাগড়া দিয়েছি।

মহিম। অতএব তোমার কাছে আমার মিনতি, তুমি বাধাও দিও না। অনুরোধও কোরো না। আমার নারায়ণী সেনাতে দরকার নেই। আমি একলা যা পারি সেই ভালো। ভুল করেছিলাম,—তোমার

সাহায্য চাইলে যে এমন বিপরীত ফল হবে আগে জানতুম না। যা হোক কাজটা হয় তোমার ইচ্ছে আছে তো।

গোরা। হ্যাঁ, তা আছে।

মহিম। ব্যাস, তাহোলেই হোলো, ঐ ইচ্ছেই থাক—চেষ্টায় কাজ নেই।

[মহিম একটি পান মুখে পুরিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। গোরা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। ঘরের এক কোণে একটি পুঁটলী ছিল। সেটি উঠাইয়া কী ভাবিতে লাগিল। আনন্দময়ী ঘরে আসিলেন। গোরা পুঁটলী রাখিয়া দিল।]

আনন্দময়ী। বেলা এগারটা যে বাজে, খাবিনে?

গোরা। আমি অবিনাশদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি মা,—নেমন্তন্ন ছিল। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

আনন্দময়ী। বেশ ছেলে যা হোক। আমি ভাত কোলে ক'রে বসে আছি, দুভায়ে একসঙ্গে খাবি ব'লে।

গোরা। বিনয়কে আমার ভাগের সব দাওগে মা, তাতেই আমি খুসি হব।

[আনন্দময়ী পুঁটলী দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন ও কহিলেন—]

আনন্দময়ী। ও পুঁটলী কিসের রে গোরা!

গোরা। মা, আমি আজ কিছুদিনের মতো বেরব।

আনন্দময়ী। [উৎকণ্ঠিতভাবে]—কোথায় যাবে বাবা?

গোরা। সেটা ঠিক বলতে পাচ্ছিনে মা।

আনন্দময়ী। কোন কাজ আছে?

গোরা। কাজ বলতে যা বুঝোয় সেরকম কিছুই নেই। এই যাওয়াটাই একটা কাজ।

[আনন্দময়ীর চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।]

মা দোহাই তোমার, আমাকে বারণ করতে পারবে না। তুমি বারণ করলে আমার যাওয়া হবে না। তুমি তো আমাকে জানোই। আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব এমন ভয় নেই। আমি আমার মাকে ছেড়ে বেশিদিন থাকতে পারব না,—স্বর্গেও না।

[আনন্দময়ীর চোখ দিয়া দু'ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল।]

আনন্দময়ী। মাঝে মাঝে খবর পাব তো বাবা ?

গোরা। খবর পাবে না ব'লেই ঠিক ক'রে রাখো। পাও তো খুসি হোয়ো ?

[গোরা আনন্দময়ীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া অত্যন্ত স্নেহের স্বরে কহিল]

গোরা। ভয় নেই মা, তোমার গোরাকে কেউ নেবে না। তুমি মনে করো তোমার গোরা খুব দামী জিনিষ। আর কেউ তা মনে করে না মা। তবে এই পুঁটলীটার ওপর যদি কারও লোভ হয়, তাকে এটি দান ক'রে চলে আসব।

[এমন সময় অবিনাশ বাহির হইতে হাঁক দিল—]

অবিনাশ। গোরাদা—

গোরা। এই যাই—

[গোরা আনন্দময়ীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। তিনি গোরার মাথায় হাত বুলাইয়া হাত চুম্বন করিলেন। গোরা পিঠে বোচকা বাঁধিল। ঘরের কোণে একগাছা বাঁশের পাকা লাঠি ছিল তাহা হাতে নিল। আনন্দময়ীর দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল—]

গোরা। আসি মা।

[বিনয় ঘরে প্রবেশ করিল।]

গোরা। বেরবার মুখেই তোমাকে দেখলাম বিনয়। তোমার দর্শনে অযাত্রা কি সুযাত্রা এবার তার পরীক্ষা হবে। চললুম—

[বলিয়া দ্রুতবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আনন্দময়ী ধীরে ধীরে একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় একটু কাঁপিল। চোখে অশ্রু দেখা দিল। বিনয় তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল ও ডাকিল]

বিনয়। মা।

চতুর্থ দৃশ্য

[গ্রাম্য পথ। নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য, যাদবেশ্বর ও বলাই কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল।]

নকুল। সে যাই হোক। তোমরা যেন ওদের কথায় ভুলে মেতে উঠো না। মৎলব ওদের ভালো নয়, সে আমি এক আঁচড়েই বুঝে নিয়েছি। একে তো গাঁয়ের এই অবস্থা। যে ক'ঘর আছ, প্রাণগতিক যাতে তোমরা টিকে থাকতে পারো সেইজন্যে রোজ নারায়ণের মাথায় তুলসী চড়াচ্ছি। তার পর যদি ইচ্ছে ক'রে বিপদ ডেকে আনো, আমার বাবারও ক্ষমতা হবে না তোমাদের রক্ষে করা।

যাদব। কিন্তু দাদা, গৌরবাবু তো কিছু মন্দ কথা বলেন নি। একটাও ভালো পুকুর নেই গাঁয়ে, সবাই মিলে যদি একটা পুকুর কাটাবার ব্যবস্থা করি, লোকে একটু ভালো জল খেয়ে বাঁচবে। এতে দোষের কথাটা কী হোলো তা'তো বুঝতে পারছিনে!

নকুল। ওই, দু'পাতা ইংরেজি পড়েছিস কিনা, মাথা তোর গরম তো হবেই। পুকুর কাটালে কী হবে? ভালো জল তো কেশব চকোত্তির ডোবায় থৈ থৈ করছে। নাহোক, নাহোক, সকাল থেকে

গাঁ শুদ্ধ লোক, কোদাল ঘাড়ে ক'রে হাঁইও হাঁইও করে মাটি কাটলে ঘর সংসার গেরস্তর চলে কী ক'রে ?

বলাই। এই যে ঘোষ পাড়াটা সাফ হয়ে গেল আগুন লেগে, একটা ভালো পুকুর থাকলে আগুন নিবোতে কতক্ষণ লাগত দাদা ? এক ফোঁটা জল নেই, হাঁ করে সবাই মিলে দাঁড়িয়ে দেখলাম পাড়াকে পাড়া পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

নকুল। ওরে গাধা, শাস্তোর জ্ঞান তোর আছে যে এ সব বুঝবি ? ঘোষপাড়ায় আগুন লাগল,—ঘোষপাড়ায় আগুন লাগে কেন ? ঘোষ-পাড়ায় আগুন না লেগে তো বোস পাড়ায় লাগতে পারত, তেলেনী পাড়ায় আগুন লাগতে পারত, মুখুজ্যে পাড়ায় আগুন লাগতে পারত ? তা লাগল না কেন ? বেছে বেছে ঘোষ পাড়ার ওপরেই বা অগ্নিদেবের নজর পড়ল কেন,—সেটা ভেবে দেখেছিস কেউ তোরা ? পাড়া শুদ্ধ তোরা দৌড়ুলি আগুন নেবাতে। আমি লেপের মধ্যে চুপটি করে শুয়ে রইলুম। আমি জানতাম, আমার বাবার বাবারও সাধ্যি নেই এ আগুন নেবায়। খাণ্ডবদহন পড়েছিস্ ?

বলাই। খাণ্ডব বন দহন ?

নকুল। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—খাণ্ডব বন দহন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে অর্জুনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নিদেবকে হুকুম দিলেন, যাও, লেগে যাও। একটি আরসুলোও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে না বন থেকে। শ্রীকৃষ্ণের চক্র বাঁই বাঁই করে আকাশে ঘুরতে লাগল। অর্জুন ধনুকবাণ নিয়ে মওড়া আগলে দাঁড়িয়ে রইলেন। যে পালাতে যায়,—অমনি কচা কচ্।

যাদব। জঙ্গলের ভিতর কে-ই বা আগুন নেবায় ; আর জলই বা পায় কোথায় ?

নকুল। ও, কে-ই বা আগুন নেবায় ; আর জলই বা পায় কোথায়

এঁ্যা ? বলি লঙ্কা পুড়ল কেন ? —এঁ্যা অমন রাবণ রাজা, তার তো লোকজনের অভাব ছিল না ? খিড়কীর দরজায় অতবড় সমুদ্দুর, তবে স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছাই হোলো কেন ? ইচ্ছে করলে তো রাবণ রাজা নিজেই সমুদ্দুর থেকে এক আঁচলা জল নিয়ে আগুনের উপর ছিটিয়ে দিতে পারতেন, লঙ্কার উপর দিয়ে বান ডেকে যেত। যার কড়ে আঙ্গুলের খোঁচায় অমন কৈলেস পাহাড় চচ্চড়িয়ে কাৎ হয়ে পড়ল, তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, আর চোখের সামনে হনুমান অমন সোনার লঙ্কা পুড়িয়ে ছাই ক'রে, রাবণ রাজাকে কলা দেখিয়ে ডেঙ-ডেঙিয়ে চলে গেল। একটু শাস্তোর বোঝবার চেষ্টা করো। ইংরেজি পড়ে মাথা গরম ক'রে ধরাকে সরা জ্ঞান করিস্‌নি,—বুঝলি ?

যাদব। কিন্তু, এ সবের সঙ্গে ঘোষপাড়ার আগুনের কী সম্পর্ক ?

নকুল। ঐ যে দু পাতা ইংরেজি পড়েছিস্, তা আগে ভুলে যা, তারপর বুঝবি কী সম্পর্ক। ছেলেবেলা থেকে যে মুগ্ধবোধ পড়তে পড়তে জিবের আধখানা ক্ষয়ে গেল, এ কেবল এই শাস্তোরের গূঢ় মর্ম বোঝার জন্যে, বুঝেছিস মুখ্যু ?

বলাই। গোরাবাবু বলেন, একটা ভালো পুকুর থাকলে এই যে মাঝে মাঝে ওলাওঠা হয় তা আর হবে না।

নকুল। যত ব্যাটা নাস্তিক এসে জুটল কি বেছে বেছে এই পোড়া গাঁয়ে ? ওরে মুখ্যু, ওলাউঠো হয় কেন সেটা আগে দেখ্ ? কার্তিক মাস থেকে কত সাধ্যি সাধনা করলুম তোদের যে একটা ভালো করে রক্ষেকালী পুজো কর্। এ পর্যন্ত বল্‌লাম, যত কম খরচায় হয় তা আমি চেষ্টা ক'রে দেখব, একশটা টাকা চাঁদা তোরা তুলতে পারলি নে। দু'মাসে ৫৬৷৹ আনা চাঁদা তুলে তোরা আমার হাতে দিলি। তাতে কখন পুজো হয় ? সে টাকাটা তো পুজোর অনুষ্ঠানের জন্যে খরচ হয়ে গেল। আর পুজোই হোলো না,—রক্ষেকালীর কোপদৃষ্টিতে

পড়লি। ওলাউঠো হবে না তো হবে কী? পুকুরের বদলে যদি এ গাঁয়ে সমুদ্দুর থাকত, তাহোলেও ওলাউঠো হোত। তোদের মাথা একেবারে বিগড়ে দিয়েছে ঐ ক'টা সহুরে ছোঁড়া এসে।

যাদব। ওঁরা বোধ হয় জীবনের বাড়ির দিকে গেছেন,—চলো বলাই।

নকুল। দেখো, আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্চি আগে থেকেই,—ওদের সঙ্গে মেলামেশা কোরো না, ওরা লোক সুবিধের নয়। আমি নায়েব মশাইকে ব'লে আসছি, আমার ওপর শেষে একটা জুলুম না হয়।

যাদব। ভদ্রলোকের সঙ্গে দুটো কথা কইতেও কি দোষ নাকি? আয় বলাই।

[যাদব ও বলাই বাহির হইয়া গেল।]

নকুল। শেখর চক্কোত্তিকে খবরটা দিতে হচ্চে, ছোঁড়াগুলো ওদের পাল্লায় পড়লে তো সুবিধে হবে না। যাই একবার চক্কোত্তির বাড়ির দিকে।

[নকুলেশ্বর বাহির হইয়া গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[চরঘোষপুর। জীবন পরামাণিকের বাড়ি। বেলা ১০টা।— মাঝখানে জীবনের দোতালা একটি ছাওয়া ঘর। দক্ষিণ পার্শ্বে জীর্ণ এক চালায় একটি দুষ্ট গরু জাব খাইতেছে। বাম পার্শ্বে একটি বটগাছের নিচে পাক করিবার চালা ও তাহারি কিছু দূরে একটি কাঁচা

কূপ। বটগাছের পাদদেশ মাটি দিয়া বাঁধানো। পরামাণিকের কাছে লোকজন আসিলে সে তাহাদিগকে সেইখানেই মাদুর বিছাইয়া বসায়।

গোরা, রমাপতি, মতিলাল বটগাছের তলায় মাদুরের ওপর বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। একটি জনমজুর কিছুদূরে কঞ্চির বেড়া দিতেছে ও মাঝে মাঝে সন্দিগ্ধভাবে গোরার দলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। জীবন পরামাণিক আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—]

জীবন। আজ্ঞে ওঁরা বল্‌লেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ি ছাড়বে।

গোরা। ওঃ,—মতিলাল, তুমি তাহোলে যাও।

মতি। তোমার বড় কষ্ট হবে গোরা দা। রমাপতির যা নিষ্ঠা, একলা ওকে নিয়ে কী করে তোমার চল্‌বে।

গোরা। চলে যাবে কোন রকমে। বিদেশে যখন বেরিয়েছি একটু অসুবিধে ভোগ করতে হবে বৈ কি? তোমার বাবার অসুখ, মা একলা বুড়ো মানুষ,—না না মতিলাল, তুমি চলে যাও। সুবিধে মতো গরুর গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে, এ সুযোগ ছেড়ে দিলে পরে হয় তো আটক্রোশ রাস্তা হেঁটে ট্রেন ধরতে হবে।

[রমাপতি এতক্ষণ গম্ভীর হইয়া বসিয়াছিল। সে মতিলালকে কহিল—]

রমাপতি। যদি যেতেই হয়, তাহোলে আর মিথ্যে দেরী করছ কেন? ওরা যদি গাড়ি ছেড়ে দেয়?

মতি। আচ্ছা, তাহোলে চললুম গোরা দা, অবিনাশের যদি জ্বর ছেড়ে গিয়ে থাকে তাকেও হাঁসপাতাল থেকে নিয়ে যাব তো?

গোরা। নিশ্চয়ই। তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে তো?

মতি। যা আছে ঢের কুলিয়ে যাবে। চললুম রমাই দা, গোরা দাকে তোমার চার্জে দিয়ে গেলুম, দেখো। [আর নিষ্ঠাকিষ্ঠাগুলো একটু কমাও। শাস্ত্রেও আছে, বিদেশে নিয়মং নাস্তেব।

রমাপতি। থাক্, আর দেবভাষাটার ওপর অত্যাচার করিসনে, বাড়ি যাচ্ছিস, বাড়ি যা।

[মতিলাল তাহার হাত দুটো ধরিয়া একটা ঝাকুনি দিল। গোরার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—]

মতি। তাহোলে চলি গোরা দা। যদি খবর পাঠাবার সুবিধে হয়, কেমন চলছে জানিও।

[মতিলাল বাহির হইয়া গেল। গোরা চীৎকার করিয়া কহিল—]

গোরা। আমাদের বাড়ি গিয়ে বলে এসো আমি ভালো আছি,—মা যেন না ভাবেন।

[দূর হইতে মতিলাল বলিল—]

মতি। আচ্ছা।

গোরা। হ্যাঁ,—কী বলছিলে জীবন, ফরু সর্দারের দু'বছরের জেল হোলো?

জীবন। আজ্ঞে। গাঁয়ের মধ্যে, যোয়ান বেটাছেলে আর কেউ নেই। বেশির ভাগই হাজতে আটক। যে দু-চার জন ছিল নায়েব মশায়ের ভয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

গোরা। কী ভয়ানক! নায়েব এ রকম অত্যাচার করছে জমীদার সে খবর রাখে না?

জীবন। আজ্ঞে জমিদার যে নাবালক। সে-ই যে হোলো কাল। তেনার মা আদালত থেকে অভিভাবক হয়েছেন, ইস্তিরি নোক,—তেনারে নায়েব মশায় যা বুঝায়ে দেন তা-ই বোঝেন।

[জনমজুরটি সন্দিগ্ধ হইয়া নায়েব মশায়কে খবর দিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।]

গোরা। তুমি এত উৎপাতের মধ্যে টিঁকে আছ কেমন করে?

জীবন। আজ্ঞে আমি বুড়ো-সুড়ো মানুষ, তা ছাড়া খেউরি হবার

জন্যেও তো একজন লোক চাই। বোধ হয়, সেই কারণেই আমার ওপর একটু নেক নজর এখনও আছে। তবে পরে কী হয় এখনও বলা যায় না। তামাক ইচ্ছে করবেন বাবু?—ওরে ও করিম?

[দেখা গেল যে লোকটি বেড়া বাঁধিতেছিল সে নাই। কখন্ অলক্ষিতে সরিয়া পড়িয়াছে।]

বেটা কখন্ সরে পড়ল!

গোরা। আমরা তামাক খাইনে জীবন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।

রমাপতি। হিঁদুর পাড়া এখান থেকে কতদূরে হে পরামাণিক?

জীবন। হারে আমার কপাল। এখানে কি আর পাড়াটাড়া আছে বাবু! এটা একটা শ্মশান বললেই হয়। তবে কোশ দেড়েক দূরে নীলকুঠির একটি কাছারী আছে। তার তশীলদার একজন ব্রাহ্মণ। মাধব চাটুয্যে তেনার নাম, তেনার বাসা সেইখানেই।

গোরা। স্বভাবটা কেমন চাটুয্যে মশায়ের?

জীবন। সে আর শুধোবেন না বাবু,—যমদূত বললেই হয়। অমন পিচেশ আর দুটো জন্মায় না। নায়েবের সঙ্গে আবার তেনার খুব দস্তি।

গোরা। গাঁ-ই যদি শ্মশান হয়ে গেল, নায়েবের তাতে কী লাভ?

জীবন। ঐটেই তো বুঝিনে। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ; জমীদারী চাল কী করে বুঝব বাবু?

রমাপতি। বড় জলতেষ্টা পেয়েছে গোরাদা, কী করা যায় বলো তো?

[এমন সময় দেখা গেল একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক কূপের দিকে যাইতেছে। তাহার হাতে একটি ঘটি, ঘটির গলায় দড়ি বাঁধা। কোলে একটি ছোট ছেলে।]

গোরা। ওটি বুঝি তোমার ছেলে জীবন?

জীবন। না বাবু, ভগবান আমারে ওসব কিছু দেননি। সেদিকে এক রকম ভালোই আছি আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্বাদে।

গোরা। তোমার কোন আত্মীয়ের ছেলে বুঝি?

[জীবন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—পরে বলিল—]

জীবন। আজ্ঞে ওটি ফকুর ছেলে।

রমাপতি। মুসলমানের ছেলে বাড়িতে রেখেছ! কী সর্বনাশ! গোরাদা এ ব্যাটা বলে কী!

জীবন। কী করি বাবু, ফকর জেল হোলো। একমাসের মধ্যেই ফকুর স্ত্রীও মারা গেল।

[হাত বাড়াইয়া দূরে একটি ভাঙা চালা দেখাইয়া বলিল—]

পাশাপাশি বাড়ি। মরবার ঠিক আগেই ফকুর ইস্তিরি ছেলেটার হাত ধরে আমার ইস্তিরির হাতে দিয়ে গেল। 'না' বলবার সময়ও পাওয়া গেল না। এখন তো আর কোন উপায় নেই বাবু।

রমাপতি। তাই ব'লে তুমি হিন্দু হয়ে মুসলমানের ছেলে বাড়িতে পুষছ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ, গোরাদা এ কী কাণ্ড! এ অনাচার—

জীবন। ঠাকুর, আমরা বলি 'হরি' ওরা বলে আল্লা'। কোথায় যে তফাৎ তা তো আমি দেখতে পাই না। [গোরাকে] আর আমার তো শেষ হয়ে এসেছে বাবু। এতদিন জাত ছিল, শেষ ক'টা দিন না হয় জাত না-ই থাকল। একটা অনাথা বাচ্চা, কোথায় ফেলে দেব, বাবু? তা ছাড়া আমার ইস্তিরির বাচ্চাটার ওপর মায়া বসে গেছে।

[জীবনের স্ত্রী ছেলেটিকে কোলে লইয়া চলিয়া গেল।]

রমাপতি। জলতেষ্টায় যে গেলাম গোরাদা?

গোরা। জীবনের ঐ কুয়োর জল কী তোমার—

রমাপতি। তুমি বলো কী গোরাদা! জলতেষ্টায় মরে যাই তাও ভালো।

গোরা। তাহোলে সেই নীলকুঠির মাধব চাটুয্যের বাসায় যাওয়া ভিন্ন আর তো উপায় দেখিনে।

[জীবনও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। হাতজোড় করিয়া কহিল—]

জীবন। আজ্ঞে আমার অপরাধ নেবেন না কর্তা।

রমাপতি। থাক্, আর বাক্যব্যয় করতে হবে না। এমন ম্লেচ্ছের আচার যেখানে সে গাঁয়ের দুর্দশা হবে না? চলো গোরাদা—মাধব চাটুয্যের ওখানেই যাই। এ ম্লেচ্ছ ব্যাটার এখানে আসাই ভুল হয়েছে। তোদের তেজ ক্রমেই বেড়ে উঠছে,—ওঠো গোরাদা?

[জীবন মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিরস্কৃত হইয়া তাহার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।]

গোরা। রমাপতি, তুমি যাও মাধব চাটুয্যের ওখানে। আমি জীবনের বাড়িতেই থাকব যে ক'দিন এখানে আছি।

রমাপতি। সে কী কথা! না হয় চাটুয্যের ওখান থেকে খাওয়া দাওয়া ক'রে আবার এসো?

গোরা। না রমাপতি, আমার কাজ আমি করব, তুমি সেজন্যে ভেবো না। আর দেখো, তুমি ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে কলকাতায় চলে যাও। এখানে আমাকে কিছুদিন থাকতে হবে। তুমি এ কষ্ট সহ্য করতে পারবে না।

[তৃষ্ণায় রমাপতির কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিল।]

জীবন, তুমি আমাকে একটি পরিষ্কার ঘটি এনে দাও, আমি তোমার কূয়ো থেকে একটু জল খাব।

[জীবন তাহার চালার দিকে ছুটিল। রমাপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া গেল। গোরার মুখে আজ এ কী কথা!]

রমাপতি। আচ্ছা, তাহোলে আমি সেইখানেই যাই?

গোরা। হাঁ,—সেই ভালো।

[রমাপতি চলিয়া গেল। জীবন একটি ছোট ঘটি লইয়া আসিল। গোরা ঘটি লইয়া কূপের দিকে গেল ও জল তুলিয়া তাহা পান করিল।

এমন সময় দুটি ভদ্রলোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া জীবনের মুখ শুকাইয়া গেল। একটি নীলকুঠির তহশীলদার মাধব চাটুয্যে, অপর ব্যক্তি জমীদারের নায়েব শেখর চক্রবর্তী।]

শেখর। কী হে জীবন তোমাদের যে আর দেখা পাবার জো নেই? জাত ব্যবসা ছেড়ে দিলে নাকি হে? বাড়িতে মেলাই অতিথ-কুটুম্ব এসেছে শুনলাম?

জীবন। আজ্ঞে হুজুর অতিথ-কুটুম্ব আর কোথায় পাব? আপনি তো আমার সবই জানেন। তিনটি বাবু আজ সকালে এই গাঁয়ে এসেছেন। আমার এই গাছতলায় বসে একটু জিরুচ্ছিলেন।

শেখর। তা তোমার এখানে না জিরিয়ে আমার ওখানেই তো গেলে পারতেন?

জীবন। একজন বাবু এই একটু আগে আপনার ওখানেই গেছেন। পথে দেখা হয়নি তেনার সঙ্গে?

শেখর। না, আমি ওদিক দিয়ে আসিনি।

জীবন। আজ্ঞে সেই কারণেই দেখা হয়নি। আর একটি বাবু রক্ষিতদের গাড়িতে ইষ্টিশানে গেছেন, কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। ঐ বাবুটি [কূপের দিকে হাত বাড়াইয়া] শুধু আছেন। হাত মুখ ধুয়ে আপনার ওখানেই যাবেন বোধ করি।

[এতক্ষণ গোরা আড়ালে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। এখন তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ও দুজনকে

ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহারাও গোরার অসাধারণ মূর্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল।]

শেখর। আপনারা কলকাতা থেকে এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসেছেন কেন ?

গোরা। আপনিই বোধ করি এখানকার নায়েব মশাই ?

শেখর। আজ্ঞে হাঁ।

গোরা। আমরা কেন এসেছি তার কৈফিয়ৎ কি আপনার কাছে দিতে হবে ?

শেখর। [জিভ কাটিয়া]—না, না, সে কী কথা,—এমনি জিজ্ঞাসা করলাম। আপনারা সহুরে মানুষ, এই রকম জনমানবহীন জায়গায়—

গোরা। জনমানবহীন তো ছিল না,—আপনারাই ক'রে তুলেছেন।

[জীবন অতিশয় ভীত হইয়া পড়িল।]

শেখর। তার মানে ?

গোরা। মানে অতি সোজা। আপনাদের অত্যাচারে লোকজন গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। যারা আপনাকে বাধা দিয়েছে তারা হয় জেল খাটছে, না হয় হাজতে পচছে।

শেখর। এ সব মিথ্যে কথা আপনাকে কে বলেছে ? এই জীবনে বেটাচ্ছেলে বোধ হয় ? বেটার ভিটেয় ঘুঘু চড়িয়ে ছাড়ব, তবে আমার নাম শেখর চক্কোত্তি।

গোরা। আপনার প্রকৃতি কী রকম তা এই কথাতেই বুঝলাম। এইটুকু কথা আপনি জেনে রাখুন, আমি এখানে এই পরামাণিকের বাড়িতে কিছুদিন বাস করব। আপনি যদি এর কোন অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেন, তার ফল আপনি সেই মুহূর্তেই পাবেন। আর একটা কথা আমি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা ক'রে, গ্রামের লোকের ওপর

আপনি এ যাবত যতকিছু অত্যাচার করেছেন তা সমস্ত জানাব, আর যাতে ভালো ভাবে তার তদন্ত হয় তার ব্যবস্থা করব।

শেখর। [ক্রুদ্ধ হইয়া]—কোথাকার লাটসাহেব হে তুমি? আমার এলাকায় এসে আমারই ওপর চোখ রাঙাও?

[বটগাছে হেলান দেওয়া বাঁশের লাঠিটা হাতে লইয়া গোরা বলিল—]

গোরা। এখুনি যদি এখান থেকে চলে না যাও, আমি তোমাকে ভালো করিয়ে বুঝিয়ে দোব কোথাকার লাটসাহেব আমি।

[জীবন গোরার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—]

জীবন। দোহাই বাবু, আমি প্রাণে মারা যাব।

গোরা। তোমার কোনও ভয় নেই জীবন। [নবাগতদের লক্ষ্য করিয়া] তবু দাঁড়িয়ে আছ?

[গোরা লাঠি উঠাইল।]

মাধব। চলে এসো ভায়া,—গতিক সুবিধে নয়। [বলিয়া শেখরকে টানিয়া লইয়া বাহিরের দিকে চলিল। শেখর যাইতে যাইতে চোখ রাঙাইয়া বলিল—]

শেখর। আচ্ছা।

[শেখর ও মাধব চলিয়া গেলে, গোরা লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া, পদতলে রোরুদ্যমান জীবন।]

[দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পরেশবাবুর বসিবার ঘর। পরেশবাবু একটি আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত, Emersonএর একখানা বই পড়িতেছেন। সুচরিতা নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। পরেশবাবু তাহা টের পাইলেন না। সুচরিতা সেইরূপ নিঃশব্দে একটি চেয়ার টানিয়া তাঁহার পাশে বসিল। অজ্ঞাতসারে সুচরিতা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। পরেশবাবু তাহার দিকে তাকাইলেন। সুচরিতার মুখটি আজ খুব ম্লান দেখাইতেছিল পরেশবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন ও স্বাভাবিক কোমল স্বরে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন।]

পরেশ। কী হয়েছে রাধে ?

সুচরিতা। কই, কিছু না বাবা।

[পরেশবাবু তবু তার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইয়া রহিলেন।]

বাবা, আগে তুমি আমাকে যেরকম পড়াতে এখন আর সেরকম পড়াও না কেন বাবা ?

পরেশ। [হাসিয়া]—আমার ছাত্রী যে আমার স্কুল থেকে পাশ ক'রে বেরিয়ে গেছে।

[সুচরিতা লজ্জিত হইয়া পরেশবাবুর কাঁধের উপর মাথা রাখিল। পরেশবাবু তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—]

এখন তো তুমি নিজে পড়েই বুঝতে পারো মা ?

সুচরিতা। [মাথা তুলিয়া] না, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমি আগের মতো তোমার কাছে পড়ব বাবা ?

পরেশ। আচ্ছা বেশ, কাল থেকে পড়বে।

[সুচরিতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—]

সুচরিতা। আচ্ছা বাবা, সেদিন বিনয় বাবুরা জাতিভেদের কথা অনেক বললেন, তুমি আমাকে সে বিষয়ে কিছু বুঝিয়ে বলো না কেন ?

পরেশ। প্রশ্নটা ঠিক মতো মনে জেগে উঠবার আগেই সে বিষয়ে কোন উপদেশ দিতে যাওয়া, আর ক্ষিদে পাবার আগেই খাবার খেতে দেওয়া একই। তাতে অরুচি হয়, অপাক হয়,—বুঝলে মা ? তোমার মনে যে প্রশ্ন জেগে উঠবে, যদি নিজের মনে তার উত্তর না পাও, আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। আমি যতটুকু নিজে বুঝি তোমাকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করব।

সুচরিতা। [একটু চিন্তা করিয়া]—আচ্ছা, আমরা জাতিভেদকে নিন্দে করি কেন বাবা ?

পরেশ। একটা বেড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে ঘরে ঢুকলে দোষ হয়, ভাত ফেলে দিতে হয়। মানুষের প্রতি মানুষের এই অপমান, অবজ্ঞা, ঘৃণা যে জাতিভেদে জন্মায়, সেটাকে অধর্ম না ব'লে কী বলব মা ?

[সুচরিতা কিছুক্ষণ নীরবে রহিল, পরে কহিল—]

সুচরিতা। এখনকার সমাজে যে বিকার উপস্থিত হয়েছে, তাতে অনেক দোষ থাকতে পারে। সে দোষ তো সমাজের সকল জিনিষেই ঢুকেছে বাবা ? তাই ব'লে আসল জিনিষটাকে দোষ দেওয়া যায় কি ?

পরেশ। আসল জিনিষটি কোথায় আছে জানলে বলতে পারতুম মা। কাল্পনিক আসল জিনিষের কথা চিন্তা ক'রে মন সান্ত্বনা মানে কই ?

সুচরিতা। আচ্ছা বাবা, তুমি বিনয়বাবুদের এসব কথা বোঝাবার চেষ্টা করো না কেন ?

পরেশ। [হাসিয়া]—বিনয়বাবুর বুদ্ধি কম ব'লে যে এসব কথা বোঝেন না তা নয়। বরঞ্চ তাঁদের বুদ্ধি বেশি ব'লেই তাঁরা বুঝতে চান না, কেবল বোঝাতেই চান। [এমন সময় মুখে বিরক্তির ভাব লইয়া ললিতা ঘরে প্রবেশ করিল ও পরেশবাবুর আরাম কেদারার হাতলের উপর গিয়া বসিল।]

সুচরিতা। কী হয়েছে রে?

[বরদাসুন্দরীও ললিতার পিছু পিছু প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন—]

বরদা। এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো কখনও দেখিনি, এখন পারব না বললে চলে?

[পরেশবাবু ললিতার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—]

পরেশ। কী হয়েছে মা?

ললিতা। আমি হুগলী যাব না বাবা।

পরেশ। কেন মা, কেন?

ললিতা। আমি যে পাচ্ছিনে বাবা, সবাই ঠাট্টা করবে।

পরেশ। [সস্নেহে]—এখন তুমি ছেড়ে দিলে যে অন্যায় হবে মা।

ললিতা। [রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে]—আমার ভালো হচ্ছে না বাবা।

পরেশ। তুমি ভালো না পারলে তোমার অপরাধ হবে না। কিন্তু না করলে যে অন্যায় হবে মা? [ললিতা মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।] যখন ভার নিয়েছ তখন তোমাকে তো সম্পন্ন করতেই হবে। পাছে অহঙ্কারে ঘা লাগে ব'লে আর তো পালাবার সময় নেই। লাগুক না ঘা? সেটাকে অগ্রাহ্য করেও তোমাকে কর্তব্য করতে হবে। পারবে না মা?

ললিতা। পারব বাবা।

[পরেশবাবু সস্নেহে ললিতার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।]

বরদা। তুমি আদর দিয়ে দিয়েই তো ওর একগুয়েমী আরও বাড়িয়ে তুলেছ। এর জন্যে পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।

[বরদাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়া গেলেন—]

বিনয়বাবু এলেই রিহার্সেল আরম্ভ হবে। এখন মুখ হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে নিলেই ভালো হয়।

[পরেশবাবু চেয়ার হইতে উঠিলেন। ললিতার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন—]

পরেশ। তোমার সাধ্যমতো চেষ্টা তুমি করবে মা। ফলাফলের জন্য তুমি দায়ী নও। তবে আমার বিশ্বাস তোমার ভালোই হবে।

ললিতা। আমি পারব বাবা ?

পরেশ। পারবে বৈ কি মা, নিশ্চয়ই পারবে। রাধে, তুমিও আজ রিহার্সেলের সময় সেখানে থেকো।

সুচরিতা। থাকব বাবা।

পরেশ। যদি পারি আমিও উপস্থিত থাকবার চেষ্টা করব। তোমাদের রিহার্সেলের সময়টা যে—,

সুচরিতা। না বাবা, তোমার প্রার্থনার সময় নষ্ট ক'রে দরকার নেই। আয় ভাই ললিতা, মুখ হাত ধুয়ে নিবি চল্।

[পরেশবাবু বইখানি যথাস্থানে রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ললিতা ও সুচরিতা তাঁহার অনুসরণ করিল।

ঘরের আলো ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া একেবারে নিবিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘর পুনরায় ধীরে ধীরে আলোকিত হইল।

বিনয় ঘরে প্রবেশ করিল, দেখিল ঘরে কেহ নাই। সে টেবিলের নিকট একটি বাংলা সাপ্তাহিক টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। এই পত্রিকাটি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত হয় ও ইহার অধিকাংশ

প্রবন্ধই হারাণ বাবুর লেখনী প্রসূত, উহা পড়িতে পড়িতে বিনয়ের মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছিল, এমন সময় একটি সেলাই হাতে লইয়া সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিল ও বিনয়কে সেই কাগজ পড়িতে দেখিয়া বলিল—]

সুচরিতা। কেন ওখানা পড়ছেন বিনয় বাবু? আমারই ভুল হয়েছে। ওটা ওর উপযুক্ত যায়গায় না রেখে এখানে ফেলে গেছি। দিন তো,—দিন না?

[সুচরিতা বিনয়ের হাত হইতে কাগজখানা এক প্রকার জোর করিয়া টানিয়া লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল ও টেবিলের পাশে **Waste paper busket**এর মধ্যে টুকরাগুলি ফেলিয়া দিল।

বিনয় বিস্ময়ের সহিত সুচরিতার কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল।]

বিনয়। বন্দুকের প্রত্যেক গুলিতে একটা ক'রে মানুষ মেরে সৈনিক যেমন আনন্দ পায়, ঐ কাগজখানিতে একটা প্রবন্ধ আছে যার প্রত্যেক বাক্যটি একটি সজীব পদার্থকে বিদ্ধ করছে।

সুচরিতা। শুধু তাই নয় বিনয় বাবু। প্রবন্ধের প্রত্যেক ছত্রে একটা হিংসের আনন্দ ফুটে উঠেছে।

বিনয়। হ্যাঁ, এ ঠিক তাই।

সুচরিতা। আচ্ছা, গৌর মোহন বাবুর ওপর ঐ লেখকের কেন এত আক্রোশ তার কারণ কিছু জানেন বিনয় বাবু?

বিনয়। না। গোরা তর্ক ক'রে আমোদ পায়; প্রত্যেক কথাটা এত জোরে বলে যেন সে যা বলে তা অভ্রান্ত, তার যুক্তি অকাট্য। সেই কারণেই বোধ হয় কেউ কেউ ওকে পছন্দ করে না।

[এমন সময় হারাণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুচরিতা সেলাইতে মনযোগ দিল। হারাণ বিনয়কে দেখিয়া কহিল—]

হারাণ। এই যে বিনয় বাবু, এরই মধ্যে এসেছেন? রিহার্সেল

তো সাতটায় আরম্ভ হবে,—এত আগে এসেছেন? অন্য কোন কাজ ছিল বোধ হয়?

[বলিয়া অর্থপূর্ণ ভাবে মুচকিয়া হাসিল। বিনয় ও সুচরিতা তাহা লক্ষ্য করিল, উভয়েই বিরক্ত হইল।]

বিনয়। [জোরের সহিত] না, অন্য কোন কাজ ছিল না, তাই এলাম।

হারাণ। অন্য কোন কাজ ছিল না! কার্যহীন জীবন একটা অভিশাপ। আমার তো মনে হয় বিনয়বাবু, যদি আমাকে একটি দিনও কেউ বিনা কাজে বসিয়ে রাখতে বাধ্য করে, আমি সেই একদিনেই পাগল হয়ে যাই। আমাদের জীবন কত অল্প, কাজ অফুরন্ত, নয় কি বিনয়বাবু?

বিনয়। হাঁ।

[হারাণ যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এমন ভাব প্রকাশ করিল। কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিয়া চোখ মেলিল ও চারিদিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

হারাণ। আপনার বন্ধুটি কই, গৌরমোহনবাবু, তিনি আসেন নি?

বিনয়। [বিরক্তির সহিত] কেন, তাকে কোন প্রয়োজন আছে?

হারাণ। না, না, তাঁকে আমার কী প্রয়োজন থাকতে পারে। আপনি আছেন অথচ তিনি নেই, এ তো প্রায়ই দেখা যায় না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

[বিনয় গৌরের লেখা একটি পুস্তিকা পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িতেছিল। তাহা হইতে চোখ না উঠাইয়াই কহিল—]

বিনয়। তিনি কলকাতায় নেই।

[সুচরিতার সেলাই বন্ধ হইল।]

হারাণ। প্রচারে বেরিয়েছেন বুঝি ?

সুচরিতা। গৌরমোহনবাবু কলকাতায় নেই !

[তাহার উৎকণ্ঠিতভাবে বিনয় ও হারাণ উভয়েই আশ্চর্য হইল। সুচরিতা নিজেও লজ্জিত হইয়া পড়িল।]

বিনয়। না। [হারাণবাবুকে] হাঁ, আপনার অনুমান নিতান্ত মিথ্যা নয়। প্রচারে বেরিয়েছেন, বলতে পারেন। [সুচরিতাকে] আমাদের একটি বন্ধু, জাতে কৈবর্ত, ছুতোরের কাজ করত, সে-ই ছিল গোরার সব চেয়ে প্রিয় শিষ্য। বাটালীর চোট লেগে টীটেনাস্ হয়। তার মা মনে করেছিল তাকে ভূতে পেয়েছে; ওঝা ডাকিয়ে চিকিৎসা করায়, ওঝারা অমানুষিকভাবে সমস্ত রাত তাকে চিকিৎসা করে। তারি ফলে সে মারা যায়।

সুচরিতা। তার মানে ?

বিনয়। সমস্ত রাত তাকে মারে, আর লোহা পুড়িয়ে ছেঁকা দেয়।

[সুচরিতার মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে বেদনাসূচক ধ্বনি বাহির হইল।]

গোরার মনে বড আঘাত লাগে। গোরা বল্লে, সে গ্রামে গ্রামে ঘুরবে। যদি একটি লোককেও এই রকম নৃশংস মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে তাহোলে নন্দর আত্মা শান্তি পাবে, গোরার সঙ্গে আমাদের তিনটি বন্ধুও গেছে।

হারাণ। আপনিও গেলেন না যে ?

বিনয়। আমাকে যদি তার প্রয়োজন হোত, সে বলত, তাহোলে নিশ্চয় যেতাম।

[সুচরিতার চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, হারাণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল। সুচরিতার সহানুভূতি হারাণের ভালো লাগিল না। শ্লেষের সহিত বলিল—]

হারাণ। তাহোলে তো গৌরমোহনবাবুকে ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড় করতে হবে, Scientific বাসিন্দে তিনি আর কোন্ গাঁয়ে পাবেন।

সুচরিতা। তিনি Scientific বাসিন্দে খুঁজতে বার হন্‌নি। মুখ্যলোকের ওপরই তাঁর সহানুভূতি। লোকসান তাদেরই বেশি, তারাই যথার্থ দয়ার পাত্র। বিনয়বাবু, আপনি যদি গৌরবাবুকে চিঠি লেখেন, তাঁকে জানাবেন, আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব, তিনি যে মহৎ কাজে বেরিয়েছেন তাতে যেন সফলমনোরথ হন।

[এমন সময় বরদাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করিলেন। ললিতাও একটু পরে আসিল।]

বরদা। এই যে পানুবাবু, আপনিই তাহোলে রিহার্সেল দেওয়ান। আমি আর আপনাদের disturb করব না।

হারাণ। বেশ।

[বরদাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন।]

হারাণ। ললিতা, তুমি প্রথমে তোমার গানটি গাও। আবৃত্তি পরে হবে।

ললিতা। না এখনও ভালো হয় নি।

হারাণ। তা হোক্। Practice না ক'রে ভালো হবে কী ক'রে।

ললিতা। [গান গাহিল—]

গান

ওহে সুন্দর মরি মরি
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি ?

[ললিতা গান বন্ধ করিয়া দিল ও বলিল—]

ললিতা। না, এখন ভালো হচ্ছে না।

হারাণ। এই তো চমৎকার হচ্ছে, খাসা হচ্ছে। তবে কেন ভালো হচ্ছে না? তুমি বড় বেশি Nervous। কোন ভয় নেই।

আমার দিকে তাকিয়ে গান গাইবে, অন্য কোনদিকে তাকাবে না, তাহোলে Nervousness আসবে না, কেমন ?

[বিনয় সুচরিতাকে গৌরের লেখা পুস্তিকাটি দিল। ললিতা কোন কথা কহিল না, হারাণবাবু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কহিল], একটু জিরিয়ে নাও। তার পর রঘুবংশ থেকে, আবৃত্তিটা একবার করো, এ ক'দিন রোজ চারবার ক'রে Practice করতে হবে,—সকালে দু'বার, সন্ধ্যেয় দু'বার। আমি না হয় সকালেও একবার ক'রে আসব। একটু কাজের ক্ষতি হবে, তা হোক্, তবু আস্তে হবে, সকলে যদি তোমার প্রশংসা করেন, আমার তাতেই আনন্দ। আমি বুঝব আমার যত্ন সফল হয়েছে, আমার সময়ের অপব্যয় হয়নি, তাহোলে এখন বোধ হয় একটু বিশ্রাম হয়েছে ? তোমার আবৃত্তিটা।

[হঠাৎ সুচরিতার দিকে হারাণের চোখ পড়িল। দেখিল বিনয়ের নিকট যে পুস্তিকাটি ছিল সুচরিতা মনযোগ সহকারে তাহা পড়িতেছে। হারাণ সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল] ওটা কী পড়ছ সুচরিতা ?

[সুচরিতা উত্তর দেবার পূর্বেই বিনয় কহিল—]

বিনয়। গৌরমোহন 'গ্রামের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য' ব'লে একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। আমরা সেটা ছাপিয়ে Free distribution করেছি। উনি গৌরের লেখা পড়তে ভালবাসেন, তাই ওঁর জন্যে একখানা এনেছি।

ললিতা। বাঃরে, আমিও যে চেয়েছিলাম, তা বুঝি ভুলেই গেছেন ? ওখানা আমি নোব, আপনি সুচিদি'কে আর একখানা এনে দেবেন।

বিনয়। আচ্ছা।

[হারাণ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল ও কহিল।]

হারাণ। [ললিতাকে] ওসব বাজে জিনিষ পড়ে এখন সময় নষ্ট

না ক'বে, সাম্‌নে যে পরীক্ষা আস্‌ছে তাতেই মন দিলে বোধ হয় ভালো হয়।

ললিতা। প্রবন্ধটি না পড়েই আপনি কী ক'বে বুঝলেন বাজে জিনিষ?

হারাণ। পড়তে হবে না, যিনি লিখেছেন তাঁর সঙ্গে বহুপূর্বেই আমি পরিচিত। তাঁর গুণ আমার কাছে অবিদিত নেই। সুচরিতা, আমার ইচ্ছে নয় তুমি ওসব পড়ো।

[বিনয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হারাণের প্রতি চাহিল। সুচরিতা বিনয়ের দিকে কাকুতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।]

ললিতা। সুচিদির কী পড়া উচিৎ অনুচিত তা-ও কি আপনি ব'লে দেবেন?

হারাণ। ললিতা! ললিতা, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি এসব বিষয়ে কেন কথা বলো? আমার কর্তব্য যে কোথায়, কতটুকু, তা আমি বিলক্ষণ জানি।

[সুচরিতা আসন ছাড়িয়া উঠিল। ললিতাকে পুস্তিকাটি দিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।]

হারাণ। সুচরিতা তুমি যেও না, একটা কথা আছে, একবার পাশের ঘরে—

[সুচরিতা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। দ্রুতপদে দরজার কাছে গিয়া বলিল—]

সুচরিতা। আমি আর থাক্‌তে পারব না, আমার শরীর ভালো নেই।

[বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হারাণ কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। মাথা নাড়িয়া বলিল—]

হারাণ। হুঁ।

[তারপর ধীরে ধীরে নিজের আসনে বসিল। কিছুক্ষণ সকলেই নীরব রহিল।]

ললিতা, আবৃত্তিটা করবে কি এখন ?

ললিতা। [ললিতা পুস্তিকাটি পড়িতে পড়িতে বলিল—] অ্যাঁ, কী বলছেন ?

হারাণ। আবৃত্তিটা কি এখন করবে ?

ললিতা। অ্যাঁ, বুঝতে পাচ্ছিনে।

হারাণ। আবৃত্তিটা কি এখন করবে ?

ললিতা। [পুস্তিকাতে চোখ রাখিয়া]—না, এখনও ভালো মুখস্থ হয়নি।

হারাণ। যেখানে আটকাবে আমি ব'লে দেব 'খন। চেষ্টা করতে আপত্তি কী ?

ললিতা। [পুস্তিকাতে চোখ রাখিয়া]—না, ভালো মুখস্থ না হোলে আমি পারব না।

[বিনয় আসন ছাড়িয়া উঠিল ও ললিতাকে বলিল—]

বিনয়। আমি আজ চললুম।

[ললিতা বিনয়ের দিকে তাকাইল।]

কাল নিয়মিত সময়ে আসব, মাকে বলবেন।

ললিতা। কই আপনি তো রিহার্সেল দিলেন না বিনয়বাবু ?

বিনয়। [হাসিয়া] আমারও আপনার মতো স্মরণ শক্তি, এখনও মুখস্থ হয়নি ভালো রকম। কাল হয়ে যাবে। মা'কে বলবেন আমার জন্যে দুর্ভাবনার প্রয়োজন নেই।

[দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—]

আপনার বাবার সঙ্গে বোধ হয় আজ আর দেখা হবে না ?

[ললিতা উঠিয়া বিনয়কে কহিল—]

ললিতা। দেখছি, একটু বসুন। [হারাণকে] আপনি বসুন পানুবাবু, আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[বলিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—]

ও, আপনার একটা লেখা যে সমাজের সাপ্তাহিকে বেরিয়েছে। নাম দেন নি, কিন্তু আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি আপনারই লেখা।

[বলিয়া কাগজখানা টেবিলের ওপরে খুঁজিতে লাগিল—]

কোথায় গেল কাগজখানা। বাঃ রে, এইখানেই যে ছিল!

[হঠাৎ west paper busketএর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিতে পাইল সাপ্তাহিকখানা ছিন্ন অবস্থায় উহাতে পড়িয়া আছে।—]

Good Lord, [গালে হাত দিয়া]। কে ছিঁড়ল এমন টুকরো করে! [বলিয়া কাগজখানা উঠাইয়া লইল।]

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এ নিশ্চয়ই সুচিদির কাজ। এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো কখনও দেখিনি। কাগজখানা ছেঁড়বার কী দরকার ছিল।

[বলিয়া কাগজখানাকে আর কয়েকটা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া বাস্কেটে ফেলিয়া দিল ও বিনয়কে কহিল—]

আপনি বসুন, আমি দেখছি বাবার প্রার্থনা হয়ে গেল কিনা।

[হারাণের মুখের ভাব ভীষণ হইল।]

বিনয়। থাক্, কাল দেখা করব আপনার বাবার সঙ্গে, আজ যাই।

ললিতা। আর একটু বসবেন না?

বিনয়। না, আজ যাই, কাল সকাল সকাল আসব।

ললিতা। আচ্ছা।

[বিনয় ও ললিতা নমস্কার বিনিময় করিল। বিনয় হারাণবাবুকেও নমস্কার জানাইল। হারাণবাবু কাহারও দিকে না চাহিয়া গম্ভীরমুখে

দাঁড়াইয়া ছিল। তড়িৎগতিতে হাতের তর্জনী কপালে ছোঁয়াইয়া প্রতি নমস্কার জানাইল। বিনয় বাহির হইয়া গেল।]

ললিতা। [হারাণকে] আপনি বসুন, আমি মাকে ডেকে দিচ্চি। আমি আজ আর রিহার্সেল দেব না।

[ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হারাণ আসন ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। একটু পরেই বরদাসুন্দরী প্রবেশ করিলেন ও বলিলেন—]

বরদা। এ কী পানুবাবু, এরই মধ্যে সব ছেড়ে দিলেন ?

হারাণ। আমার কথা এরা কেউ শুনতে না চাইলে আমি কী করতে পারি বলুন ? আমার এ বিড়ম্বনা কেন ? আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না। আমি নিজে যতটুকু পারি আপনাকে সাহায্য করব। কিন্তু এদের তৈরী করবার দায়ীত্ব থেকে আমাকে অব্যাহতি দিন।

বরদা। আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনে পানুবাবু।

হারাণ। দেখুন, প্রথম যেদিন হিন্দুসমাজের ঐ দুটি ছেলে এ বাড়িতে আসে, আমি সেই দিনই পরেশবাবুকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলুম। উনি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আপনাদের সংসারে বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করেছে।

[বরদাসুন্দরী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

হারাণ। আমি একটুও অত্যুক্তি করছি না। তবে আমি আমার কর্তব্য করব। আপনারা সকলেই জানেন, সমাজেরও সকলেই জানেন, সুচরিতাকে আমি স্ত্রীরূপে লাভ করতে অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা করেছি।

বরদা। হ্যাঁ, তাতো আমরা সবাই জানি।

হারাণ। তবে আমার ইচ্ছে ছিল এখানেই ওকে রেখে আমার নিজের মনের মতো ক'রে গড়ে তুলব। কিন্তু আর তো আমার রাখতে সাহস হয় না। এখানে ওকে রাখা বিপজ্জনক।

বরদা। বলেন কী পানুবাবু ?

হারাণ। হ্যাঁ। আমি স্পষ্টই বলছি আপনাদের সংসারের আবহাওয়া কলুষিত হয়েছে। আজই পরেশবাবুকে বলতে চাই, একটা শুভদিন স্থির ক'রে—

[পরেশবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন।]

পরেশ। কী পানুবাবু, আমার নাম ক'রে কী বলছেন ?

হারাণ। এই যে আসুন,—একটু বসুন। আমার একটি প্রস্তাব আছে।

[সকলে বসিলেন]

হারাণ। আমি বলছিলাম একটা শুভদিন স্থির ক'রে সুচরিতার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ে যায় এই আমার ইচ্ছে।

পরেশ। কিন্তু আপনিই তো বলেছেন যে, অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। কাগজেও আপনি ঐ মত অনেকবার প্রকাশ করেছেন। সে কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন পানুবাবু ?

হারাণ। না ভুলিনি। তবে সুচরিতার সম্বন্ধে সে যুক্তি খাটে না। ওর উপযুক্ত পরিণতি হয়েছে।

পরেশ। তাহোলেও আমার বিবেচনায় আপনি যে বলেছিলেন, অল্পবয়সে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া অনুচিত, সেইটেই ঠিক পানুবাবু।

হারাণ। বেশ তাহোলে একদিন বিশেষভাবে ঈশ্বরের নাম ক'রে সমাজের সকলকে ডেকে সম্বন্ধটা পাকা ক'রে রাখা যেতে পারে।

পরেশ। এখনও তো বিয়ের বিলম্ব আছে। এত আগে আবদ্ধ হওয়াটা কি ভালো ?

হারাণ। দেখুন, বিবাহের পূর্বে কিছুকাল এই আবদ্ধ অবস্থায় যাপন করা উভয়ের মনের পরিণতির পক্ষে বিশেষ হিতকারী। একটা

আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, যাতে সাংসারিক দায়ীত্ব নেই, অথচ বন্ধন আছে,—ওটা বিশেষ উপকারী।

পরেশ। আচ্ছা, সুচরিতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

বরদা। সুচরিতাকে আবার জিজ্ঞাসা করবে কী? পানুবাবু ওকে বিয়ে করবেন, এ তো ওর সৌভাগ্য।

হারাণ। না, না, আমি ওঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি। তবে কিনা পারিপার্শ্বিক ঘটনাস্রোতে মানুষের মতের পরিবর্তন হোতেও তো দেখা যায়?

পরেশ। আচ্ছা, আপনি আমাকে একটু সময় দিন পানুবাবু। তা ছাড়া ব্রাউন্‌লো সাহেবের নিমন্ত্রণের অনুষ্ঠান সেরে আসবার আগে তো কিছুই হোতে পারবে না। আমিও সুচরিতাকে আর একবার এ বিষয়ে একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই।

বরদা। তোমার আবার বেশি বাড়াবাড়ি; কী আছে জিজ্ঞাসা করবার?

হারাণ। বেশ, জিজ্ঞাসা করবেন। তবে আমার ইচ্ছা বেশি বিলম্ব না হয়। আমি এঁকেও [বরদাসুন্দরীকে দেখাইয়া] গুটিকতক কথা বলেছি। যে কারণে আমি বিলম্ব করতে চাই না,—ওঁর কাছ থেকেই শুনবেন। আচ্ছা, আসি নমস্কার।

[হারাণ চলিয়া গেল। পরেশবাবু জিজ্ঞাসুভাবে বরদাসুন্দরীর দিকে তাকাইলেন।]

বরদা। পানুবাবু যা বললেন তাতে আমার মনেও আতঙ্ক এসেছে।

পরেশ। একটা কাল্পনিক আতঙ্ককে মনে স্থান দিয়ে অযথা মনকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। যথার্থ বিপদ আসবার সময় হোলে আমি সতর্ক হব, তুমি নিশ্চয়ই জেনো।

[বরদাসুন্দরী বিরক্ত হইলেন। পরেশবাবু একটি ব্রাহ্মসঙ্গীতের বই আলমারী হইতে বাহির করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরেশ বাবুর বাটি। পড়িবার ঘর। পরেশ, হরিমোহিনী ও সতীশ। পরেশবাবু আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন। মেঝের উপরে একটি আসনে হরিমোহিনী বসিয়া (কপাল পর্যন্ত ঘোম্‌টায় আবৃত)। তাহার পাশে সতীশ।]

হরি। সেই আটবছর বয়সে শ্বশুড়বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারপর একদিনের জন্যেও বাপের বাড়িতে আসতে পাইনি। \ রাধারাণীর মা'র যখন বিয়ে হোলো, অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিছুতেই যেতে দিলে না। বাবার চিঠিতে রাধারাণীর জন্মের খবর পেলাম। তারপর বাবা মারা গেলেন। অনেকদিন পর আবার শুনতে পেলাম, আর একটি খোকা হয়েছে [সতীশকে কোলে টানিয়া লইয়া]। তার পরই শুনলাম এদের মা আর নেই। বাছাদের কোলে তুলে নেবার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্ করতে থাকল,—কোন উপায় ছিল না বাবা।

পরেশ। আপনি যদি একখানা পত্র লিখতেন, আমি আপনাকে আনাবার ব্যবস্থা করতে পারতাম।

হরি। আমার ভয় হোত বাবা, আমার মতো হতভাগী খুব কম আছে। ভয় হোত আমার নিঃশ্বাসে যদি তাদের অমঙ্গল হয়। আমি শুনেছিলাম এদের বাপ ধর্ম ছেড়েছে। মারা যাবার সময় তাঁরই এক ব্রেহ্ম বন্ধুর হাতে এদের দুটিকে দিয়ে গেছে, খুব যত্নে আছে। দেখতে

বড্ড ইচ্ছে হোত, আবার ভাবতাম, থাক্ দরকার নেই, দেখলে মায়ায় আট্‌কে পড়ব, একবার চোখের দেখা দেখে কেন আরও জ্বালা বাড়াই, তীর্থে তীর্থে ঘুরেও কোন ফল হোলো না বাবা। একটা বুকের জিনিষ পাবার জন্যে বুকের তেষ্টা এখনও মরেনি। কাশীতে একজন ভদ্রলোকের কাছে তোমার খোঁজ পেলাম। তিনি বললেন, অমন মানুষ আর হয় না। তুমি নির্ভয়ে গিয়ে বোন্‌পো বোন্‌ঝিকে দেখে আসতে পাবো। সেই সাহসেই এসেছি বাবা, তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা, তোমার বড় অসুবিধে করলাম।

[হরিমোহিনীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।]

পরেশ। আপনি কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন? রাধারাণীর বাবা আমার খুব নিকট বন্ধু ছিলেন। আপনি আমার বন্ধুপত্নীর ভগ্নী, তাছাড়া রাধারাণীর অভিভাবক হিসেবেও আপনার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। আপনার এই অসময়ে আপনাকে সাহায্য করা আমার নিশ্চয়ই উচিত। রাধারাণীরা বোধ হয় পরশুই হুগলী থেকে ফিরবে। সতীশ, তোমার দিদি না-আসা পর্যন্ত তোমার মাসীমার সেবা-যত্নের ভার তোমার উপর রইল।

সতীশ। [সগর্বে]—আচ্ছা বাবা, আমি মাসীমার সব গোছগাছ ক'রে দোব। থাকুক না দিদিরা হুগলীতে যতদিন ইচ্ছে।

পরেশ। আমাদের ছাদের ওপরে একটি ছোট ঘর আছে। সেটি খালিই পড়ে আছে। আপনার পূজো, অর্চনা, সেখানে নির্ঝঞ্ঝাটে হোতে পারবে। ছাদের এক পাশে কালই আমি দরমা দিয়ে একটি ছোটখাট রান্নাঘর তৈরী করিয়ে দোব। আপনার কোন বিঘ্নই হবে না।

[হরিমোহিনী পরেশবাবুর ব্যবহারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চোখে আবার জল আসিল কহিলেন—]

হরি। আমি শুনেছিলাম তুমি ঠাকুর দেবতা মানো না। লোক হিসাবে তুমি খুব ভালো। ঠাকুরের তোমার উপর খুব দয়া, আমি তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। পূজো পেলেই ঠাকুর ভোলে না, সে আমি জানি। আচ্ছা বাবা, আমি এখানেই থাকব, যে-ক'দিন তোমরা আমাকে রাখবে।

পরেশ। যাও তো সতীশ, তোমার মাসীমাকে ছাদের ঘরটি দেখিয়ে নিয়ে এসো।

সতীশ। চলুন মাসীমা। দিদি এলে খুব মজা হবে। আগে কিছু বলবেন না যেন মাসীমা, দেখি না দিদি কী বলে! যা মজা হবে, না বাবা ?

[পরেশবাবু হাসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন—]

পরেশ। হ্যাঁ, তা হবে।

সতীশ। চলুন মাসীমা, ছাদের ঘর দেখিয়ে নিয়ে আসছি, খুব ভালো ঘর।

[সতীশ মাসীমার হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘর হইতে বাহিরে লইয়া গেল। পরেশবাবু আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[হুগলীর ডাকবাংলা। বেলা ৯টা। হল ঘর। রিহার্সেলের জন্য হলঘর বিশেষ ভাবে সজ্জিত হইয়াছে। প্রকাণ্ড গালিচা পাতা। চারিদিকে সোফা, কুশান, চেয়ার, আরাম কেদারা প্রভৃতি। ঘরের মধ্যখানে একটি ভালো অর্গেন ও একপাশে একটি কটেজ পিয়ানো রহিয়াছে।

হারাণ, বিনয়, সুধীর, বরদাসুন্দরী, লাবণ্য, ললিতা, লীলা ও সুচরিতা সকলেই উপস্থিত।

[হারাণ নিম্নস্বরে বরদাসুন্দরীর সহিত রিহার্শেল সম্বন্ধে কী কথাবার্তা কহিতেছে। কিছুক্ষণ পরে তাহার কথা শেষ হইল। বলিল—]

হারাণ। সুচরিতা, প্রথমে তুমি গাইবে। তারপর লাবণ্য আবৃত্তি করবে। তারপর ললিতার গান। তারপর বিনয়বাবুর আবৃত্তি। তারপর সুধীরের গান। সবশেষে আমার অভিভাষণ, এই Orderএ রিহার্শেল হোক, [বরদাসুন্দরীর দিকে তাকাইয়া] কী বলেন আপনি ?

বরদা। বেশ, সেই ভালো।

বিনয়। আপনিই বা সবার শেষে কেন হারাণ বাবু ?

ললিতা। উনি জানেন ওঁরটাই সব চেয়ে বেশি মধুর হবে, সেই জন্যে, এটা আর বুঝতে পারলেন না আপনি ? 'মধুরেন সমাপয়েৎ'।

[হারাণ চোখ রাঙাইয়া ললিতার প্রতি তাকাইল।]

বরদা। কী মেয়েই তুমি হোচ্ছ ললিতা !

ললিতা। কেন, অন্যায়টা কী করলুম, এ তো ওঁকে Compliment দেওয়া হোলো।

হারাণ। [বিরক্তির সঙ্গে]—তোমার Compliment দিতে হবে না। Quite uncalled for.

ললিতা। I beg your pardon Sir, sorry. [হারাণের বিরক্তি আরও বাড়িল।]

হারাণ। তুমি তো আগে এরকম ছিলে না ললিতা ! এত শীঘ্র তোমার এরকম পরিবর্তন হোলো কেন বলো তো ?

ললিতা। [একটু চিন্তা করিয়া]—বোধ হয় বয়সের গুণে।

[বরদাসুন্দরী ও অন্যান্য সকলেই ললিতার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। হারাণ অধিকতর বিরক্ত হইল।]

হারাণ। Hopeless! বিনয়বাবু, সময় নষ্ট ক'রে দরকার নেই, আরম্ভ করা যাক। আপনার খুব চমৎকার হবে মশায়, চমৎকার ইংরেজি উচ্চারণ আপনার।

ললিতা। এম, এ, পাশ যাঁরা করেন তাঁদের উচ্চারণ,—ও ভুল, হয়েছে, Sorry, excuse me, please.

হারাণ [অর্ধ স্বগত]—Incorrigible।

বরদা। আপনারা rehearsal দিন। আমি রান্নার ব্যবস্থা কী হোলো দেখি।

হারাণ। সুচরিতা, তোমার গানটি হোক। [সুচরিতা অর্গেন বাজাইয়া গান গাহিল—]

সুচরিতা।—

গান

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।
রেখেছি কনক মন্দিরে কমলাসন পাতি'॥
তুমি এসো হৃদে এসো হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ।
মম অশ্রুনেত্রে করো বরিষণ করুণ হাস্য-ভাতি॥
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুল ডালা,
আমি সকল কুঞ্জ কানন ফিরি এনেছি যুথী, জাতি॥
তব পদতল লীনা বাজাব স্বর্ণ বীণা,
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানস সাথী॥

[সুচরিতা গান আরম্ভ করিলে হারাণ বাবু ধীরে ধীরে অর্গেনের নিকট গিয়া দাঁড়াইল ও গানের সুরে তন্ময় হইয়া মৃদু মৃদু হাত নাড়িয়া তাল দিতে লাগিল। হারাণ বাবুকে এইরূপে অন্যমনস্ক দেখিয়া ললিতা একটি খাতা পেন্সিল লইল ও হারাণ বাবুকে দেখিয়া দেখিয়া তাহার একটি মূর্তি আঁকিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে লাবণ্য, লীলা ও সুধীর

খুব কৌতুক প্রকাশ করিল, ওখানে একটি চাপা হাসির রোল উঠিল। হাসির শব্দ বড হইয়া মাঝে মাঝে হারাণ বাবুব কানে যাইতেই হারাণ বাবু শাসনের দৃষ্টিতে তাহাদিগের দিকে চাহিতে লাগিল এবং তাহারাও তৎক্ষণাৎ শান্ত হইয়া যাইতে লাগিল।

গান শেষ হইলে উপস্থিত সকলেই করতালি দিল। সুচরিতা নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।]

হারাণ। লাবণ্য, তোমার আবৃত্তি?

লাবণ্য। আমারটা একটু পরে হোলে কিছু ক্ষতি আছে?

হারাণ। কেন, তোমার কি অসুখ করছে?

লাবণ্য। না, আমার কেমন ভালো লাগছে না, একটু পরেই আমি বলব।

হারাণ। আচ্ছা বেশ, তাই বোলো, ও কিছু নয়, nervousness, এখুনি কেটে যাবে।

ললিতা। কেন তোমার তো বেশ হয়েছে, বড় দি',— বলোই না বাপু?

লাবণ্য। ঠাট্টা হচ্চে, না?

ললিতা। Honour bright.

হারাণ। No noise please.

ললিতা। [সুর মিলাইয়া] Excuse me please.

[হারাণ অত্যন্ত বিরক্ত হইল। ললিতার কোলের উপর সেই খাতাটি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল।]

হারাণ। ওটা কী খাতা?

[বলিয়া ললিতার দিকে আগাইয়া গেল। ললিতা খাতাটি হাতের মুঠায় লইয়া অপরাধীর মতো বসিয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না।]

কী খাতা ওটা?

[ললিতা তথাপি নীরব রহিল ।]

দেখি খাতা—

[খাতাটি হাত হইতে কাড়িয়া লইল এবং উহা খুলিয়া দেখিয়া বলিল]

What is this । এ কী হচ্ছে ।

ললিতা । [অপরাধীর স্বরে] আপনার একটা Pencil sketch কচ্ছিলুম ।

[উপস্থিত সকলেই মুখ ফিরাইয়া মুচকি হাসিল ।]

হারাণ । আমার Pencil skech করবার জন্যে তোমাকে এখানে আনা হয়নি । [খাতাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল ।]

ললিতা । I beg your perdon sir, sorry.

হারাণ । যাও,—তোমার গান্ ।

[বলিয়া অর্গেনটি দেখাইয়া দিল । ললিতা উঠিয়া অর্গেনের কাছে গেল। এবং বাজাইয়া গাহিতে লাগিল—]

ললিতা ।—

গান

ওহে সুন্দর মরি মরি ।
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি ?
তব ফাল্গুন যেন আসে
আজি মোর পরাণের পাশে,
দেয় সুধারস ধারে ধারে
মম অঞ্চল ভরি ভরি ॥
মধু সমীর দিগঞ্চলে
আনে পুলক পূজাঞ্জলি ;
মম হৃদয়ের পথতলে
যেন চঞ্চল আসে চলি’ ।

মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরী দীপ শিখা,
নীল অম্বরে রাখে ধরি ॥

[গানের ফাঁকে ফাঁকে ললিতা বিনয়ের প্রতি তাকাইয়া হাসিতেছিল এবং হারাণবাবুর দৃষ্টি পড়িলেই চোখ ফিরাইয়া লইতেছিল। গানটি তখনও শেষ হয় নাই, অবিনাশ দৌড়াইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বিনয় চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল, একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। অবিনাশ বিনয়কে দেখিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিল—]

অবিনাশ। এই যে বিনয়বাবু, আমি জানতাম আপনি এখানে এসেছেন, তাই আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি, যা শুনে আরও বেশি উৎসাহের সঙ্গে আপনি অভিনয় করতে পারবেন। গোরা'দা চর-ঘোষপুরের নায়েবকে বলেছিল যদি তিনি গরীব প্রজাদের ওপর অযথা অত্যাচার করেন, তিনি প্রজাদের হয়ে লড়বেন। নায়েব গোরা'দার নামে ফৌজদারীর মামলা আনেন। সাহেবের আদালতে তাঁর বিচার এইমাত্র শেষ হোলো, গোরা'দার ছ'মাস জেল হয়েছে। এবার আপনি খুব উৎসাহের সঙ্গে সাহেবের জন্মতিথি উৎসবে অভিনয় করুন।

[উপস্থিত সকলে এ সংবাদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবিনাশ বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পথে দরজায় দাঁড়াইয়া বলিল—]

আপনারা কিছু মনে করবেন না, আপনাদের কাজের ব্যাঘাত করলুম।

[প্রস্থান]

বিনয়। অবিনাশ, অবিনাশ, দাঁড়াও ভাই,—অবিনাশ,—

[বলিয়া দৌড়াইয়া তাহার পিছনে পিছনে বাহির হইয়া গেল।

পরেশবাবুর মেয়েরা, সুচরিতা ও সুধীর বিনয়ের অনুসরণ করিল। হারাণ তাহাদিগকে বাধা দেবার জন্য চীৎকার করিয়া তাহাদের পশ্চাতে ছুটিল।

ঘরের আলো ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া একেবারে নিবিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে ঘর আলোকিত হইল।

সুচরিতা ও ললিতা কথা বলিতে বলিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি কোণে উপবেশন করিল।]

ললিতা। আচ্ছা সুচিদি, কী ব'লে আমায় বলছ বলো তো এই ঘটনার পরেও আমাকে অভিনয়ে যোগ দিতে? আমি তো ভেবেই পাচ্চিনে তুমি কী ক'রে গান গাইবে!

সুচরিতা। কী করব ভাই,—উপায় তো নেই।

ললিতা। উপায় নেই কেন, এ কি জোর নাকি? আমরা কি ওদের চাকরি করি, যে, চাকরি যাবার ভয়ে এই অপমান সহ্য করেও ওদের মন যোগাতে হবে?

সুচরিতা। বাবা অসন্তুষ্ট হবেন, মনে কষ্ট পাবেন ভাই।

ললিতা। বাবা এখানে থাকলে তিনি কিছুতেই এ ঘটনার পরে আমাদের এখানে থাকতে বলতেন না।

সুচরিতা। [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া] তা কী করে জানব ভাই?

ললিতা। দিদি, তুই পারবি? কী করে যাবি বল্ দেখি? তারপর আবার সাজগোজ করে Stageএ দাঁড়িয়ে গান গাইতে হবে, কবিতা আওড়াতে হবে। আমার তো জিভ কেটে রক্ত পড়বে, তবু কথা বেরুবে না।

[সুচরিতা চুপ করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল। তারপরে বলিল—]

সুচরিতা। এখন আর কোনও উপায় নেই ভাই। আজকের দিন জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।

[এমন সময় বরদাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুধীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।]

বরদা। গোলমালে বেলা হয়ে গেল। এখন সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বিছানা থেকে উঠতে পারবে না, বিশ্রাম করতে হবে। নইলে ক্লান্ত হয়ে মুখ শুকিয়ে যাবে, দেখতে বিশ্রী লাগবে। ললিতা তুমি তোমার ঘরে গিয়ে শোও গে।

ললিতা। আমি একটু পরে যাব।

[বরদাসুন্দরী মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ললিতা সুধীরকে বলিল—]

সুধীরদা, তুমিও এই ঘটনার পর এখানে থাকবে ?

[সুধীর মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পকেট হইতে একখানা Programme বাহির করিয়া বলিল—]

সুধীর। আমি ? তা আর কী করি বলো ? এই দেখো না, নাম পর্যন্ত ছাপানো হয়ে গেছে। তোমাদের নামও সব রয়েছে, এখন তো কোনও উপায় দেখছি না।

[এমন সময় বিনয় ঘরে প্রবেশ করিল। সুধীর বলিল—]

সুধীর। এই যে বিনয় বাবু, কোথায় ছিলেন ? মাসীমা আপনাকে খুঁজছিলেন। এতখানি বেলা হোলো, নাওয়া খাওয়া—

বিনয়। এ বাড়িতে আমি স্নান আহার করতে পারব না।

ললিতা। বিনয় বাবু, গৌর বাবুর ওপর আমি মনে মনে বড় অবিচার করেছিলাম, কেউ কথায় বা ব্যবহারে জোর প্রকাশ করলে আমি একেবারেই সইতে পারি না। গৌর বাবু বড় বেশি জোর দিয়ে কথা কইতেন। এখন দেখছি গৌর বাবুর জোর কেবল পরের উপর

নয়, জোর তিনি নিজের উপরেও খাটান। এ সত্যিকার জোর। এ রকম মানুষ আমি কখনও দেখিনি।

বিনয় [ছলছল চোখে] হ্যাঁ, গৌর ছেলেবেলা থেকেই এই রকম।

সুধীর। তাহোলে রাত্রের অভিনয়ে কী হবে বিনয় বাবু ?

বিনয়। আমাদ্বারা সম্ভব হবে না, আপনার মাসীমাকে বলবেন, তাঁকে আমি সাহায্য করতে পারলাম না, সেজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

[বলিয়া বিনয় পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।]

সুধীর। আজ একটা কাণ্ড হবে যা দেখছি।

ললিতা। তুমি আর হারাণ বাবু বাদ পড়বে না সুধীরদা', কেন মিথ্যে ভাবছ ? কালকের খবরের কাগজে নাম তোমাদের ঠিকই বেরুবে।

সুধীর। [আমতা আমতা করিয়া]—আমি কি কাগজে নাম দেখবার জন্যে—

ললিতা। তুমি এখন যাও, ঘুমিয়ে চেহারা ভালো করো গে।

সুধীর। হুঁ,—চেহারা ভালো করো গে, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।

[সুধীর বাহির হইয়া গেল। বিনয় একটি সুটকেস্ হাতে লইয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে এই ঘর দিয়া যাইতে যাইতে বলিল—]

বিনয়। আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমি চললুম। পরের ষ্টীমারেই আমি যাব।

[বিনয় বাহির হইয়া গেল। ললিতা গমনশীল বিনয়ের দিকে তাকাইয়া খানিকক্ষণ কী ভাবিল, তারপর হঠাৎ টেবিলে যাইয়া ক্ষিপ্র-হস্তে দু'লাইন পত্র লিখিল ও সুচরিতাকে তাহা দিয়া বলিল—]

ললিতা। এইটে মা'কে দিও, আমি কলকাতায় চললুম।

[সুচরিতা তাহার হাত ধরিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল—]

সুচরিতা। তুই কি পাগল হলি ললিতা!

[ললিতা জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—]

ললিতা। যে যা ভাবে ভাবুক আমাকে কেটে কুচি কুচি করে ফেললেও আমি এখানে থাকতে পারব না। [বলিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুচরিতা চিঠি হাতে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[কৃষ্ণদয়াল বাবুর বাটি। বেলা ৮॥০টা, দরদালান। মহিম ফতুয়া গায়ে দিয়া মেঝের ওপর বসিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা পড়িতেছেন। সামনে তেলের বাটি ও গামছা হাতে লইয়া ভজহরি দাঁড়াইয়া আছে। মহিম জিজ্ঞাসা করিলেন—]

মহিম। ক'টা রে?

ভজ। [আকর্ণ বিস্তার করিয়া হাসিয়া]—আজ্ঞে ছ'টা।

মহিম। [বিস্মিত হইয়া]—ছ'টা কী রে!

ভজ। আজ্ঞে হাঁ,—আজ ছ'টা হাঁসেই ডিম দিয়েছে।

মহিম। আ মর্ বেটাচ্ছেলে। হাঁসে ক'টা ডিম পেরেছে তোকে কে জিজ্ঞাসা করছে? ক'টা বেজেছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ভজ। আজ্ঞে ন'টা বাজবে এবারে! আটটা আওয়াজের পর আবার একটা আওয়াজ হয়ে গেছে।

মহিম। হয়ে গেছে? দে তবে তেল দে।

[মহিম ফতুয়ার বোতাম খুলিতে লাগিলেন। আনন্দময়ী ঘরে প্রবেশ করিলেন, মুখে চিন্তার চিহ্ন, হাতে একখানি চিঠি। মহিম জিজ্ঞাসা করিলেন—]

মহিম। কী মা।

[আনন্দময়ী মহিমের হাতে পত্রখানি দিয়া বলিলেন—]

আনন্দময়ী। এই দেখো বাবা, গোরা কী কাণ্ড করে বসেছে।

[মহিম পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। উদ্বেগের চিহ্ন তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। আনন্দময়ী মহিমের মুখের দিকে তাকাইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহিমের চিঠি পড়া হইয়া গেল। বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন—]

মহিম। আমি বরাবরই জানতুম লক্ষ্মীছাড়াটার জেল হবে। এত-দিন যে হয়নি তাই আশ্চর্য।

আনন্দময়ী। তুমি কি একবার যেতে পারবে বাবা? যদি কোন উপায় হয়?

মহিম। আমি! আমি কী ক'রে যাব? আপিস্ আছে, সাহেব কিছুতেই ছুটি দেবে না।

[আনন্দময়ীর চোখে জল আসিল।]

মহিম। যা দেখছি, ওর সম্পর্কে আমার শুদ্ধ চাকরিটা কোন্‌দিন যাবে।

আনন্দময়ী। তাহোলে বাবা, আমার সঙ্গে একজন লোক দাও, আমি একবার গিয়ে দেখে আসি।

মহিম। তুমি কি পাগল হয়েছ মা,—তুমি সেখানে যাবে কী!

[আনন্দময়ী কাতরভাবে মহিমের দিকে তাকাইলেন। মহিম অকারণে ভৃত্যের ওপর চটিয়া উঠিলেন। তাহাকে ধমকাইয়া বলিলেন—]

তেলের বাটি হাতে করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, বেটা

বেকুব কোথাকার? পরাণ ঘোষালকে বাইরের ঘর থেকে ডেকে নিয়ে আয়। আপিসে বেরোবার সময় যত হাঙ্গামা।

[ভজহরি বাহির হইয়া গেল।]

আনন্দময়ী। না বাবা, তুমি নাইতে যাও আমি বরং অবিনাশকে একবার খবর পাঠাই।

মহিম। অবিনাশ কি কলকাতায় আছে ভাবছ মা? গুরুজীর সঙ্গে তিনিও বোধ হয় শ্রীঘর বাস করছেন। এক যাত্রায় কি আর পৃথক ফল হয়েছে?

[পরাণ ঘোষাল দরজার বাইরে দাঁড়াইয়া বলিল—]

পরাণ। বড়বাবু কি আমায় ডেকেছেন?

মহিম। হাঁ। এসো, ভিতরে এসো!

[পরাণ ও ভজহরি প্রবেশ করিল। আনন্দময়ী কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।]

মহিম। শ'দুই টাকা নিয়ে তুমি এখুনি হুগলী যাও। এই দেখো [চিঠিখানি পরাণের হাতে দিলেন] তোমাদের মেজবাবু এক কীর্তি করে বসে আছেন।

[পরাণ পত্র পড়িতে লাগিল।]

মেজবাবু বলতেই যে সবাই একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাও, এখন ঠেলা সামলাও। তোর সব তাতে মোড়লী করবার দরকার কী রে বাপু? জমীদার তার প্রজা শাসন করছে, তুই তার নায়েবের ওপর চোখ রাঙাতে যাস্ কেন? বেশ হয়েছে দিনকতক জেলের ঘানি টেনে আসুক একটু শিক্ষা হবে।

[পরাণ চিঠি পড়া শেষ করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।]

তোমার তবিলে টাকা আছে তো?

পরাণ। আজ্ঞে, তা বোধ করি হয়ে যাবে।

মহিম। বোধ করি হয়ে যাবে,—বোধ করি হয়ে যাবে মানে কী?

পরাণ। আজ্ঞে গুণে তো দেখিনি, বোধ করি দু'শ টাকা হবে।

মহিম। তোমার আর বোধ-শোধের দরকার নেই, এক কাজ করো। আরও দু'শ টাকার চেক দিচ্ছি, যাবার সময় ভাঙিয়ে নিয়ে যাও।

পরাণ। যে আজ্ঞে।

মহিম। সেখানে গিয়ে সাতকড়ি বাবুর সঙ্গে দেখা করবে। আমার নাম করে বলবে,—এ কি মগের মুলুক, ছ'মাস জেল দিলেই হোলো। নায়েবকে দুটো উপদেশ দিয়েছে, এম্, এ, পাশ করেছে, উপদেশ দেবার মতো বুদ্ধিও তো হয়েছে রে বাপু? কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে যে তার জন্যে জেল দিতে হবে? জামিনে খালাস করে কলকাতায় নিয়ে আসুক। তারপর আপীলে কী হয় আমি একবার দেখে নেব। এর জন্যে যদি Privy Councilএ গিয়েও লড়তে হয় সেও ভি আচ্ছা।

পরাণ। আজ্ঞে হাঁ, তাতো বটেই। এ নিয়ে একটু লড়া আবশ্যক বই কী।

মহিম। আবশ্যক নয়,—রীতিমতো লড়া আবশ্যক। আচ্ছা, তুমি আর দেরি কোরো না, দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়ো। আমি যাই, দেখি সাহেবকে ব'লে কয়ে যদি ছুটি নিতে পারি। আমিও পরের গাড়িতেই যাচ্ছি।

[পরাণ ঘর হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিল।]

তুমি যে চললে হে। চেক নিয়ে গেলে না? তুমি তো বেশ লোক দেখছি। সব সমান। এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ্।

পরাণ। আজ্ঞে বাবুর পেন্সনের টাকাটা কাল এনেছিলাম, সেটা এখনও ওঁকে দেওয়া হয়নি। তাই থেকেই আপাতত চালিয়ে নি। পরে চেক ভাঙিয়ে তাঁকে দিলেই হবে। নইলে এখন চেক ভাঙিয়ে টাকা নিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

মহিম। আচ্ছা বেশ, তাই করো। তা এতক্ষণ বলতে হয়? ছেলেটা রইল জেলে, পেন্সনের টাকা, পেন্সনের টাকা কি পরকালে সাক্ষী দেবে? সব সমান, সব সমান। আচ্ছা, আপিস থেকে ফেরবার সময় চেক ভাঙিয়ে টাকা নিয়ে এসে ওঁকে দেব'খন। তুমি যাও ঐ টাকা নিয়ে। শুধু শুধু আর দেরি কোরো না, দোহাই তোমাদের। কাজে দেরি করবার একটা ছুতো পেলে বেঁচে যাও, এ আমি বরাবর দেখছি। ওদিকে যে সে ছেলেটা তোমাদের ভরসায় হা পিত্যেস ক'রে বসে আছে, সে খেয়াল নেই কারও। সব হয়েছে সমান।

পরাণ। আজ্ঞে,—

মহিম। আবার তর্ক করে। তুমিই আমাকে পাগল করবে।

[পরাণ বাহির হইয়া গেল।]

[আনন্দময়ীকে] তুমি কিছু ভেবো না মা, আমি ওকে ঠিক বের ক'রে নিয়ে আসব। কিন্তু হতভাগাটার একটু শিক্ষা হোলেই ছিল ভালো। বড্ড বেড়ে উঠেছে। যাও, তুমি রান্নাবান্না করো গে।

[আনন্দময়ী এক পা দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। মহিম আপন মনে বলিতে লাগিলেন] ছুটি দেবে না। ভাই জেলে যাচ্ছে আর এদিকে আপিসের চাকরি বজায় রাখতে হবে। এমন চাকরির মাথায় মারি ঝাঁটা।

[আনন্দময়ী চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেলেন।]

[ভৃত্যকে] দে না রে ব্যাটা, তেল দে না? সব হয়েছে সমান। যত ব্যাটা কুড়ের বাদসা কি বেছে বেছে এখানেই এসে জুটেছে!

[ভৃত্য তেলের বাটি হস্তে অগ্রসর হইল। মহিম ক্ষিপ্রহস্তে ফতুয়ার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিলেন—]

দে, হাতে একটু তেল দে, গায়ে তেল মাখবার আর সময় নেই। [এমন সময় বিনয় ঘরের মধ্যে আসিল। বিনয়কে দেখিয়া মহিম বলিলেন—]

মহিম। এই যে, এসেছ বিনু। কিছু ভেবো না, খবর পেয়েই টাকাকড়ি দিয়ে পরাণকে পাঠিয়েছি জামিনে খালাস ক'রে আনবার জন্মে। তারপর একবার দেখা যাবে। এ তো মগের মুলুক নয়, জেল দিলেই হোলো? কিছু ভেবো না বিনু, শুধু দাঁড়িয়ে দেখো আমি কী করি।

বিনয়। গোরা বলেছে আপিল করবে না। আমি সাতকড়িকে বলেছিলাম দরখাস্ত করতে। গোরা কিছুতেই রাজি নয়।

মহিম। কেন আপিল করবে না কেন?

বিনয়। বলে, আমার অবস্থা ভালো ব'লে আমি আপিলে খালাস পাব, আর জীবন পরামাণিকের আপিল করবার মতো অবস্থা নয় তাই সে জেল খাটবে, তা হবে না। তা ছাড়া জেলের ভিতরটা কেমন তাও সে দেখতে চায়। বলে, সেখানেও শেখবার ঢের জিনিষ আছে।

মহিম। ও,—যাও, ব'লে এসো, মা'কে বলো গে তাঁর গুণধর ছেলের কথাগুলো, অঙ্গ শীতল হয়ে যাবে। সকাল থেকে মা'র সে কী কান্না যদি দেখতে। নইলে আমার বয়ে গিছল। ওর ভাবনায় তো আমার ঘুম হচ্চে না। জেলেই থাক্, আর যেখানেই থাক্, আমার ছটফটানির দরকার কী রে বাপু।

[আনন্দময়ী ঘরে আসিলেন]

ঐ শোনো বিনুর কাছে তোমার ছেলের খবর। আমার কী বয়ে গেছে, থাক্ না দিন কতক জেলে। বাড়ির লোকের হাড় জুড়বে। তা হোলে আর পরাণকে শুধু শুধু পাঠিয়ে কী হবে? [ভৃত্যকে] ডাক তো পরাণকে, বল্ যেতে হবে না শুধু শুধু।

ভৃত্য। আজ্ঞে তিনি তো অনেকক্ষণ চলে গেছেন।

মহিম। চলে গেছেন! তার আর দুমিনিট তর সইল না। দেখলে মা? ধীরে সুস্থে কোন কাজ করা এদের কুষ্ঠিতে লেখেনি।

সব সমান। একটা ছুতো পেলেই হোলো, সরে পড়তে পারলেই এরা বাঁচে। নাহোক, নাহোক, কতগুলো টাকা খরচ ক'রে আসবে। এরা আমাকে পাগল ক'রে ছাড়বে দেখছি। লেখাপড়া শেখানো হয়েছে, ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। তুই যা শীগগীর জল দিতে বল নাইবার ঘরে। এদ্দিনকার চাকরিটা আজ যাবে দেখছি বৈমাত্রেয় ভায়ের পাল্লায় পড়ে। হতভাগাটা মা'কে না মেরে আর নিশ্চিন্দি হবে না। এমন লক্ষ্মীছাড়া কখনও দেখেছ বিনয় ?

আনন্দময়ী। কেন তুমি ওর জন্যে মিছে মন খারাপ করছ মহিম ?

মহিম। তুমি বলো কী মা! আমি মন খারাপ করব ঐ হতভাগাটার জন্যে। হুঁ,—আমার বয়ে গেছে, তুমি কান্নাকাটি করছিলে, তাই মনটা একটু নরম হয়েছিল। নইলে, [ভৃত্যকে] যা' না ব্যাটা, কাপড়-চোপড় নিয়ে আয় না ? আজ চাকরিটা গেল এই দুর্দিনের বাজারে বৈমাত্রেয় ভায়ের জন্যে।

[ভজহরি বাহির হইয়া গেল।]

অনেক দুর্গতি আছে আমার কপালে, আমি বেশ জানি। এই তো সবে আরম্ভ, [আনন্দময়ীকে] যাও ঘরে শুয়ে পড়ে কাঁদো গে, কী আর করব বলো, যেমন তোমার বরাত। যেদিন চোখ বুজ্‌বে সেইদিন বুঝ্‌বে হতভাগা যে মা কী জিনিষ, কী জিনিষ সে হারাল। তার আগে নয়, বুঝলে বিনু, তার আগে নয়। আমার মন খারাপ করতে বয়ে গেছে, আমার জন্যে ভেবো না, আমি চল্‌লুম আপিসের চাকরি বজায় রাখ্‌তে।

[মহিম বাহির হইয়া গেলেন।]

আনন্দময়ী। চল্‌ বিনু ওপরে, সব শুনি।

বিনয়। চলো মা।

[উভয়ে ধীরে ধীরে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

[পরেশবাবুর বাড়ি। বেলা ৯টা, পরেশবাবুর পড়িবার ঘর। পরেশবাবু আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন। ললিতা তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া একটি ব্রাহ্মসঙ্গীত গাহিতেছে। পরেশবাবুও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দুলিয়া দুলিয়া মৃদুস্বরে গানটি গাহিতেছেন।]

গান

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে।
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে॥
উদয় গিরি হতে উচ্চে কহ মোরে—
"তিমির লয় হোলো দীপ্তি সাগরে,
স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো,
সব জড়তা হতে জাগো জাগোরে,
সতেজ উন্নত শোভাতে॥"
বাহির করো তব পথের মাঝে,
বরণ করো মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন,
মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন
তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্মল বিভাতে॥

[গান শেষ হইল। বাহির হইতে খবরের কাগজওয়ালা ডাকিল—]

কাগজওয়ালা। কাগজ নিয়ে যান, খবরের কাগজ।

[ললিতা বাহির হইয়া গেল ও অনতিবিলম্বে একটি ইংরেজি খবরের কাগজ লইয়া প্রবেশ করিয়া পরেশবাবুকে দিল—]

ললিতা। বাবা কাগজ।

[ভাবাবেগে পরেশবাবু তখন চক্ষু মুদিয়াছিলেন, চোখ চাহিয়া বলিলেন—]

পরেশ। ও, হ্যাঁ।

[কাগজটি খুলিতে আরম্ভ করিলেন।]

ললিতা। আজ কাগজওয়ালাকে বললুম, এত দেরি কেন করো। কাল থেকে একটু সকাল সকাল কাগজ দিও।

পরেশ। [হাসিয়া] ওদের পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাগজ দিতে হয়, এতে তোমার রাগ করলে চলবে কেন মা?

ললিতা। তা হোক, আমাদেরটা তো আগে দিয়ে যেতে পারে?

[পরেশবাবু হাসিয়া কাগজে মনোনিবেশ করিলেন। সতীশ প্রবেশ করিল ও বলিল—]

সতীশ। ও মেজদি, মা, দিদিরা এসেছেন। [ললিতা ও সতীশ বাহির হইয়া গেল।] একটু পরেই হারাণবাবু ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ গম্ভীর। পরেশবাবুর নিকটে একটা চেয়ারে বসিয়া বলিল—]

হারাণ। একটা ভারী অন্যায় হয়ে গেছে, শুনেছেন বোধ হয়?

[ললিতা ঘরে আসিয়া পিতার আরাম কেদারার পৃষ্ঠদেশে হাত রাখিয়া দাঁড়াইল ও হারাণের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল]

পরেশ। [কাগজ পড়িতে পড়িতে] আমি ললিতার কাছ থেকে সব সংবাদ শুনেছি। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে এখন আর আলোচনা করে কোনও লাভ নেই।

হারাণ। [অবজ্ঞার সহিত] ঘটনা তো হয়ে চুকে যায়, কিন্তু চরিত্র যে থাকে। সেইজন্যেই যা হয়ে যায় তারও আলোচনার প্রয়োজন আছে।

[পরেশবাবু কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া হারাণবাবুর দিকে তাকাইলেন।]

ললিতা যে কাজটি করেছে, তা কখনই সম্ভব হোত না, যদি বারবার আপনার কাছে প্রশ্রয় পেয়ে না আসৃত, আপনি যে ওর কতদূর অনিষ্ট করেছেন, তা ব্যাপার সবটা শুন্‌লে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন।

[ললিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। পরেশবাবু তাহার সাড়া পাইয়া ললিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া হাসিমুখে হারাণকে বলিলেন—]

পরেশ। পানুবাবু, যখন সময় আসৃবে তখন আপনিও জান্‌তে পারবেন যে সন্তানকে মানুষ করতে স্নেহেরও প্রয়োজন হয়।

[এমন সময় সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিয়া সেল্‌ফের ওপরকার বইগুলি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।]

ললিতা। বাবা, তোমার জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে, তুমি নাইতে যাও।

পরেশ। [দেয়ালের ঘড়ি দেখিয়া] আর একটু পরে যাব, তেমন বেলা তো হয় নি ?

ললিতা। না বাবা, তুমি স্নান করে এসো। ততক্ষণ পানুবাবুর কাছে আমরা আছি।

পরেশ। আচ্ছা।

[পরেশবাবু চলিয়া গেলেন। ললিতা একটি চৌকি অধিকার করিয়া বসিল ও হারাণবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কহিল—]

ললিতা। আপনি মনে করেন সকলকেই আপনার সব কথা বলবার অধিকার আছে ?

[সুচরিতা একটি বই লইয়া একটু দূরে একটা চৌকিতে বসিল ও

বই খুলিয়া পাতার দিকে চাহিয়া রহিল, হারাণবাবু ভ্রূকুটি করিয়া ললিতার দিকে চাহিল। ললিতা দৃঢ়ভাবে কহিল—]

আমাদের সম্বন্ধে বাবার কী কর্তব্য, আপনি মনে করেন বাবার চাইতেও আপনি তা ভালো বোঝেন. সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের আপনিই হচ্চেন হেড্‌মাষ্টার ?

[হারাণবাবু ললিতার ঔদ্ধত্যে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তাহার মুখ দিয়া কিছুক্ষণ কথা বাহির হইল না, তারপর বলিয়া উঠিল—]

হারাণ। ললিতা,—তুমি !

ললিতা। চুপ করুন, আপনার কথা এতদিন আমরা অনেক শুনেছি। আজ আমাব কথাটা শুনুন। যদি বিশ্বাস না কবেন, সুচিদি'কে জিজ্ঞাসা করবেন। আপনি নিজেকে যত বড কল্পনা করেন, আমাদের বাবা তার চেয়ে ঢের বেশি বড। এখন আপনার যা কিছু উপদেশ দেবার ইচ্ছে দিয়ে যান।

[হারাণবাবুর মুখ কালো হইয়া গেল, চৌকি ছাড়িয়া কহিল—]

হারাণ। সুচরিতা—

[সুচরিতা বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল।]

সুচরিতা, তোমার সামনে ললিতা আমাকে অপমান করবে ?

সুচরিতা। আপনাকে অপমান করা ওর উদ্দেশ্য নয়। ললিতা বলতে চায় বাবাকে আপনি সম্মান করে চলবেন, তাঁর মতো সম্মানের যোগ্য আমরা তো কাউকে জানিনে।

[ললিতা উঠিয়া গিয়া সুচরিতার পাশে বসিল ও হারাণকে অবহেলা করিয়া সুচরিতার সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিল—]

ললিতা। কেমন হোলো, গান গেয়েছিলে ?

সুচরিতা। বাজনার একটু গোলমাল হয়েছিল, আমার গানও ভালো হয় নি।

ললিতা। বড়দির recitation ?

সুচরিতা। মন্দ হয় নি, ভালোই হয়েছিল। তবে সবই কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল ভাই। জিনিসটাতে কারও তেমন মন ছিল না।

ললিতা। বেশ হয়েছে,—খুব হয়েছে, আমি খুব খুশি হয়েছি।

[হারাণ কিছুক্ষণ তাহাদের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাকাইয়া রহিল তারপর ধীরে ধীরে আপন চৌকিতে বসিতে বসিতে বলিল—]

হারাণ। হুঁ।

[সতীশ হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। পরে ধীরে ধীরে সুচরিতার কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—]

সতীশ। দিদি, দিদি এসো ?

সুচরিতা। কোথায় যেতে হবে ?

সতীশ। এসো না তোমাকে একটা জিনিষ দেখাব। মেজদি তুমি ব'লে দাও নি তো ?

ললিতা। না,

সুচরিতা। আর একটু পরে যাচ্চি বক্তিয়ার। বাবা আগে স্নান করে আসুন।

[হরিমোহিনী ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে ডাকিল—]

হরি। কই গো রাধারাণী কই ?

[ঘরে হারাণবাবুকে দেখিয়া একহাত ঘোমটা টানিয়া দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। সতীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ও দরজার দিকে তাকাইয়া বলিল]

সতীশ। আপনি আবার কেন এলেন,—বারণ করলুম না ?

[পরেশবাবু স্নান করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। সতীশ তাহার দুই দিদির হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিল—]

সতীশ। এইবার এসো দিদি। যদি না বলতে পারো তবে কী হারবে বলো? [প্রস্থান]

[পরেশবাবু একটি চৌকিতে বসিয়া পানুবাবুকে বসিতে অনুরোধ করিলেন—]

পরেশ। বসুন পানুবাবু। স্নচরিতার মাসীমা এসেছেন স্নচরিতা এখনও তা জানে না। দিদি দেখে চিনতে পারবে না, তাই সতীশের আনন্দ। ছেলেমানুষের এই নির্মল আনন্দ দেখলে মনে বড তৃপ্তি পাওয়া যায়।

[হারাণবাবু একথার কোনও উত্তর করিল না, একটু চুপ থাকিয়া বলিল—]

হারাণ। দেখুন পবেশবাবু, স্নচবিতার সম্বন্ধে আমার সেই যে প্রস্তাবটা ছিল, আমি আর বিলম্ব কবতে চাই না। আমার ইচ্ছা আসছে রবিবারেই কাজটা হয়ে যায়।

পরেশ। আপনি তো জানেন আমার তা'তে কোন আপত্তিই নাই। স্নচরিতার মত হোলেই হোলো। [পরেশবাবু চৌকি ছাড়িয়া উঠিলেন ও বলিলেন—] আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনারা পরামর্শ করুন তাবপর আমাকে জানালেই আমি সেই মতো আয়োজন করব।

[পরেশবাবু বাহিরে গেলেন। হারাণবাবু টেবিলের ওপর হইতে খবরের কাগজটি তুলিয়া লইয়া তাহার উপর দৃষ্টি স্থাপন করিল। অনতি বিলম্বে স্নচরিতা ললিতাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ললিতাকে দেখিয়া হারাণবাবুর মুখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল।]

হারাণ। ললিতা, স্নচরিতার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কাজের কথা আছে।

ললিতা। Sorry.

[বলিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। সুচরিতা তাহার আঁচল টানিয়া ধরিল। ললিতা কহিল—]

ললিতা। তোমার সঙ্গে যে পানুবাবুর কথা আছে সুচিদি ?

[সুচরিতা তথাপি ললিতার আঁচল ছাড়িল না। মাথা নাড়িয়া জানাইল তেমন কিছু নয়। অতঃপর ললিতা বসিয়া পড়িল। সুচরিতা তখনও দাঁড়াইয়া আছে।]

হারাণ। বোসো ?

[সুচরিতা বসিল।]

সুচরিতা আজ একটা গুরুতর কথা আছে। আমার কথায় একটু মন দিতে হবে। [একটু থামিয়া]—আমার বিবেচনায় আমাদের বিবাহে আর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়; কিন্তু পরেশবাবু বলেন, এবং আমারও পূর্বে সেই মতই ছিল, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা; আমি তাতেই রাজি হয়েছি। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধ আমি পাকাপাকি করে রাখতে চাই। সেইজন্যে আমি স্থির করেছি, আগামী রবিবার সমাজের গণ্যমান্য লোককে এখানে নিমন্ত্রণ করে—

[সুচরিতা হারাণের কথা শেষ করিতে না দিয়াই কহিল—]

সুচরিতা। না।

[হারাণ থমকিয়া গেল, বিরক্ত হইয়া কহিল—]

হারাণ। না! না মানে কী! তুমি আরও দেরি করতে চাও ?

সুচরিতা। না।

হারাণ। [বিস্মিত হইয়া]—তবে!

সুচরিতা [মাথা নত করিয়া অথচ দৃঢ়স্বরে]—বিয়েতে আমার মত নেই।

হারাণ। [হতবুদ্ধি হইয়া]—মত নেই, তার মানে!

ললিতা। [ঠোকর দিয়া]—পানুবাবু, আজ আপনি বাংলা ভাষা ভুলে গেলেন নাকি ?

হারাণ। [কঠোর ভাবে]—বরঞ্চ মাতৃভাষা ভুলে গেছি একথা স্বীকার করা সহজ। কিন্তু যে মানুষের কথায় বরাবর আস্থা স্থাপন করে এসেছি, তাঁকে ভুল বুঝেছি, একথা স্বীকার করা সহজ নয়।

ললিতা। মানুষকে বুঝতে সময় লাগে, আপনার সম্বন্ধেও বোধ হয় সে-কথাটি খাটে?

হারাণ। আমাকে ভুল বোঝবার উপলক্ষ কাউকে আমি দিই নি। একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি। সুচরিতাই বলুন, আমি ঠিক বলেছি কিনা?

ললিতা। কিন্তু—

[সুচরিতা তাহাকে হাতের ইসারায় থামাইয়া কহিল—]

সুচরিতা। আপনাকে আমি কোন দোষ দিতে চাইনে!

হারাণ। তবে আমার ওপর অন্যায়ই বা করবে কেন?

সুচরিতা। আপনি যদি এ'কে অন্যায় বলেন তবে আমি অন্যায়ই করব, কিন্তু—

[বাহির হইতে বিনয় ডাকিল—]

বিনয়। সতীশ—

[সুচরিতা স্বস্তি পাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—]

সুচরিতা। আসুন বিনয় বাবু।

[বিনয় ঘরে প্রবেশ করিল। হারাণের মুখ অপ্রসন্নতায় ভরিয়া গেল।]

বিনয়। নমস্কার পানুবাবু।

[হারাণ তাহার বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অভদ্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল—]

হারাণ। নমস্কার।

বিনয়। [হতভম্ব হইয়া]—আমার ওপর রাগ করেছেন নিশ্চয়ই?

হারাণ। রাগ করবার কারণ নেই কি? কিন্তু আপনি একটু অসময়ে এসেছেন, সুচরিতার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা হচ্ছিল।

বিনয়। [শশব্যস্তে]—দেখুন, কখন্ এলে যে অসময়ে আসা হয়, তা আমি আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারলুম না।

[বিনয় চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। সুচরিতা কহিল—]

সুচরিতা। যাবেন না বিনয় বাবু আমাদের যা কথা ছিল শেষ হয়ে গেছে, আপনি বসুন।

হারাণ। [দৃঢ়ভাবে]—কিন্তু আমার কথা এখনও শেষ হয় নি

সুচরিতা। বিনয় বাবু আপনি যদি কিছু মনে না করেন—

বিনয়। বিলক্ষণ, আমি এখুনি যাচ্ছি, এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম খবর নিয়ে যাই এঁরা ফিরেছেন কি না।

[এমন সময় সতীশ ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

আমার বন্ধু সতীশের কৃপায় মাসীমার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেছে। আমি সেখানেই বসৃছি, চলো বন্ধু?

সতীশ। চলুন।

[সতীশ ও বিনয় বাহির হইয়া গেল।]

সুচরিতা। ললিতা, তুমি বিনয় বাবুর সঙ্গে গল্প করো গে, আমি আসছি।

[ললিতা দ্বিধা করিল ও ইসারা করিয়া হারাণ বাবুকে দেখাইল।]

তুমি যাও, আমি এখুনি যাচ্ছি। [ললিতা চলিয়া গেল।]

সুচরিতা। [হারাণকে]—আপনার কী কথা আছে, বলুন?

হারাণ। বোসো?

[সুচরিতা বসিল না।]

সুচরিতা, তুমি আমার এখন অন্যায় করছ।

সুচরিতা। আপনিও আমার উপর অন্যায় করেছেন, আমি একশো বার ভুল করে থাকতে পারি, আপনি কি জোর করে আমার সেই ভুলকেই অগ্রগণ্য করবেন? আজ যখন আমার সেই ভুল ভেঙেছে, আমি আমার আগেকার কোন কথাকে স্বীকার করব না। করলে আমার আরও অন্যায় করা হবে।

হারাণ। কী ভুল তুমি করেছিলে?

সুচরিতা। সে কথা কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? আগে আমার মত ছিল, এখন আমার মত নেই, এই কি যথেষ্ট নয়?

হারাণ। সমাজের লোকের কাছে তুমিই বা কী বলবে, আমিই বা কী বলব?

সুচরিতা। আমি কোন কথাই বলব না, আপনি ইচ্ছে করলে বলতে পারেন, সুচরিতার বয়স্ কম, বুদ্ধি নেই, মতি অস্থির—যেমন ইচ্ছে বলবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে এই আমাদের শেষ কথা হয়ে গেল।

হারাণ। শেষ কথা হোতেই পারে না। পরেশবাবু যদি—

[পরেশবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন ও কহিলেন—]

পরেশ। কী পানুবাবু, আমার কথা কী বলছেন?

[সুচরিতা ঘর হইতে চলিয়া যাইতেছিল।]

হারাণ। যেও না সুচরিতা, পরেশবাবুর কাছে কথাটা হয়ে যাক।

পরেশ। তুমি যাও মা, আমি পানুবাবুর সঙ্গে কথা কইছি।

[সুচরিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, পরেশবাবু একটি আসনে বসিলেন ও বলিলেন—]

পরেশ। বসুন পানুবাবু?

[হারাণ বসিল।]

আমি ললিতার কাছে সব শুনলুম। এই সন্দেহ আমার অনেক

দিন থেকেই হয়েছিল। এরকম সন্দেহস্থলে তো বিবাহ হোতে পারে না।

হারাণ। আপনি সুচরিতাকে সৎ পরামর্শ দেবেন না?

পরেশ। আপনি নিশ্চয়ই জানবেন পানুবাবু, সুচরিতাকে আমি অসৎ পরামর্শ দিতে পারি না।

হারাণ। তাই যদি হোত, সুচরিতার এরকম পরিণাম কখনই ঘটতে পারত না। আপনার পরিবারে আজকাল যে-সব ব্যাপার আরম্ভ হয়েছে, এ যে সমস্তই আপনার অবিবেচনার ফল একথা আপনার মুখের উপরেই বলছি। আপনি রাগই করুন, আর যাই করুন।

পরেশ। [ঈষৎ হাসিয়া]—এ তো আপনি ঠিক কথা বলছেন পানুবাবু। আমার রাগ করবার কোন কারণই থাকতে পারে না। আমার পরিবারের সমস্ত ফলাফলের দায়িত্ব আমি নেব না তো কে নেবে বলুন?

হারাণ। এজন্যে পরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।

পরেশ। অনুতাপ তো ঈশ্বরের দয়া। অপরাধকেই ভয় করি পানুবাবু, অনুতাপকে নয়।

[সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিল ও পরেশবাবুর হাত ধরিয়া বলিল—]

সুচরিতা। বাবা, তোমার খাবার জায়গা করা হয়েছে।

হারাণ। সুচরিতা, এতদিন তুমি যে সত্যকে আশ্রয় ক'রে ছিলে আজ তা থেকে পেছিয়ে পড়তে যাচ্ছ। আজ আমাদের শোকের দিন।

পরেশ। অন্তর্যামী জানেন, কে এগুচ্ছে, কে পেছুচ্ছে। বাইরে থেকে বিচার করে আমরা বৃথা উদ্বিগ্ন হই।

হারাণ। তাহোলে কি আপনি বলতে চান, আপনার মনে কোন আশঙ্কা নেই?

পরেশ। পানুবাবু, কাল্পনিক আশঙ্কাকে আমি মনে স্থান দিই না।

হারাণ। এই যে ললিতা একলা বিনয়বাবুর সঙ্গে ষ্টীমারে ক'রে চ'লে এলেন, এটাও কি কাল্পনিক ?

পরেশ। পানুবাবু, আপনার মন যে কারণেই হোক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এখন এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলাপ করলে আপনার প্রতি অন্যায় করা হবে।

হারাণ। আপনি এমন সব লোককে আপনার পরিবারের মধ্যে আত্মীয় ভাবে টানছেন, যারা আপনাদের দূরে নিয়ে যেতে চায়। সে কি আপনি দেখতে পাচ্চেন না ?

পরেশ। আমার দেখার প্রণালী আপনার সঙ্গে মেলে না পানুবাবু। এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা।

হারাণ। আমি সুচরিতাকেই সাক্ষী মানছি, উনিই বলুন, ললিতার সঙ্গে বিনয়বাবুর যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে তা কি শুধু বাহিরের সম্বন্ধ ?

[সুচরিতা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।]

হারাণ। তুমি চলে গেলে হবে না সুচরিতা, এর উত্তর দিতে হবে, এ গুরুতর কথা।

সুচরিতা। যতই গুরুতর হোক, এ কথায় আপনার কোন অধিকার নেই।

হারাণ। আমাকে তোমরা অগ্রাহ্য করতে পারো, কিন্তু সমাজ তোমাদের বিচার করতে বাধ্য।

সুচরিতা। সমাজ যদি আপনাকেই বিচারক পদে নিযুক্ত ক'রে থাকেন, আপনার ঘরে গিয়ে বিচারশালা বসান। গৃহস্থের ঘরের মধ্যে এসে তাঁদের অপমান করবেন, আপনার এ অধিকার আমরা কোনমতেই মানব না।

পরেশ। পানুবাবু কি আর একটু বসবেন ? [ঘড়ির দিকে তাকাইয়া] বেলা তো বেশ হয়েছে।

হারাণ। না মশাই, আমি আর বসতে চাই না, যথেষ্ট হয়েছে।

[হারাণ দরজার দিকে দ্রুতপদে চলিল।]

পরেশ। নমস্কার—

[হারাণ না ফিরিয়া, বাহির হইয়া যাইতে যাইতে অভদ্রের মতো চীৎকার করিয়া বলিল—]

হারাণ। নমস্কার মশাই।

[তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পরেশ বাবুর বাটি। বেলা ১১টা। হরিমোহিনীর ঘর। ঘরের একপাশে একটি পিতলের সিংহাসনে কালো পাথরের শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্তি রহিয়াছে। ঘরের আর-একপাশে সাধারণ পুরানো চৌকির উপর একটি অর্ধমলিন বিছানা গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। ঘরের অন্যপাশে একটি তাকের উপর কয়েকটি দেবদেবীর ছবির সম্মুখে দুইটি পিতলের রেকাবীতে কিছু ফলমূল রহিয়াছে। একটি পাথর বাটিতে দুধও রহিয়াছে। একটি পিলসুজের উপর তেলের বাতি জ্বলিতেছে ও একটি ধূপদানি হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে। ঘরের এক কোণে খাটানো একটি দড়ির উপর একটি নামাবলি ও একটি সাদা ধুতি ঝুলানো রহিয়াছে। হরিমোহিনী ঠাকুরের ছবির সম্মুখে একটি আসন পাতিয়া মহাভারতের একটি পাতায় মন দিয়া গুনগুন করিয়া দুলিয়া দুলিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন। সতীশ, বিনয়, সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিল, একটু পরে ললিতাও আসিয়া দাঁড়াইল।]

সতীশ। মাসীমা, এই দেখো, তুমি তো বিনয়বাবুকে খুঁজেছিলে। আজ তোমার কাছেই আগে ধরে নিয়ে এসেছি। একেবারে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে এসেছি। জানো দিদি, বিনয়বাবু জোর করছিলেন, আমি টানতে টানতে নিয়ে এলুম।

[হরিমোহিনী ইহারা ঘরে প্রবেশ করিতেই মহাভারতটি বন্ধ করিয়া কপালে ছোঁয়াইয়া তাকের উপর রাখিলেন ও বলিলেন—]

হরি। এসো বাবা বসো, [বিনয় বসিল] কতদিন তোমায় দেখিনি।

বিনয়। হ্যাঁ মাসীমা, অনেকদিন এদিকে আসিনি। আজও আসা হোত না। অনেক বেলা হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরছিলাম। বন্ধু [সতীশকে দেখাইয়া] রাস্তা থেকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে এল।

ললিতা। সতীশের হাতে পড়ে আপনি তো খুব জব্দ হয়েছেন আজ ?

বিনয়। আমাকে জব্দ করা একটু শক্ত। তবে ক্ষিদে একটু পেয়েছে বটে। তা, মাসীমা রয়েছেন যখন, চিন্তা কী। মাসীমা, আপনার এখানেই আজ চারটি প্রসাদ পাব তো ?

হরি। [ব্যস্ত হইয়া]—বেশ তো বাবা, তোমাদের খাওয়াব, আমার এমন কী ভাগ্যি ?

[হরিসুন্দরী তৎক্ষণাৎ একটি ছোট থালায় প্রসাদ সাজাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

সুচরিতা তাহার হাত হইতে রেকাবীটি লইয়া উহাতে ভিজানো ছোলা, ছানা, মাখন, একটু চিনি, একটি কলা এবং কাঁসার বাটিতে একটু দুধ আনিয়া সযত্নে একটি আসন বিছাইয়া সেইগুলি উহার সম্মুখে রাখিল।]

বিনয়। মাসীমাকে বিপদে ফেলব ভেবেছিলাম, কিন্তু আমিই ঠকে গেলাম দেখছি।

হরি। এসো বাবা।

[বিনয় সতীশকে টানিয়া লইয়া আসনে বসিল ও আহারে মন দিল। সুচরিতা, ললিতা চৌকির উপর বসিল।

এমন সময় পরেশবাবুর এক বন্ধুকন্যা শৈলবালা দ্বারের নিকট আসিয়া উঁকি মারিল ও ললিতাকে সেখানে দেখিতে পাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।]

শৈল। এই যে ললিতা, তুমি এখানে বসে আছ, বেশ মেয়ে যাহোক!

ললিতা। [দাঁড়াইয়া উঠিয়া]—এই ঘরে এসো না, এসো না।

শৈল। [চমকাইয়া পিছাইয়া]—কেন কী হোলো?

ললিতা। তোমার পায়ে জুতো রয়েছে, তুমি ঘরে ঢুকলে?

শৈল। তাতে কী!

ললিতা। এ ঘরে মাসীমার ঠাকুর আছেন।

শৈল। ঠাকুর!

ললিতা। হ্যাঁ, ঠাকুর।

শৈল। তার মানে!

ললিতা। ঠাকুর মানে কী জানো না? মাসীমা যাঁকে পূজো করেন।

হরি। ললিতা, তুমি মা যাও, ওঁরা এসেছেন, ওঁদের সঙ্গে গল্প করোগে যাও।

ললিতা। একটু পরে যাচ্চি মাসীমা। শৈল, তুমি ভাই মার কাছে বসোগে ততক্ষণ।

শৈল। ললিতা, তুইও আজকাল হিঁদুর ঠাকুর পূজো করতে সুরু করেছিস নাকি রে! অবাক করলি ললিতা, তোরা কী হচ্ছিস আজকাল, ও-সব বিশ্বাস করিস?

ললিতা। আমি কী বিশ্বাস করি না করি তোমার জেনে দরকার নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, কারও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কেউ নাক সেঁট্‌কায়, আমি তা পছন্দ করি না।

[শৈলবালা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বিনয় ললিতার এরূপ ব্যবহারে খুব খুশি হইল। তাহার চোখে ললিতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়া উঠিল।]

ললিতা। সত্যি বিনয়বাবু, আমাদের সমাজে কতকগুলো মেয়ে

আছে যারা তাদের মামুলী মুখস্থ-করা বুলিগুলো যেখানে সেখানে বলতে পারলেই মনে করে খুব বিদ্যে জাহির করা হোলো। আমিও অবিশ্যি কিছুদিন আগে তাদেরই দলে ছিলাম, কিন্তু এখন ওদের কথা শুনলে রাগ হয়, নিজের ওপরও রাগ হয়।

[বরদাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করিলেন। বিনয় তাহার থালার উপরে যথাসম্ভব নত হইয়া নমস্কারের চেষ্টা করিয়া কহিল—]

বিনয়। সতীশ এইখানেই টেনে নিয়ে এল, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে পারিনি।

[বরদাসুন্দরী একথার কোন উত্তর না দিয়া সুচরিতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—]

বরদা। আমি যা ভেবেছিলুম তাই, সভা বসেছে। আর উনি কতক্ষণ থেকে খোঁজ করছেন। মেয়ের যে হুঁস নেই! এ সব শিক্ষা কোথা থেকে পাচ্ছ? আমাদের পরিবারে যা কখনও ঘটতে পারত না, তাই আরম্ভ হয়েছে আজকাল। [দিদিকে তিরস্কৃত হইতে দেখিয়া সতীশ থালা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।]

হরি। [শশব্যস্ত হইয়া]—আমি তো জানতুম না, বড় অন্যায় হয়ে গেছে তো। মা, যাও তুমি শীগ্‌গির যাও।

[সুচরিতা ও সতীশ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। বরদাসুন্দরী এবার ললিতাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—]

বরদা। ললিতা, এখানে কি তোমার কোন কাজ আছে?

ললিতা। হাঁ, বিনয় বাবু এসেছেন, তাই একটু—

বরদা। বিনয় বাবু যাঁর কাছে এসেছেন, তিনিই তাঁর আতিথ্য করছেন। তুমি এখন নিচে চলো, শৈলরা এসেছে।

ললিতা। বিনয় বাবু অনেকদিন পরে এসেছেন, ওঁর সঙ্গে একটু গল্প করে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

[বরদাসুন্দরী বুঝিলেন জোর খাটিবে না। হরিমোহিনীই কন্যার এই অবাধ্যতার হেতু ইহা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন—]

বরদা। দেখো, তুমি আমাদের এখানে যখন এসেই পড়েছ, যতদিন খুশি থাকো, কী আর করব, উনি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই যখন কথা দিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু আমি বলছি, তোমার ঐ ঠাকুর কাকুর এখানে রাখা চলবে না। এ আমি স্পষ্টই ব'লে দিচ্চি তা তুমি যাই মনে করো না কেন।

[এই কথা বলিয়াই তিনি ঝড়ের মতো বাহির হইয়া গেলেন। ঘরের সকলেই কুণ্ঠিত হইয়া রহিল এবং অল্পক্ষণ পরেই ললিতা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।]

হরি। [অশ্রুসজল চোখে]—আমার মতো অনাথার পক্ষে সংসার ঠিক স্থান নয় বাবা, আমি কোন তীর্থে গিয়ে থাকব। তোমরা কেউ আমাকে পৌঁছে দিতে পারবে বাবা ?

বিনয়। খুব পারব। কিন্তু তার আয়োজন করতে তো দু'চারদিন দেরি হবে। ততদিন চলো মাসীমা, তুমি আমার মার কাছে গিয়ে থাকবে। আমি তোমার কথা মা'কে ব'লেও রেখেছি।

হরি। বাবা,আমার ভার বিষম ভার, আমাকে দু'দিনের বেশি কেউ বইতে পারে না। আমার শ্বশুড বাড়িতেও যখন আমার স্থান হোলো না তখুনি আমার বোঝা উচিত ছিল। বুক খালি হয়ে গেছে বাবা, সেইটে ভরাবার জন্যেই ঘুরে ঘুরে মরছি [চোখ মুছিলেন]। না বাবা, কারও বাড়িতে গিয়ে আমার কাজ নেই, যিনি বিশ্বের বোঝা ব'ন তাঁরই পায়ে গিয়ে এবার পড়ব। আর কোথাও গিয়ে দরকার নেই বাবা। [বলিয়া বারবার করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।]

বিনয়। সে বললে তো হবে না মাসিমা। আমার মা'র সঙ্গে কারও

তো তুলনা চলে না। তুমি আমার মা'কে জানো না, তাই ভয় পাচ্ছ। মা'র কাছে তোমার একবার যেতেই হবে, তারপর যেখানেই বলবে, আমি কথা দিচ্চি, তোমাকে রেখে আসব।

[হরিমোহিনী চুপ করিয়া রহিলেন।]

আর দেরি করবারও তো কোন দরকার দেখিনে। তুমি এখুনি চলো, আমি তোমার জিনিস পত্তর গুছিয়ে নিচ্চি। [বলিয়া চৌকির উপরকার বিছানাটি গুটাইতে লাগিল, সুচরিতা প্রবেশ করিয়া বিনয়কে এইরূপ কাজে নিযুক্ত দেখিয়া প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল। বিনয় কহিল—]

এ বাড়িতে মাসীমা থাকলে সকলেরি অসুবিধে হয়, তাই আমি ওঁকে মা'র কাছে নিয়ে যাচ্চি।

[সুচরিতা কোন উত্তর করিল না। ধীরে ধীরে মাসীমার কাছে গিয়া বসিল ও কহিল—]

সুচরিতা। মাসীমার তো আজ কোনমতেই যাওয়া হোতে পারে না বিনয়বাবু। [হরিমোহিনীকে] বাবাকে না ব'লে তুমি কী করে যাবে? সে যে বড় অন্যায় হবে?

বিনয়। ও আমারই ভুল হয়েছিল। পরেশ বাবুকে না জানিয়ে কোনমতেই যাওয়া যায় না।

[কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চিন্তা করিয়া কহিল—]

তাহোলে জিনিস পত্তর গুছিয়ে রাখা যাক,—তারপর পরেশ বাবুর অনুমতি নিয়ে কাল সকালে গেলেই হবে। সেই ভালো মাসীমা, আমিও মা'কে ব'লে রাখি তাঁর বোনটি কাল আসছেন!

[এই বলিয়া বিনয় জিনিসপত্র গুছাইতে ব্যস্ত হইল। সুচরিতাও তাহাকে সাহায্য করিল।]

— —

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরেশ বাবুর শয়ন ঘর। পরেশবাবু মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আরাম কেদারায় বসিয়া একটি বই পড়িতেছেন। শৈল প্রবেশ করিলে তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। শৈল প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল।]

পরেশ। তোমরা মধুপুর থেকে কবে এলে শৈল ?

শৈল। পরশু। আপনার শরীর ভালো আছে জ্যেঠামণি ?

পরেশ। হ্যাঁ মা, ভালোই আছি। তোমার বাবা, মা, মণ্টুবাবু, সবাই ভালো আছেন ?

শৈল। হ্যাঁ জ্যেঠামণি সবাই ভালো আছেন। হ্যাঁ জ্যেঠামণি, ললিতা, সুচিদি, সবাই হিন্দু হয়ে গেল নাকি ? দেখলুম ওপরের ঘরে বসে ঠাকুর পুজো করছে !

পরেশ। রাধারাণীর মাসীমা এখানে আছেন কিনা, তাই ওরা ওঁর ঘরে গিয়ে মাঝে মাঝে গল্প-সল্প করে।

শৈল। না জ্যেঠামণি, আপনি দেখবেন ওরা সব ওদের হিন্দু মাসীর কাছ থেকে দীক্ষা নেবে। ললিতা তো আমাকে তাড়িয়েই দিলে। বললে, তুমি এ ঘরে এসো না, তোমার পায়ে জুতো রয়েছে। এ সব কী কাণ্ড জ্যেঠামণি !

পরেশ। মাসীমা মনে কষ্ট পাবেন ব'লেই ললিতা বোধ হয় তোমাকে জুতো পায়ে দিয়ে যেতে বারণ করেছে। কারও মনে কি কষ্ট দেওয়া উচিত মা ? ওসব কথা এখন থাক্। তুমি মা একটি গান শুনিয়ে দাও দেখি। কতদিন তোমার গান শুনিনি।

[শৈল গান গাহিল—]

শৈল।—

গান

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে ॥
তবু যে পরাণ মাঝে গোপনে বেদনা বাজে
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে ॥
বিশ্ব হতে থাকি দূরে অন্তরের অন্তঃপুরে
চেতনা জড়ায়ে রহে ভাবনার স্বপ্নজালে।
দুঃখসুখ আপনারি সে বোঝা হয়েছে ভারি
যেন সে সঁপিতে পারি চরম পূজার থালে ॥

[গান শেষ হইল। বরদাসুন্দরী ঘরে প্রবেশ করিলেন।]

বরদা। তোমার সঙ্গে সুচরিতা সম্বন্ধে আমার ক'টা কথা বলবার আছে।

[পরেশবাবু কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন।]

বরদা। সুচরিতার দায়িত্ব আর আমাদের বহন করা চলে না। ও এখন নিজের মতে চলতে আরম্ভ করেছে।

পরেশ। কী রকম ?

বরদা। আজকাল উনি যে মস্ত হিঁদু হয়ে উঠেছেন। আমাদের ছোঁয়া পর্যন্ত খান না। মাঝে মাঝে আবার মাসীর ঠাকুরের পেরসাদ খান।

পরেশ। আমরা যা খাই সবই তো ঠাকুরের প্রসাদ।

বরদা। কিন্তু সুচরিতা যে আমাদের ঠাকুরকে ত্যাগ করবার উদ্যোগ করেছে।

পরেশ। যদি তাই হয়, তবে তা নিয়ে উৎপাত করলে কি তার কোন প্রতিকার হবে?

বরদা। স্রোতে যে লোক ভেসে যাচ্চে, তাকে কি ডাঙায় তোলবার চেষ্টা করতে হবে না?

পরেশ। সকলে মিলে তার মাথায় ঢেলা ছুঁড়লে কি তাকে ডাঙায় তোলবার চেষ্টা করা হবে? সুচরিতা যদি জলেই পড়ত তাহোলে আমি সকলের আগেই জানতে পেতুম, আর আমিও উদাসীন থাকতুম না। ওর বাবা ওদের দুটির ভার আমাকেই দিয়ে গেছেন।

বরদা। তখন মাসী এসে ভার নিলেই তো পারতেন? এখন মাসী বলতেই অজ্ঞান, যেন আমরা ওর কেউ নই, কোনদিন ওকে আদর যত্ন করিনি।

[পরেশবাবু তথাপি চুপ করিয়া রহিলেন।]

বরদা। বলি এতদিন মাসী ছিলেন কোথায়? ছোটবেলা থেকে এতদিন মানুষ করলুম তার কী ফল হোলো?

পরেশ। আচ্ছা, তুমি আমাদের সকলকেই সহ্য করতে পারছ, আর ঐ একটি অনাথা বিধবাকে সইতে পারছ না?

বরদা। না, অত হিঁদুয়ানী, ঠাকুরপুজো, আমি সইতে পারিনে। সুচরিতা পরের মেয়ে যা করছে করুক, আমার দেখবারও দরকার নেই, শোনবারও দরকার নেই। কিন্তু ওর দৃষ্টান্তে আমার মেয়েদেরও যে অনিষ্ট হচ্চে তা দেখতে পাচ্চ না?

[পরেশবাবু কোন কথা কহিলেন না। সুচরিতা একটি কডলিভার অয়েলের শিশি, এক গ্লাস জল ও একটি ছোট বাটিতে একটু গরম দুধ লইয়া প্রবেশ করিল ও বরদাসুন্দরীর কথাবার্তা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ললিতাও তাহার সহিত ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু মাকে তথায় দেখিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।]

পরেশ। ললিতা।

ললিতা। বাবা।

[বলিয়া পরেশবাবুর নিকটে গেল। পরেশবাবু আদর করিয়া তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিলেন।]

বরদা। ললিতা তো আগে এরকম ছিল না। এখন ও যে নিজের ইচ্ছেমতো যা খুশি কাণ্ড করে বসে। কা'কেও মানে না, তার মূলে কে ? তুমি নিজের মেয়েদের চেয়ে সুচরিতাকে বরাবর বেশি ভালবাসো। তাতে আমি কোনদিন কোন কথা বলিনি। কিন্তু আর চলে না, সে আমি স্পষ্টই ব'লে দিচ্চি। এসো শৈল।

[শৈলকে লইয়া বরদাসুন্দরী বাহির হইয়া গেলেন। পরেশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচরিতা শিশি হইতে ওষুধ ঢালিয়া দুধের সঙ্গে মিশাইল ও তাহা লইয়া পরেশবাবুর দিকে অগ্রসর হইল।]

পরেশ। আজ আর খাব না মা।

[সুচরিতা বুঝিল বরদাসুন্দরীর তীব্র অভিযোগের দরুণ পরেশবাবুর মন আজ ভালো নেই, তাই আর পীড়াপীড়ি না করিয়া ওষুধের শিশি, গ্লাস ইত্যাদি লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। ললিতাও তাহাকে অনুসরণ করিল।]

পরেশ। রাধে।

সুচরিতা। বাবা।

[সুচরিতা ফিরিয়া পরেশবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ললিতা বাহির হইয়া গেল।]

পরেশ। তোমার মাসীমার এখানে কষ্ট হচ্চে, বুঝতে পারছি। তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ লাবণ্যর মা'র সংস্কারে যে এত বেশি আঘাত দেবে আমি আগে ভাবিনি। কিন্তু আঘাত যখন দিচ্ছেই তখন এ বাড়িতে তোমার মাসীমাকে রাখলে তিনি সঙ্কুচিত হয়ে থাকবেন।

সুচরিতা। মাসীমা এখান থেকে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন বাবা।

পরেশ। আমি জানতুম তিনি যাবেন। আর, তুমি আর সতীশ তাঁকে অনাথার মতো বিদায় দিতে পারবে না, তা-ও আমি জানি।

[সুচরিতা চুপ করিয়া রহিল।]

তোমার মাসীমার জন্যে আমি একটি বাড়ি ঠিক ক'রে রেখেছি।

সুচরিতা। কিন্তু তিনি তো বাড়ি ভাড়া দিতে পারবেন না বাবা?

পরেশ। তিনি কেন দেবেন, তুমি দেবে?

[সুচরিতা বিস্মিত হইয়া পরেশবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পরেশবাবু হাসিয়া কহিলেন] তোমারই বাড়িতে তাঁকে থাকতে দিও। তুমি কি আর তাঁর কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নেবে?

সুচরিতা। [অধিকতর বিস্মিত হইয়া] আমার বাড়ি!

পরেশ। হাঁ মা, তোমার বাড়ি, মৃত্যুর সময় তোমার বাবা আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যান। আমি সে টাকা খাটিয়ে এখানে তোমার আর সতীশের নামে দুখানা বাড়ি কিনেছি। সে বাড়ির ভাড়া বাবদ যা পাচ্ছিলুম, তাও তোমাদের নামে জমা আছে। অল্পদিন হোলো একখানা বাড়ির ভারাটে উঠে গেছে। সেই বাড়িটায় তোমার মাসীমার থাকবার কোন অসুবিধে হবে না।

সুচরিতা। সেখানে তিনি একলা থাকতে পারবেন বাবা?

পরেশ। তুমি আর সতীশ থাকাতে তাঁকে একলাই বা থাকতে কেন হবে মা? তোমরাই এখন তাঁর আপনার লোক। [সুচরিতা চুপ করিয়া রহিল।]

আমাদের ঐ গাড়ি বারান্দায় দাঁড়ালে তোমাদের বাড়ি দেখা যায়। সেখানে তোমরা নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থায় থাকবে না। আমি তোমাদের দেখতে শুনতে পারব।

সুচরিতা। তুমি যা বলবে আমি তাই করব বাবা।

[পরেশবাবু সুচরিতার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—]

পরেশ। তোমরা সেইখানেই যাও মা। তোমরা চিরজীবন যে শুধু আমার বুদ্ধি আর আশ্রয় নিয়েই আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, এ আমি চাইনে। ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছ থেকে মুক্ত ক'রে তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে তোমাকে চরম পরিণতিতে টেনে নিন। তার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হোক।

[সুচরিতার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল।

বরদাসুন্দরী ও হারাণ বাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন। পরেশবাবু বরদাসুন্দরীকে বলিলেন—]

তোমার তখনকার কথাগুলো ভাবছিলুম। রাধারাণীর মাসীমা এখানে থাকলে যদি তোমার সংস্কারে আঘাত লাগে, তো মাসীমাকে নিয়ে ওরা দু-ভাইবোনে ওদের বাড়িতেই গিয়ে থাকুক।

বরদা। ওদের বাড়ি!

পরেশ। হ্যাঁ, কলকাতায় ওদের দুটো বাড়ি আছে, ওদেরই টাকায় কেনা।

বরদা। ওদের টাকায় কেনা!

পরেশ। হ্যাঁ, ওদেরি টাকায় কেনা।

[বলিতে বলিতে পরেশবাবু আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং সুচরিতাকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বরদাসুন্দরী ও হারাণ বাবু বিমূঢ়ের মতো হইয়া গেলেন।]

বরদা। এ কী শুনছি পানু বাবু! আসুন, একটা পরামর্শ করি।

[উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।]

তৃতীয় দৃশ্য

[কৃষ্ণদয়ালের বাটি। বেলা ২টা, আনন্দময়ীর শয়ন কক্ষ।

আনন্দময়ী বালিসের অড সেলাই করিতেছিলেন, বিনয় তাহাকে 'বঙ্গদর্শন' হইতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শুনাইতেছে। একটি জোড়া পাতা কাটিবার জন্য পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া কাটিতে যাইবে এমন সময় শশীমুখী এক আঁচল ফুল লইয়া 'ঠাকুমা' বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াই বিনয়কে দেখিল ও থতমত খাইয়া আঁচলের ফুলগুলি মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া বেগে ঘর হইতে পলায়ন করিল।

আনন্দময়ী একটু হাসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। বিনয়ের আর বই পড়া হইল না। সে-ও কিছুক্ষণ মাথা নিচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। এমন সময় মহিম পানের ডিবা হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বিনয়কে কহিল—]

মহিম। এই যে বিনয়, কতক্ষণ ভায়া!

বিনয়। এই খানিকক্ষণ।

[মহিম বিনয়কে একটি পান দিল ও নিজে আর একটি মুখে পুরিল।]

মহিম। আর পনরটা দিন আছে। তাহোলেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে,—নিশ্চিন্দি হওয়া যায়। শুধু শুধু এ কর্মভোগ কেন রে বাপু? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। জানো বিনয়, আপীল করলে ছেড়ে দিতে পথ পেত না। জীবন পরামাণিকের জন্য ভায়ার আমার প্রাণ কেঁদে উঠল।

আনন্দময়ী। ও-কথা থাক্ মহিম, যে যার কর্মফল ভোগ করে বাবা। হাজার চেষ্টা করেও কেউ তা খণ্ডাতে পারে না।

মহিম। তা তো ঠিক কথা, তবু তো মানুষ চেষ্টা করে। চুপচাপ বসে থাকলে তো কোন কাজই হোতে পারে না। হ্যাঁ, ভালো কথা

বিনয়। গোরা এলেই তাহোলে একটা দিনক্ষণ দেখে তোমার খুড়ো মশায়কে এখানে আসতে লিখে দেওয়া যাক। আর মা, তুমি একটি গহনার ফর্দ ক'রে ফেলো। আজ কাল কত রকম নতুন নতুন ফ্যাসান হয়েছে, তা বোধ হয় তোমার জানাই নেই। আমি বরং একখানা ক্যাটালগ নিয়ে আসব'খন। বড় বৌ আবার তোমার চেয়েও পণ্ডিত এসব বিষয়ে।

[বিনয় কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া আনন্দময়ীর কষ্ট হইল। তিনি মহিমকে বলিলেন—]

আনন্দময়ী। মহিম, বাবা, শশীমুখীকে বিনয় এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছে। ওকে বিয়ে করার কথা বিনয়ের মনে লাগছে না। [মহিম বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল, বিনয় মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।]

মহিম। একথা গোড়ায় বললেই হোত ?

আনন্দময়ী। নিজের মন বুঝতেও তো সময় লাগে বাবা ? পাত্রের অভাব কী আছে মহিম ? গোরা ফিরে আসুক, সে তো অনেক ভালো ছেলেকে জানে, একটি ঠিক করে দিতেই পারবে।

মহিম। [মুখ অন্ধকার করিয়া]—হুঁ ! [কিছুক্ষণ পরে] মা, তুমি যদি বিনয়ের মন ভেঙে না দিতে, তাহোলে ও একাজে আপত্তি করত না।

আনন্দময়ী। তা সত্যি কথা বলছি, তুমি রাগ কোরো না মহিম, আমি ওকে এ বিয়েতে উৎসাহ দিতে পারিনি। বিনয় ছেলেমানুষ, ও হয়তো না বুঝে একটি কাজ করে বসতেও পারত। কিন্তু শেষকালে ভালো হোত না। আমি ওকে ভালো করে জানি ব'লেই একথা বলছি বাবা।

মহিম। তুমি বিনয়কে গোরার চাইতেও ভালো করে জানো ?

আনন্দময়ী। হাঁ, গোরার চাইতেও ভালো করে জানি, ওর নিজের চাইতেও ভালো করে জানি।

বিনয়। আমার একটি কথা শুনবেন দাদা ?

মহিম। কোন প্রয়োজন নেই ভায়া, আমারই ভুল হয়েছে। আমার বোঝা উচিত ছিল সৎমা কখনও আপন হয় না। [মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বিনয় অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িল ও কহিল—]

বিনয়। তুমি আমার জন্য শুধু শুধু কঠিন কথা শুনলে।

[তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।]

আনন্দময়ী। মহিমের কথাই ঐরকম। ও কী বিনু, তোর চোখ ছলছল ক'রে উঠল কেন বাবা ? আমি মহিমের কথায় কিছুই মনে করিনে। আবার একটু পরেই মা মা ক'রে আসবে আমার কাছে। দিনে দশবার ও আমাকে মনে করিয়ে দেয়, আমি ওর সৎমা।

বিনয়। না মা, বিয়েটা হয়েই যাক। বিয়ে ভেঙে গেলে গোরাও এসে রাগ করবে।

আনন্দময়ী। ছেলেমানুষী কোরো না বিনু। যাবজ্জীবন যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে, যে জীবনের সঙ্গিনী হবে, অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার পাত্রী সে নয়।

বিনয়। কিন্তু তুমি—

আনন্দময়ী। না, না, বিনয়—তা হবে না। আমি এ কাজ কিছুতে হোতে দোবো না।

[এমন সময় ভজা আসিয়া বলিল—]

ভজা। মা, কাদের বাড়ি থেকে কজন মাঠাকরুণ এসেছেন।

[ভজা বাহির হইয়া গেল।

বিনয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সরিয়া যাইবার উপক্রম

করিল এবং সেই মুহূর্তে সুচরিতা ও ললিতা হাসিমুখে ঘরে প্রবেশ করিল ও আনন্দময়ীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। আনন্দময়ী তাহাদের চিবুক স্পর্শ করিয়া হাত চুম্বন করিলেন।]

সুচরিতা। আমরা পরেশবাবুর বাড়ি থেকে আসছি।

আনন্দময়ী। পরিচয় দিতে হবে না, সে আমি তোমাদের দেখেই বুঝতে পেরেছি। বসো মা, তোমাদের নিজের ঘরের ব'লেই জানি। দুবেলাই তোমাদের কথা আমার এই ছেলেটার মুখে শুনছি। ওর মুখে আজকাল আর অন্য কথা নেই।

[বিনয় লজ্জিত হইল]

আনন্দময়ী। তোমার বাবা, মা, ভালো আছেন?

সুচরিতা। হ্যা মা, সবাই ভালো আছেন।

আনন্দময়ী। বিনয়ের বন্ধুটিকে নিয়ে এলে না কেন?

সুচরিতা। ও, সতীশ। সে স্কুলে গেছে। স্কুল থেকে ফিরে এসে যখন শুনবে আমি এখানে, তখুনি এসে হাজির হবে।

আনন্দময়ী। তোমরা বিনয়ের সঙ্গে গল্প করো, আমি আসছি।

সুচরিতা। খাবার দাবারের আয়োজন করবেন না মা, আমরা এই ভাত খেয়েই এখানে এসেছি, পনর মিনিটও হয়নি।

আনন্দময়ী। তা কি হয় মা, মিষ্টিমুখ যে করতেই হবে।

[আনন্দময়ী বাহির হইয়া গেলেন।]

সুচরিতা। [বিনয়কে] নতুন বাড়িতে সেই এক দিন মোটে গিছলেন। তারপরে আর যাননি যে বড়?

বিনয়। ঘন ঘন বিরক্ত করলে পাছে আপনাদের স্নেহ হারাই, সেই ভয়ে।

সুচরিতা। স্নেহও যে ঘন ঘন বিরক্তির অপেক্ষা রাখে সে আপনি জানেন না বুঝি?

[আনন্দময়ী পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিলেন ও কহিলেন—]

আনন্দময়ী। তা ও খুব জানে মা। সমস্ত দিন ওর ফরমাস আর আবদারে আমার যদি একটু অবসর থাকে।

বিনয়। [হাসিয়া]—ঈশ্বর তোমাকে কতটা ধৈর্য দিয়েছেন আমাকে দিয়ে তার পরীক্ষা করিয়ে নিচ্চেন।

[সুচরিতা ললিতার গা টিপিয়া কহিল—]

সুচরিতা। শুনছিস ভাই ললিতা? [বিনয়কে] আমাদের পরীক্ষাটা বুঝি শেষ হয়ে গেল? পাশ করতে পারিনি বুঝি?

আনন্দময়ী। ও যে তোমাদের কী চোখে দেখেছে তা তো তোমরা জানো না? আর পরেশবাবুর কথা উঠলে তো একেবারে গ'লে যায়। তোমার বাবার জন্যে ও কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। ওর দলের লোকেরা তো ওকে ব্রাহ্ম ব'লে জাতে ঠেলবার জো করেছে।

[বিনয় লজ্জিত হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। আনন্দময়ী তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইয়া কহিলেন—]

আনন্দময়ী। এতে লজ্জা করবার তো কোন কারণ নেই বিনু, পালাচ্ছিস কেন, বোস।

সুচরিতা। বিনয়বাবু যে আমাদের আপনার লোক ব'লে জানেন সে আমরা খুব জানি। কিন্তু সে কেবল আমাদেরই গুণে নয়।

[বলিয়া ললিতার দিকে তাকাইল। ললিতা লজ্জায় মাথা নিচু করিল। আনন্দময়ী তাহা লক্ষ্য করিলেন ও কহিলেন—]

আনন্দময়ী। তোমাদের সঙ্গে দুদিনের আলাপে ও এমন হয়েছে যে আমরা ওর নাগাল পাই না। ভেবেছিলুম এই নিয়ে তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করব, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্চি, আমাকেও ওরই দলে ভিড়তে হবে। তোমরা সবাইকেই হার মানাবে।

[ললিতা মুখ নিচু করিয়াই বসিয়াছিল। আনন্দময়ী তাহার চিবুক

ধরিয়া মুখখানি তুলিলেন ও ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কহিলেন—]

দিব্যি মেয়ে।

[ললিতা অধিকতর লজ্জিত হইল ও মৃদু হাসিয়া মুখ সরাইয়া নিল। আনন্দময়ী ললিতার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে সুচরিতাকে কহিলেন—]

আনন্দময়ী। এর দিদিকে নিয়ে এলে না কেন?

সুচরিতা। লাবণ্য বড় একটা কোথাও যায় টায় না। বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকতেই ভালবাসে। [বিনয়ের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া] বাবা এসেছেন, নিচে কৃষ্ণদয়ালবাবুর সঙ্গে আলাপ করছেন।

বিনয়। ও, এতক্ষণ বলেন নি কেন? [বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ললিতা ও সুচরিতা হাসিল।]

ললিতা। গৌরমোহনবাবু আর পনর দিন পরেই আসবেন, না মা?

আনন্দময়ী। [ললিতার চিবুকে হাত দিয়া]—হ্যাঁ মা, তুমি কী ক'রে জানলে!

সুচরিতা। ললিতা যে গৌরবাবুর একজন মস্ত ভক্ত, তা বুঝি জানেন না? ব্রাউন্‌লো সাহেবের জন্মদিনের আমোদ আহ্লাদ সব তো ওর জন্যেই পণ্ড হয়ে গেল। মেয়ের যদি রাগ দেখতেন!

ললিতা। আঃ, দিদি, ও-সব কথা কেন? [আনন্দময়ীকে] আচ্ছা রাগ হয় না, আপনিই বলুন?

আনন্দময়ী। কিন্তু আমি কারও উপরে রাগ করতে পারি না মা, আমি তো গোরাকে জানি। সে যা ভালো বোঝে তার কাছে আইন-কানুন কিছু নয়। আইন যদি না মানে, যাঁরা বিচারকর্তা তাঁরা জেলে পাঠাবেনই। তাতে তাঁদের দোষ দিতে যাব কেন মা? গোরার কাজ গোরা

করেছে, ওঁদের কর্তব্য ওঁরা করেছেন। এতে যাদের দুঃখ পাবার তারা দুঃখ পাবেই। [বলিয়া ঘরের এক পাশে রক্ষিত টেবিলের উপরকার একটি ক্যাশবাক্স খুলিয়া একটি পত্র বাহির করিয়া আনিলেন। সুচরিতার হাতে উহা দিয়া কহিলেন—]

এ জায়গাটা একটু চেঁচিয়ে পড়ো তো মা।

[সুচরিতা ও ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, সুচরিতা চিঠি পড়িল।—

"কারাবাসে তোমার গোরার লেশমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি একটুও কষ্ট পাইলে চলিবে না তোমার দুঃখই আমার দণ্ড। আর কোন দণ্ড দিবার সাধ্য কাহারও নাই। একটি তোমার ছেলের কথা ভাবিও না মা, আরও অনেক মায়ের ছেলে জেল খাটিয়া থাকে। তুমি আমার জন্য ক্ষোভ করিও না মা। তোমার মনে আছে কি না জানি না, সেবার দুর্ভিক্ষের বছরে আমার রাস্তার ধারের ঘরের টেবিলে আমার মণিব্যাগটি রাখিয়া পাঁচ মিনিটের জন্য অন্য ঘরে গিযাছিলাম। ফিরিয়া গিয়া দেখি ব্যাগটি চুরি গিয়াছে। ব্যাগে আমার ২৫টি টাকা ছিল। আমি মনে মনে কহিলাম, যে ব্যক্তি আমার টাকা নিয়াছে, আজ দুর্ভিক্ষের দিনে তাহাকেই আমি ইচ্ছা করিয়া টাকা ক'টি দান করিলাম। আমার মনের সমস্ত ক্ষোভ শান্ত হইয়া গেল।) আজ আমি ইচ্ছা করিয়া জেলে যাইতেছি। আমার মনে কোন কষ্ট নাই, কাহারও উপর রাগ নাই, মা, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো। তুমি চোখের জল ফেলিও না।

(জগতবাসীকে অহিংসা ও ক্ষমা শিক্ষা দিবার জন্য ভৃগুপদাঘাতের চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণ বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। সেই চিহ্ন যদি তাঁর অলঙ্কার হয়, তবে আমার ভাবনা কী, তোমারই বা দুঃখ কিসের।) ইতি

তোমার ক্ষ্যাপা

গোরা"

সবাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ললিতা কহিল—]

ললিতা। গৌরবাবু যে এত শক্তি কোথা থেকে পেয়েছেন, তা আপনাকে দেখে আপনার কথা শুনে আজ বুঝতে পারলুম মা।

আনন্দময়ী। ঠিক বোঝোনি মা। গোরা যদি আমার সাধারণ ছেলের মতো হোত, তাহোলে আমি কোথা থেকে বল পেতুম? কেমন করে তার দুঃখ এমন করে সহ্য করতে পারতুম?

[এমন সময় বিনয় ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—]

বিনয়। পরেশবাবু বাড়ি যাচ্চেন. আপনারা কি ওঁর সঙ্গে যাবেন, না আমি পরে আপনাদের দিয়ে আসব?

সুচরিতা। না আজ একটু দরকার আছে আজ আমরা যাই, এর পর আর একদিন সকাল সকাল আসব।

আনন্দময়ী। তোমাদের যেদিন যখন খুশি এখানে এসো মা।

ললিতা। আপনাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না মা।

আনন্দময়ী। [ললিতার চিবুক স্পর্শ করিয়া]—মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা ভগবান কতদিক দিয়ে পূর্ণ করেন। তাঁর ইচ্ছায় এমন ঘটনাও ঘটতে পারে যাতে আমরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ পাব। কিন্তু মা, একটু মিষ্টিমুখ না ক'রে তো যেতে পাবে না।

সুচরিতা। [আনন্দময়ীর হাত ধরিয়া]—আজ না মা, এর পরে যেদিন আসব, পেট ভরে খেয়ে যাব।

আনন্দময়ী। আচ্ছা, [বিনয়কে]—বিনু এদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো বাবা।

[সুচরিতা গোরার পত্রখানি মাথায় ছোঁয়াইয়া আনন্দময়ীকে ফিরাইয়া দিল। আনন্দময়ী তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলেন। বিনয়ের সহিত সুচরিতা ও ললিতা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আনন্দময়ী কিছুক্ষণ

দরজার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া পত্রখানি যথাস্থানে রাখিলেন। বিনয় পুনরায় প্রবেশ করিল ও আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করিল—]

বিনয়। পরেশবাবুর মেয়েদের তোমার কেমন লাগল মা ?

আনন্দময়ী। মেয়ে দুটি বড় সুন্দর আর ভারী লক্ষ্মী।

[বিনয় গৌরব অনুভব করিল। আনন্দময়ী বিনয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—]

ললিতাকে বিয়ে করবি ?

বিনয়। [থতমত খাইয়া] ধ্যাৎ, কী যে বলো মা, তা কি কখনও হয় ? ওরা ব্রাহ্ম, আমি হিন্দু।

আনন্দময়ী। ওরা মানুষ, তুমিও মানুষ। এইটেই সবচেয়ে বড় কথা বিনু।

বিনয়। মা—

আনন্দময়ী। হ্যাঁ বিনু, আমি ভাবছি—

বিনয়। কী মা ?

আনন্দময়ী। না, কিছু না।

[কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—] সুচরিতার সঙ্গে যদি গোরার বিয়ে হোত, বড় সুখী হতুম।

বিনয়। [উত্তেজিত হইয়া]—মা, একথা আমি অনেকবার ভেবেছি, ঠিক গোরার উপযুক্ত সঙ্গী।

আনন্দময়ী। কিন্তু, হবে কি ! গোরা কি—

বিনয়। আমার মনে হয় মা, গোরাও সুচরিতাকে খুব পছন্দ করে। আমি ওর কথায় অনেক সময় তা টের পেয়েছি। তোমার কোন অমত নেই তো যদি যোগাযোগ হয় ?

আনন্দময়ী। একটুও নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের মিল

নিয়েই বিয়ে। সে সময় কোন্ মন্তরটা পড়া হোলো, না-হোলো, তা নিয়ে কী আসে যায় বাবা ?

বিনয়। [বিস্মিত হইয়া]—মা, এত ঔদার্য তুমি পেলে কোথা থেকে !

আনন্দময়ী। [গম্ভীর হইয়া]—গোরার কাছ থেকে পেয়েছি বাবা।

বিনয়। গোরার কাছ থেকে !

আনন্দময়ী। হ্যাঁ, বাবা।

বিনয়। কিন্তু মা, গোরা তো এর উল্টো কথাই বলে ?

আনন্দময়ী। বললে কী হবে বাবা, আমার যা কিছু শিক্ষা সব গোরা থেকেই হয়েছে। মানুষ বস্তুটি যে কত সত্য, আর মানুষ যা নিয়ে দলাদলি করে, ঝগড়া ক'রে মরে, তা যে কত মিথ্যে, সে-কথা ভগবান গোরাকে যেদিন দিয়েছেন, সেই দিনই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ব্রাহ্মই বা কে, আর হিঁদুই বা কে, মানুষের হৃদয়ের কোন মত নেই। সেখানেই ভগবান সকলকে মেলান, নিজে এসেও মেলেন।

বিনয়। [আনন্দময়ীর পায়ের ধূলা লইয়া]—মা, আমার দিনটা আজ সার্থক হয়েছে।

চতুর্থ দৃশ্য

[পরেশবাবুর বসিবার ঘর, বেলা ৪টা,। পরেশবাবু বসিয়া আছেন, একখানি চিঠি লইয়া বরদাসুন্দরী ও পশ্চাতে হারাণবাবু প্রবেশ করিলেন। বরদাসুন্দরী পানুবাবুকে বলিতে বলিতে আসিতেছিলেন—]

বরদা। আসুন না পানুবাবু, আজই এর একটা বিহিত করতে

হবে। [পরেশবাবুকে] এই দেখো তোমার মেয়ের কীর্তি, আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটি তুমিই বিগড়ে দিয়েছ।

পরেশ। কী হয়েছে ?

বরদা। ললিতা শৈলকে এই চিঠি লিখেছে, শৈল পানুবাবুকে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছে, পানুবাবু পড়ুন তো ?

[পত্রটি পানুবাবুর হাতে দিলেন।]

হারাণ। সবটা পড়বার দরকার নেই, শেষ দিকটা পড়লেই হবে। তাহোলেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে, এই যে এই খানটা—

[পানুবাবু চিঠি পড়িল—

"খবরটা সত্য কিনা ইহা জানিবার জন্য তুমি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছ, ইহাই আমার কাছে আশ্চর্য বোধ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের যে-লোক তোমাকে খবর দিয়াছে, তাহার সত্য কি যাচাই করিতে হইবে ? কোন হিন্দু যুবকের সঙ্গে আমার বিবাহের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে সংবাদ পাইয়া তোমার মাথায় বজ্রাঘাত হইয়াছে, কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বলিতে পারি ব্রাহ্মসমাজে এমন সুবিখ্যাত সাধু যুবক আছেন, যার সঙ্গে বিবাহের আশঙ্কা বজ্রাঘাতের তুল্য নিদারুণ। এবং আমি এমন দুএকটি হিন্দু যুবককে জানি যাঁহাদের সঙ্গে বিবাহ যে-কোন ব্রাহ্ম-কুমারীর পক্ষে গৌরবের বিষয়, ইহার বেশি আর একটি কথাও তোমাকে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ইতি—

তোমার

স্নেহের

ললিতা"

পত্র পড়া শেষ হইলে হারাণবাবু তাহা হাতে করিয়া একবার

পরেশবাবুর দিকে, আব একবার ববদাসুন্দরীর দিকে কিছুক্ষণ করিয়া তাকাইবার পর, উভয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিলেন—]

আমি প্রথম থেকেই আপনাদের সাবধান ক'বে দিতে অনেক চেষ্টা করেছি, সেজন্য [পরেশবাবুর দিকে তাকাইয়া] আপনাব কাছে অপ্রিয়ও হয়েছি। এখন বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে ?

পবেশ। বিশেষ যে কী হয়েছে তা তো বোঝা গেল না পানুবাবু ?

বরদা। আবার কী হওয়া চাই, আর বাকি বইল কী ? ঠাকুর পুজো, জাত মেনে চলা, সবই তো হোলো, এবার হিঁদুর ঘরে তোমার মেয়ের বিয়ে হোলেই হয়।

পরেশ। এ চিঠিতে তো সেরকম কিছু দেখছি না ?

বরদা। কী হোলে যে তুমি দেখতে পাও, সে তো আজ পর্যন্ত আমি বুঝতে পাবলুম না, চিঠিতে মানুষ আর এর চেয়ে কত খুলে লিখতে পারে ?

হারাণ। আপনাবা যদি অনুমতি করেন, ললিতাকে এ চিঠি দেখিয়ে, তার কী অভিপ্রায় আমিই তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি।

[এমন সময় ললিতা ঝড়ের মতো ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি চিঠি। সে আসিয়াই পরেশবাবুকে কহিল—]

ললিতা। বাবা, এই দেখো, ব্রাহ্মসমাজ থেকে আজকাল এই রকম অজানা চিঠি আসছে।

[ললিতা চিঠিখানা পরেশবাবুকে দিল। পবেশবাবু তাহা মনে মনে পড়িলেন ও হারাণবাবুকে দিলেন। হারাণবাবু একটু পড়িয়াই ললিতাকে চিঠিখানা ফেরৎ দিতে হাত বাড়াইল। ললিতা ধরিল না। হারাণ চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল—]

হারাণ। এ চিঠি পেয়ে তোমার রাগ হচ্ছে কিন্তু এ রকম চিঠি

আসবার কারণ কি তুমিই নও ললিতা? তুমি নিজে এ চিঠি [ললিতার লেখা চিঠি দেখাইয়া] কেমন ক'রে লিখলে বলো দেখি?

ললিতা। ও, শৈলর সঙ্গে বুঝি আজকাল আপনার এ সম্বন্ধে চিঠিপত্র চলছে?

হারাণ। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কর্তব্য স্মরণ ক'রেই শৈল তোমার এ চিঠি আমাকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

ললিতা। এখন ব্রাহ্মসমাজ কী করতে চান আমাকে নিয়ে? জেলে দেবেন, না দ্বীপান্তরে পাঠাবেন?

হারাণ। বিনয়বাবু ও তোমার সম্বন্ধে এই যে জনরব উঠেছে, তোমার মুখ থেকেই আমি এর প্রতিবাদ শুনতে চাই। অবশ্য এ জনরবের কোন ভিত্তি আছে, আমি নিজে তা বিশ্বাস করি না।

ললিতা। কেন বিশ্বাস করেন না?

পরেশ। এখন থাক্ ললিতা, তোমার মন স্থির নেই। এখন এসব আলোচনা বন্ধ থাক্।

হারাণ। না পরেশবাবু, আপনি কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করবেন না।

ললিতা। [জ্বলিয়া উঠিয়া] বাবা আপনাদের মতো সত্যকে ভয় করেন না, যে, কথা চাপা দেবার চেষ্টা করবেন। সত্যকে তিনি ব্রাহ্মসমাজের চেয়েও বড় ব'লে জানেন। শুনুন পানুবাবু, বিনয়বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহ আমি কিছুমাত্র অসম্ভব বা অন্যায় মনে করি নে।

হারাণ। ও। বিনয়বাবু তাহোলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবেন স্থির করেছেন?

ললিতা। দীক্ষা নেবেন এমনই বা কী কথা আছে?

বরদা। ললিতা, তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি?

ললিতা। না মা, পাগল এখনও হই নি। কিছুদিন এরকম চললে

হয়তো হব। আমাকে যে চারদিক থেকে এমন ক'রে বাঁধতে আসবে সে আমি সহ্য করতে পারব না। আমি হারাণবাবুদের এ সমাজ থেকে মুক্ত হব।

হারাণ। উচ্ছৃঙ্খলতাকে তুমি মুক্তি বলো ?

ললিতা। না, নীচতার আক্রমণ থেকে মুক্তিকেই আমি মুক্তি বলি। ব্রাহ্মসমাজ আমাকে বাধা দেবে এমন কোন কাজ আমি করিনি। যদি দেয়, আমি তা মানব না।

হারাণ। দেখুন, পরেশবাবু, আমি জানতুম, এই রকম একটা কাণ্ড ঘটবে। যতটা পেরেছি, আমি আপনাকে অনেক আগেই সাবধান করেছি। কোন ফল হয়নি, আপনি আমার সব উপদেশই বরাবর অগ্রাহ্য করেছেন।

ললিতা। দেখুন পানুবাবু, আপনাকেও সাবধান ক'রে দেবার একটা বিষয় আছে। আপনার চেয়ে যাঁরা সকল বিষয়েই বড় তাঁদের সাবধান ক'রে দেবার স্পর্ধা আপনি মনে স্থান দেবেন না।

[এই কথা বলিয়াই ললিতা টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানা লইয়া উহা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।]

বরদা। এ সব কী কাণ্ড হচ্ছে! এখন কী করা উচিত পরামর্শ করো ? আর তো দেরি করা যায় না।

পরেশ। যা কর্ত্তব্য তা পালন করতে হবে, কিন্তু এ রকম গোলমাল করলে তো কর্ত্তব্য স্থির হয় না। আমাকে মাপ করুন পানুবাবু, আপনি এখন যান, আমি একটু একলা থাকতে চাই।

[পরেশবাবু বাহির হইয়া গেলেন]

হারাণ। আমি তাহোলে যাই।

বরদা। পানুবাবু আপনি যাবেন না, আমার সঙ্গে একবার আসুন। আপনার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।

[বরদাসুন্দরী ও পানুবাবু বাহির হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সুচরিতা ললিতাকে লইয়া কথা কহিতে কহিতে ঘরে প্রবেশ করিল।]

সুচরিতা। আমার কিন্তু ভাই ভয় হচ্চে।

ললিতা। কিসের ভয় ?

সুচরিতা। শেষকালে বিনয়বাবু যদি রাজি না হন ভাই।

ললিতা। [দৃঢস্বরে] তিনি রাজি হবেনই।

সুচরিতা। কেন ভাই সব দিক না ভেবে পানুবাবুর কাছে কথাটা অমন ক'রে ব'লে ফেললি ?

ললিতা। বলেছি ব'লে আমার মোটেই অনুতাপ হচ্চে না।

সুচরিতা। তুই বড ছেলেমানুষ, যাই, আমি একবার বাবার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি।

ললিতা। তুমি কি ভাবো সুচিদি, বাবা পানুবাবুদের মতো সমাজের জেলদারোগার হাতে আমাকে তুলে দেবেন ?

[বাহিরে হারাণবাবু ও বিনয়ের কথা শোনা গেল।]

হারাণ। এই যে বিনয়বাবু, আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

[সুচরিতা ও ললিতা শশব্যস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, একটু পরেই হারাণবাবু ও বিনয় ঘরে প্রবেশ করিল।]

বিনয়। হঠাৎ আমার বাড়িতে যাচ্ছিলেন কেন হারাণবাবু! এমন সৌভাগ্য তো ইতিপূর্বে আমার কখনও হয় নি।

হারাণ। ইতিপূর্বে এ পরিবারের মধ্যে এমন ধারা এমন গুরুতর ঘটনাও ঘটেনি, আপনি দয়া ক'রে শুনুন।

[বিনয় হারাণবাবুর কথা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল।]

আপনি তো জানেন বিনয়বাবু, আমি এ পরিবারের অনেক দিনের

বন্ধু। এমন কি এদের পরিবারেই আমার বিবাহ এক রকম স্থির হয়েও গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে বোধ হয় তা আব হয়ে উঠবে না। সে যাই হোক, আমি এখনও এঁদেব বন্ধু। এঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

বিনয়। অত ভূমিকার প্রয়োজন নেই হারাণবাবু, আপনার কী বলবার আছে বলুন।

হারাণ। আপনাকেই আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। আমার প্রশ্নে আপনি রাগ করবেন না, একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন?

বিনয়। আমি কথা দিচ্চি, আমাকে অপ্রিয় প্রশ্ন করলেও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আপনাকে আক্রমণ করব না। সে রকম স্বভাব আমার নয় হারাণবাবু। আপনি নির্ভয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন।

হারাণ। আচ্ছা বিনয়বাবু, আপনি তো হিন্দু?

বিনয়। হ্যাঁ, হিন্দু বই কি?

হারাণ। আপনি হিন্দু, হিন্দুসমাজ ছাড়া আপনার পক্ষে অসম্ভব ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বিনয়। হ্যাঁ, তা পারে।

হারাণ। তবে কেন আপনি পরেশবাবুর ব্রাহ্মপরিবারে এভাবে গতিবিধি করছেন? এঁদের সমাজে এঁদের বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে নানারকম কথা উঠতে পারে, তা ভেবে দেখেছেন কি?

বিনয়। দেখুন পানুবাবু, সমাজের লোক কিসের থেকে কী কথা সৃষ্টি করবে সেটা অনেকটা তাঁদের স্বভাবের ওপর নির্ভর করবে। তার সমস্ত দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে এমন কোন কথা আছে কি?

হারাণ। কোন কুমারী মেয়ে যদি তার মায়ের সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে বাইরের পুরুষের সঙ্গে একলা এক জাহাজে ভ্রমণ করে, তাহোলে সে সম্বন্ধে সমাজের লোক আলোচনা করবে না আপনি বলতে চান?

বিনয়। বাইরের ঘটনাকে ভিতরের অপরাধের সঙ্গে আপনারাও

যদি এক আসন দেন, তবে হিন্দুসমাজ ত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মসমাজে আসবার আপনাদের কী দরকার ছিল হারাণবাবু ?

হারাণ। আমি আপনাকে বেশি কিছু বলতে চাইনে। আমার শেষ কথাটি এই, আপনাদের এখান থেকে দূরে থাকতে হবে। নইলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। আপনারা পরেশবাবুর পরিবারে একটা অশান্তি সৃষ্টি করে তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে কী অনিষ্ট বিস্তার করছেন, তা আপনারা জানেন না।

বিনয়। এসব কথা নিয়ে তর্ক করবার কোন দরকার দেখিনে। আমার পক্ষে কর্তব্য কী, আমি তা ঠিক ক'রে নিতে পারব। আপনার সাহায্যের দরকার হবে ব'লে আমার মনে হয় না।

হারাণ। বেশ তাহোলেই হোলো, তা হোলেই হোলো। আপনি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বংশীয়, আপনাকে একথা বলতে হোলো, তাতেই আমি লজ্জিত আছি। আচ্ছা নমস্কার।

[হারাণবাবু বাহির হইয়া গেল। বিনয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পরেশবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন, বিনয় উঠিয়া দাঁড়াইল।]

পরেশ। বসো বিনয় বসো।

[বিনয় বসিল ও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—]

বিনয়। আপনাদের স্নেহের ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না। আমাকে উপলক্ষ্য করে আপনাদের পরিবারে দুদিনের জন্যও যদি লেশমাত্র অশান্তি ঘটে, সেও আমার পক্ষে অসহ্য। আমাকে যা আদেশ করবেন, আমি তাই করতে প্রস্তুত।

পরেশ। বিনয়, তুমি ললিতাকে একটা সঙ্কট থেকে উদ্ধার করবার জন্য একটা দুঃসাহসিক কাজ করবে, তা আমি পছন্দ করিনে। সমাজের আলোচনার বেশি মূল্য নেই। আজ যা নিয়ে আলোচনা চলছে, দুদিন বাদে তা কারও মনে থাকবে না।

বিনয়। তবু আমার তো একটা কর্তব্য আছে, যাতে আপনাদের নামে কেউ কোন দোষারোপ করতে না পারে।

পরেশ। সঙ্কট এমন গুরুতর নয় যে এর জন্যে তোমার কিছুমাত্র ত্যাগ স্বীকার করার প্রয়োজন আছে।

বিনয়। আমি শুধু কর্তব্যের অনুরোধেই ত্যাগ স্বীকার করতে যাচ্চি এমন কথা মনেও করবেন না। আপনারা যদি সম্মতি দেন তবে আমার পক্ষে এমন সৌভাগ্য আর কিছুই হোতে পারে না। কেবল আমার ভয়—

পরেশ। সে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তুমি যা ভয় করছ তার কোন হেতু নাই। আমি সুচরিতার কাছে শুনেছি, ললিতার মন তোমার প্রতি বিমুখ নয়।

বিনয়। আপনারা যদি আমাকে যোগ্য মনে করেন, তার চেয়ে আনন্দের কথা আমার পক্ষে আর কিছুই হোতে পারে না।

পরেশ। তুমি একটু বসো। আমি এখুনি আসছি।

[পরেশবাবু বাহির হইয়া গেলেন। একটু পরেই তিনি হারাণ ও বরদাসুন্দরীকে লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিলেন]

বরদা। [গম্ভীরভাবে] তাহোলে দীক্ষার দিন তো একটি ঠিক করতে হয় ?

বিনয়। দীক্ষার কি দরকার আছে ?

বরদা। দরকার নেই, তুমি বলো কী বিনয় ? নইলে ব্রাহ্মসমাজে তোমাদের বিয়ে হবে কেমন করে !

বিনয়। ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের সঙ্গে আমার মতের মিল আছে। বিশেষভাবে দীক্ষার প্রয়োজন—

বরদা। যদি মতের মিল থাকে, তবে দীক্ষা নিতেই বা ক্ষতি কী ?

বিনয়। আমি হিন্দুসমাজের কেউ নই, একথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

বরদা। তাহোলে আপনি কি আমাদের উপকার করবার জন্য দয়া করে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন?

বিনয়। আপনি আমার উপর অবিচার করবেন না। আমি একটু আগেই ওঁকে [পরেশবাবুকে দেখাইয়া] বলেছি যদি আপনারা আমাকে ললিতার যোগ্য মনে করেন, তার চেয়ে আনন্দের কথা আমার পক্ষে আর কিছুই নেই।

পরেশ। বিনয়, তুমি সব দিক পরিষ্কার করে দেখছ না, বিবাহ তো কেবল ব্যক্তিগত নয়, এটা একটা সামাজিক কাজ। সেকথা ভুললে চলবে কেন? আমার মতে তোমার কিছুদিন সময় নিয়ে ভেবে দেখা উচিত।

বিনয়। আমি কোন সমাজকেই ভয় করিনে। আমি আর ললিতা দুজনেই যদি সত্যকে আশ্রয় করে চলি, তাহোলে আমরা সমাজকে ভয় করব কেন? সে যে সমাজই হোক, হিন্দুসমাজ কিম্বা ব্রাহ্মসমাজ।

বরদা। তাহোলে তুমি দীক্ষা নেবে না?

বিনয়। দীক্ষা আমি কোন সমাজের কাছ থেকে নেব না। উপযুক্ত গুরুর কাছ থেকে নেব। [পরেশবাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া] আপনার কাছ থেকে আমি দীক্ষা নিতে প্রস্তুত আছি।

পরেশ। কিন্তু যে-দীক্ষার কোন ফল আমার পরিবার আশা করতে পারে, সে-দীক্ষা তো আমা দ্বারা হোতে পারবে না। বিনয়। ব্রাহ্ম-সমাজেই তোমাকে আবেদন করতে হবে।

[বিনয় মাথা নিচু করিয়া রহিল।]

বরদা। এখন কী স্থির হোলো সেই কথাটি জেনে যেতে চাই।

[বিনয় তথাপি নিরুত্তর হইয়া রহিল। বরদাসুন্দরী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ও কহিলেন—]

তোমাদের এ সব ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনার মানে কী ?

[এমন সময় সুচরিতা ও ললিতা ঘরে প্রবেশ করিল। ললিতাকে দেখিয়া বরদাসুন্দরী আজ জ্বলিয়া উঠিলেন ও চীৎকার করিয়া কহিলেন—]

ললিতার তুমি কী সর্বনাশ করতে বসেছ সে কথা একবার ভেবে দেখেছ ?

ললিতা। ললিতার কোন সর্বনাশ বিনয়বাবু করেন নি, কেন তুমি বিনয়বাবুকে অযথা অপমান করছ মা ?

[বরদাসুন্দরী হতবুদ্ধি হইয়া ললিতার মুখের দিকে তাকাইলেন ও কহিলেন—]

বরদা। দীক্ষা না নিলে তোমাদের বিয়ে হবে কী করে ?

ললিতা। কেন হবে না ?

বরদা। হিন্দুমতে হবে নাকি ?

ললিতা। তাও হোতে পারে। যদি কোন বাধা উপস্থিত হয়, সে আমরা দূর ক'রে দোবো।

[বরদাসুন্দরীর মুখ দিয়া কিছুক্ষণ কথা বাহির হইল না। তারপর চীৎকার করিয়া কহিলেন—]

বরদা। বিনয়, যাও, তুমি যাও এ বাড়ি থেকে। তুমি এ বাড়িতে আর কখনও এসো না।

[বিনয় মাথা নিচু করিয়া রহিল। পরেশবাবু বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন, ললিতা কাঁদিয়া ফেলিল। সুচরিতা একটি পাখা লইয়া উত্তেজিত বরদাসুন্দরীকে পাখার হাওয়া করিতে লাগিল; হারাণবাবু বরদাসুন্দরীকে একটি চেয়ারে বসাইল।]

হারাণ। আপনি বসুন, আপনি বসুন,—আপনি উত্তেজিত হবেন না।

[তারপর ললিতার দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—]

অবাধ্য সন্তান—

পঞ্চম দৃশ্য

[কৃষ্ণদয়ালের বাটি, বেলা ৯টা, একতলার সাধারণ বৈঠকখানা। অবিনাশ, রমাপতি, মতিলাল ও আরও কয়েকটি যাত্রাদলের বালক গান গাহিতেছে। ভুল হইলে অবিনাশ তাহা সংশোধন করিয়া দিতেছে।

মহিম হাতে হুঁকা লইয়া প্রবেশ করিলেন। ছেলেরা গান বন্ধ করিল।]

মহিম। বলি ব্যাপার কী হে অবিনাশ? এরা কারা হে, এঁ্যা?

অবিনাশ। আজ্ঞে, যাত্রাদলের ছেলে। গোরাদা'কে এগিয়ে আনতে যাব কি না, এরা গান গাইবে।

মহিম। [হাসিয়া] এ'কেই বলে চেলা, "গুরু মিলে লাখে লাখ, চেলা মিলে এক।" আমাদের গোরাচাঁদের চেলা-ভাগ্যি ভালো, তা এ গান বাঁধলে কে হে?

অবিনাশ। আজ্ঞে আমি।

মহিম। বটে! দেখি, দেখি।

[অবিনাশ একটি ছাপানো গানের কাগজ মহিমকে দিল। মহিম উচ্চৈঃস্বরে গানটি পাঠ করিলেন।]

দুঃখ নিশীথিনী হোলো আজি ভোর।
কাটিল কাটিল অধীনতা ডোর
মোদের কাটিল ঘুমের ঘোর
হৃদয়েতে আজ এসেছে জোর ॥
এসেছে দেবতা
এনেছে বারতা
দূরে যাবে সব দুঃখ কাতরতা
খুলেছে খুলেছে স্বাধীনতা দোর
(আর) ঝরিবে না কারো আঁখির লোর ॥

বাঃ, বাঃ, বাঃ,—খাসা রচনা হয়েছে তো? তোমার যে এমন কবিতা লেখার ক্ষমতা আছে তা তো জানতাম না হে অবিনাশচন্দ্র!

অবিনাশ। [লজ্জিত হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে]—তাড়াতাড়ি ঐ যা হয়েছে। তেমন সুবিধে ক'রে উঠতে পারলাম না।

মহিম। এর চেয়ে আবার কী সুবিধে করবে হে? খাসা হয়েছে, দিব্যি হয়েছে। কিন্তু,—তা,—তুমি ঠিক জানো তো অবিনাশ গোরা বিকেলে আসছে?

অবিনাশ। ভালো করে না জেনেই কি আমি চলে এসেছি? আমার তো ইচ্ছে ছিল গোরাদাকে সঙ্গে করেই বাড়ি ফিরি। কিন্তু কিছুতেই রাজি হোলো না। চাঁদপাল ঘাটে তিনটের সময় ষ্টীমার পৌঁছবে, একটার সময় ঘাটে গেলেই চলবে।

মহিম। কোথায় বিনয় আজ সবাইকার আগে গিয়ে গোরাকে এগিয়ে নিয়ে আসবে তা না হয়ে কোথা থেকে কী হয়ে গেল দেখো।

অবিনাশ। যা-ই বলুন, লোকটিকে আমি গোড়া থেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছিলাম। অমন গুজগুজে লোক কখনও ভালো হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি ঠক্‌বেন, এ আমি ব'লে রাখছি।

মহিম। কেন, ঠক্‌বেন কেন?

অবিনাশ। আপনি যেন কাউকে বলবেন না। একটু শিক্ষা হওয়া বিশেষ দরকার। যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, তার ফুসফুসের দোষ আছে।

মহিম। ফুসফুসের দোষ আছে! তুমি কী করে জানলে?

অবিনাশ। আমাকে পানুবাবু বলেছেন।

মহিম। পানুবাবুটি কে?

অবিনাশ। পানুবাবু হচ্চেন একজন বেহ্মদের পাণ্ডা। তাঁরও তাক ছিল ওদের বড় মেয়েটির উপর। ওঁরও খুব রাগ হয়েছে কিনা, কোথা থেকে বিনয় উড়ে এসে জুড়ে বসল। সে-ই তো আমায় সব কথা বললে। নইলে বেহ্মদের ঘরের কথা আমি আর জানব কোত্থেকে বলুন? যাকে বিয়ে করবে, দুদিন বাদে সেও পট করে মরে যাবে। আর বিনয়বাবুরও তাঁতিকুল বোষ্টমকুল দুই-ই যাবে; এ আপনি মিলিয়ে দেখে নেবেন। অবিনাশের মুখ দিয়ে বাজে কথা বেরোয় না।

মহিম। গোরা মর্মান্তিক দুঃখ পাবে।

অবিনাশ। তা একটু পাওয়া দরকার হয়েছে। সব কাজেই ওঁর বিনয়কে না হোলে চলে না। বিনয়টি যে কী চীজ তা এবার বুঝুন।

[ছোট ছোট ছেলেদের অবিনাশ আদেশ করিল—]

এই তোরা গানটি আর একবার রিহার্শেল দিয়ে নে।

[বলিয়া হারমোনিয়ামটি টানিয়া লইয়া তাহাতে সুর ধরিল। বালকেরা গাহিতে লাগিল—]

দুঃখ নিশীথিনী হোলো আজি ভোর,
কাটিল কাটিল ইত্যাদি—

[গান চলিতেছে, এমন সময় একটি বালক প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—]

বালক। গোবাদা এসেছে।

[মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। অবিনাশ হারমোনিয়াম ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিল ও ছেলেদের চীৎকার করিয়া আদেশ দিল—]

অবিনাশ। গেয়ে যা', গেয়ে যা', তোরা গলা ছেড়ে গেয়ে যা'।

[বালকের দল চীৎকার করিয়া গানটি গাহিতে লাগিল। অবিনাশ টেবিলের উপর হইতে কলাপাতায় মোড়া একটি কুন্দফুলের গোড়ে মালা একটি বালকের হাতে দিল ও নিজে একটি চন্দন কাঠের বাক্স লইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। মহিম গোরার হাত ধরিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।]

গোরা। অবিনাশ, এসব কী কাণ্ড তোমার?

[বালকগণ গান থামাইয়া দিল।]

অবিনাশ। আজ সমস্ত ভারতভূমির মুখপাত্র হয়ে এই সম্মানের মালা—[বলিয়া বালকটির হাত হইতে মালা লইয়া গোরার গলায় পরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। গোরা তাহার হাত ধরিয়া কহিল—]

গোরা। অবিনাশ, এসব কী ছেলেমানুষী করছ? এ সব আমার অসহ্য তা তো তুমি জানো?

অবিনাশ। [গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে]—ছ'মাস ধরে জেলে তুমি যে-দুঃখ ভোগ করেছ গোরাদা, আমরা তার চেয়ে কিছুমাত্র কম সহ্য করিনি। প্রতি মুহূর্তে তুষানলে আমাদের বক্ষের পঞ্জর দগ্ধ হয়েছে।

গোরা। [হাসিয়া]—ভুল করছ অবিনাশ! একটু তাকিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে যেখানকার তুষ সেখানেই আছে। আর ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করালেই জানতে পাবে তোমাদের বক্ষের [অবিনাশের বুকে চাপড় দিয়া] পঞ্জরগুলিরও তেমন কিছু মারাত্মক লোকসান হয় নি। তোমার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই তোমাকে ভুল সময় ব'লে দিয়েছিলাম। পাছে তুমি ষ্টীমার ঘাটে গিয়ে

আমাকে একটি সং সাজিয়ে যাত্রার দলের অভিনয় সুরু করে দাও। তুমি যে দলবল নিয়ে বাড়িতে বসে আছ, এ আমি কল্পনাও করতে পারি নি। যাও খোকারা বাড়ি যাও। শুধু শুধু এদের ধরে নিয়ে এসে কষ্ট দিচ্ছ,—ছিঃ ছিঃ।

[বালকেরা গোরাকে নমস্কার করিয়া একে একে বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। অবিনাশ হাত তুলিয়া তাহাদিগকে থামিতে বলিল ও লাফাইয়া তক্তপোষের উপর উঠিল ও সকলকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে কহিল—]

অবিনাশ। এই দাঁড়া, যাস্‌নে। (গৌরমোহনবাবু বিরক্ত হোতে পারেন। কিন্তু আজ আমার হৃদয় যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তখন একথা না ব'লেও আমি থাকতে পারছিনে। বেদ উদ্ধারের জন্য আমাদের এ পুণ্য ভূমিতে অবতার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তেমনি হিন্দুধর্মকে উদ্ধার করবার জন্যই আমরা এই অবতারকে পেয়েছি। পৃথিবীতে কেবল আমাদের দেশেই ষড়ঋতু আছে। আমাদের এই দেশেই কালে কালে অবতার জন্মেছেন এবং আরও জন্মাবেন। আমরা ধন্য যে সে সত্য আমাদের কাছে প্রমাণ হয়ে গেল।) বলো ভাই, গৌরমোহনের জয়।

সকলে। গৌরমোহনের জয়।

[গোরা বাধা দিয়াও অবিনাশকে থামাইতে পারিল না। বিরক্তির চিহ্ন তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল,—বলিল—]

গোরা। চুপ করো সব। যাও, তোমরা বাড়ি যাও।

[সকলে বিস্মিত হইয়া চুপ করিল ও গোরাকে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া একে একে বাহির হইয়া গেল।]

অবিনাশ, তুমি কি আবার আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চাও? তোমার এ অত্যাচারের চেয়ে জেল যে ঢের ভালো ছিল।

অবিনাশ। [গদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে]—গোরাদা—

[মহিম দ্রুতবেগে প্রবেশ করিলেন ও কহিলেন—]

মহিম। বাবা আসছেন।

[সকলেই সন্ত্রস্ত হইল। কৃষ্ণদয়াল গঙ্গাজল ছিটাইতে ছিটাইতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। গোরা দূর হইতে কৃষ্ণদয়ালকে প্রণাম করিল।]

কৃষ্ণ। থাক থাক,—এইমাত্র এলে বুঝি?

গোরা। হাঁ, এই একটু আগে এসেছি। বাবা, আমি একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

কৃষ্ণ। তার তো কোন প্রয়োজন দেখিনে।

গোরা। জেলের ভিতর নিজেকে অত্যন্ত অশুচি ব'লে মনে হোত, সে গ্লানি এখনও আমার যায় নি। প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতেই হবে।

কৃষ্ণ। [ব্যস্ত হইয়া]—না না, তোমার অত বাড়াবাড়ি করতে হবে না। আমি ওতে মত দিতে পারি নে।

গোরা। আচ্ছা, আমি না হয় এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত নেব।

কৃষ্ণ। [বিরক্তির সহিত]—কোন পণ্ডিতের মত নিতে হবে না। আমিই তোমাকে বিধান দিচ্ছি, তোমার প্রায়শ্চিত্তের কোন প্রয়োজন নেই। তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, আমি ওসব মোটেই পছন্দ করি না। আমি বেঁচে থাকতে তা কোন মতেই হোতে পারবে না।

গোরা। কেন?

কৃষ্ণ। কেন কী? আমি বলছি প্রায়শ্চিত্তের কোন দরকার নেই।

গোরা। বলছেন তো, কিন্তু কারণ তো কিছু দেখাচ্চেন না।

কৃষ্ণ। এ সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম গুরুজনের অনুমতি ব্যতীত করবার বিধি নেই। ওতে যে পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ করতে হয় তা জানো?

গোরা। তাতেই বা বাধা কী?

কৃষ্ণ। সম্পূর্ণ বাধা আছে। তুমি সকল কথায় তর্ক করতে যেও না গোরা! এমন ঢের জিনিষ আছে যা এখনও তোমার বোঝবার ক্ষমতাও হয়নি। তোমার প্রত্যেক রক্তের কণা তার প্রতিকূল। হিন্দু হব বললেই হওয়া যায় না। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি চাই।

গোরা। জন্মজন্মান্তরের কথা জানিনে। কিন্তু আপনাদের বংশের রক্তের ধারায় যে অধিকার প্রবাহিত হয়ে আসছে, আমি কি তারও দাবী করতে পারব না?

কৃষ্ণ। আবার তর্ক! আমার মুখের উপর প্রতিবাদ করতে তোমার সঙ্কোচ হয় না! এদিকে তো বলো হিন্দু,—বিলিতি ঝাঁজ যাবে কোথায়?

[অবিনাশ, মতিলাল ও রমাপতিকে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—]

তোমরাই বুঝি গোরাকে নাচিয়ে তুলেছ? ও-সব প্রায়শ্চিত্ত-টিত্ত হবে না। আমার ওতে একেবারেই মত নেই।

[বলিয়া তিনি নিজের শরীরে ও উপস্থিত সকলের শরীরে জলের ছিটা দিয়া, মেঝেতে জল ছিটাইতে ছিটাইতে বাহির হইয়া গেলেন।]

গোরা। অবিনাশ, মতিলাল, রমাপতি তোমরা এখন যাও, আমি খানিকক্ষণ একলা থাকতে চাই।

[তাহারা চলিয়া গেল।]

মহিম। উপরে মা'র কাছে চলো গোরা।

গোরা। না দাদা, গঙ্গাস্নান না ক'রে উপরে যেতে পারিনে।

[এমন সময় সুচরিতাকে সঙ্গে করিয়া আনন্দময়ী প্রবেশ করিলেন। মহিম তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। গোরা দূর হইতে মা'কে প্রণাম করিয়া কহিল—]

গোরা। পায়ের ধুলোটা এখন নিতে পারলুম না মা, পরে হবে।

[আনন্দময়ী কোন কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।]

গোরা। [সুচরিতাকে]—ও, আপনিও এসেছেন!

[সুচরিতা কোন উত্তর না দিয়া মাথা নিচু করিল।]

আনন্দময়ী। আমার মেয়ে থাকলে যে কী সুখ হোত, এবার তা বুঝতে পেরেছি বাবা গোরা। [সুচরিতাকে] তুমি লজ্জা করছ মা? কিন্তু তুমি আমার দুঃসময়ে আমাকে কত সান্ত্বনা দিয়েছ। সে-কথা আমি তোমার সামনে না ব'লেই বা বাঁচি কী ক'রে?

গোরা। মা, তোমার দুঃখের দিনে উনি তোমার দুঃখের ভাগ নিতে এসেছিলেন, আবার সুখের দিনেও তোমার সুখ বাড়াবার জন্য এসেছেন। হৃদয় যাদের বড় তাঁদের এই রকম ব্যবহারই স্বাভাবিক।

তোমরা উপরে যাও মা, আমি একেবারে গঙ্গাস্নান সেরে উপরে যাব।

আনন্দময়ী। আচ্ছা বাবা, এসো মা।

[আনন্দময়ী ও সুচরিতা বাহির হইয়া গেলেন।]

[মহিম হুঁকা হাতে প্রবেশ করিলেন ও চৌকিতে বসিয়া গোরাকে বলিলেন—]

মহিম। বসো গোরা।

[গোরা একটি চেয়ারে বসিল।]

আরে কাছেই বসো না, ও, অশুচি হয়ে আছ? তা শাস্ত্রে আছে কাষ্ঠাসনে দোষ নেই।

[মহিম হুঁকাতে দু'একটি টান দিয়া কহিলেন—]

কতদিন থেকে তোমাকে সাবধান হোতে বলেছিলাম যে বেগড়াবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কথাটা তখন কানেই নিলে না। সেই সময় জোরজার ক'রে কোনমতে শশীমুখীর সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে

কোন কথাই থাকত না। কা কস্য পরিবেদনা,—বলিই বা কা'কে শোনেই বা কে? বিনয়ের মতো ছেলে তোমার দল ভেঙে গেল এ কি কম আফশোষের কথা?

গোরা। থাক্‌ দাদা, ও সব কথা থাক্‌, আমি কাল জেলে বসেই সব শুনেছি অবিনাশের কাছ থেকে।

মহিম। তা তো শুনবেই ভাই। (তোমার মনে যে কী রকম আঘাত লেগেছে তা কী আর আমি বুঝছি না? তা দেখো শশীর সঙ্গে ওর বিয়ের কথাটা নিয়ে বেশ একটু গোলমাল হয়ে গেছে।) এখন শশীর বিয়েটা দিতে আর দেরি করলে তো চলবে না। একটি ভালো পাত্র,—না, না, তোমার ভয় নেই। তোমাকে আর ঘটকালি করতে বলব না। সে আমি নিজেই ঠিকঠাক ক'রে নিয়েছি। আর তোমাকে ঘটকালি করতে বলি,—বেশ শিক্ষা আমার হয়েছে।

গোরা। পাত্রটি কে?

মহিম। [হাসিয়া]—তোমাদের অবিনাশ—

গোরা। অবিনাশ!

মহিম। হ্যাঁ।

গোরা। সে রাজি হয়েছে?

মহিম। রাজি হবে না,—এ কি তোমার বিনয় পেয়েছ? যা-ই বলো গোরা, তোমার দলের মধ্যে ঐ অবিনাশ ছেলেটি তোমার ভক্ত বটে। আহ্লাদে নেচে উঠল সম্বন্ধের কথা শুনে। বললে, এ আমার ভাগ্য, এ আমার গৌরব।

গোরা। কথাটা পাকা হয়ে গেছে তার বাপের সঙ্গে?

মহিম। হ্যাঁ, মায় দক্ষিণে শুদ্ধ।

গোরা। দিনক্ষণও কি একেবারে স্থির?

মহিম। স্থির বই কি, পূর্ণিমা তিথিতে।

গোরা। এত বেশি তাড়াতাড়ি করবার কী দরকার ছিল দাদা? অবিনাশ বিনয়ের মতো ব্রাহ্মসমাজে ঢুকবে, এমন আশঙ্কা নেই।

মহিম। না, তা নেই বটে। বাবা কী রকম জবুথবু হয়ে গেছেন সেটা লক্ষ্য করেছ? বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে বিয়েটা হয়ে গেলেই সুবিধে হয়। ওঁর পেন্সনের টাকাগুলো ওঙ্কারানন্দ স্বামীর হাতে পড়বার আগেই কাজটা সাধতে পারলে আমাকে আর বেশি ভাবতে হয় না। আর বাবাও নাতনীর বিয়েটা দেখে যেতে পাবেন।

গোরা। সে স্বামীজীটি এখনও আছেন না কি?

মহিম। নিশ্চয় আছেন। তাঁর সঙ্গে আবার আর একটি এসে জুটেছেন। তিনি আবার বাবাকে তিন বেলা স্নান করান। তার ওপর আবার এমন হঠযোগ সুরু করিয়েছেন যে নাড়ী-টাড়ী সব একেবারে উল্টোপাল্টা হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। খুব শীঘ্রই যাতে বাবার টাকাগুলো হাতাতে পারে, দুটোরই সেই মতলব। তোমায় আর কিছু করতে হবে না ভাই, তুমি শুধু অবিনাশকে একটু উৎসাহ দিও,—ব্যাস্, তাহোলেই আর কিছু করতে হবে না।

[মহিম নিজের কথার উৎসাহে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং হুঁকা টানিতে টানিতে বাহির হইয়া গেলেন। গোরা তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল।]

—·—

ষষ্ঠ দৃশ্য

[সুচরিতার বাটি। বেলা ৩টা। বসিবার ঘর। সাধারণ আসবাব সাজানো রহিয়াছে। ঘরের একপাশে একটি ড্রেসিং টেবিল, তাহার উপর প্রসাধনের দ্রব্য সাজানো। দেয়ালে ঝুলানো কতকগুলি ছবি গৃহকর্ত্রীর সুরুচির পরিচয় দিতেছে। তাহা ছাড়া একটি টেবিল ও

তিনখানা চেয়ার ঘরের মাঝখানে স্থাপিত রহিয়াছে। টেবিলের উপর নানা প্রকার মাসিক পত্রিকা, খবরের কাগজ, লিখিবার সরঞ্জাম প্রভৃতি রহিয়াছে।

সুচরিতা একটি চেয়ারে বসিয়া গোরার রচনা পড়িতেছে। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল—]

ভৃত্য। একজন বাবু এসেছেন।

সুচরিতা। বাবু,—কোন্ বাবু? বিনয়বাবু?

ভৃত্য। না, ফর্সা একটি বাবু।

সুচরিতা। ও, আচ্ছা, বাবুকে নিয়ে এসো।

[ভৃত্য চলিয়া গেল। সুচরিতা দ্রুতপদে ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে গিয়া কম্পিত হস্তে সাজপোষাকে একটু আধটু পারিপাট্য সাধন করিয়া দরজার দিকে চাহিয়া আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গোরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—]

গোরা। আমি জানতুম না, আপনি নিজের বাড়িতে এসেছেন। পরেশবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছেই শুনলাম। আমার আসাটা,—বোধ হয় খুব অসময়ে এসে পড়েছি?

সুচরিতা। না না, আপনি বসুন।

[গোরা একটি চেয়ারে বসিল।

গোরা সুচরিতার দিকে তাকাইল। সুচরিতা মুখ নিচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কী কথা বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল —]

সুচরিতা। মাসীমা আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অনেক দিন থেকে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। তাঁকে খবর দেবো?

গোরা। আচ্ছা।

[সুচরিতা চলিয়া গেল। গোরা টেবিল হইতে একখানি পত্রিকা তুলিয়া দেখিল উহা তাহারি রচনা। এমন সময় হরিমোহিনী ও সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুচরিতা গোরার হাতে তাহার রচনা দেখিয়া লজ্জিত হইল। গোরা কহিল—]

এ কী, আমার লেখা কার কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন আপনি?

সুচরিতা। [মাথা নিচু করিয়া আরক্তিম মুখে]—বিনয় বাবুর কাছ থেকে।

[গোরা হরিমোহিনীকে প্রণাম করিল। হরিমোহিনী অপলক নেত্রে গোরার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিলেন—]

হরি। বেঁচে থাকো বাবা, তোমার কথা অনেক শুনেছি। তুমি গৌর? আহা গৌরই বটে। কীর্তনের গানে শুনেছি—"চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া গো। কে মাজিলে গোরার দেহখানি—" আজ তাই চোখে দেখলুম বাবা। কোন প্রাণে তোমাকে জেলে দিয়েছিল আমি সেই কথা ভাবছি।

গোরা। [হাসিয়া] আপনারা যদি ম্যাজিস্ট্রেট্‌ হতেন, তাহোলে জেলখানায় ইঁদুর বাদুরের বাসা হোত।

হরি। না বাবা, পৃথিবীতে চোর জোচ্চোরের অভাব কী? ম্যাজিস্ট্রেটের কি অভাব ছিল না? জেলখানা আছে ব'লেই কি জেলে দিতে হবে?

গোরা। ম্যাজিস্ট্রেটকে আসামীর দিকে তাকাতে নেই। ওঁরা কেবল আইনের বইয়ের দিকে তাকিয়ে নিজের কাজ করেন।

হরি। তোমাকে কিছু খেয়ে যেতে হবে বাবা, তোমার মতো ব্রাহ্মণের ছেলেকে আমি অনেক দিন খাওয়াই নি। ক্ষুদ কুঁড়ো যা আছে আমি জোগাড় করেছি। তুমি না খেয়ে চলে গেলে আমি মনে বড় দুঃখ পাব বাবা।

গোরা। আপনার এত আদরের নিমন্ত্রণ আমি কি উপেক্ষা করতে পারি? আপনি জোগাড় করুন, আমি খেয়েই যাব।

[হরিমোহিনী আনন্দিত হইলেন, সুচরিতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন]

হরি। এ'কেই তো বলি ব্রাহ্মণ, দেখেছিস রাধারাণী, যেন হোমের আগুন।

[হরিমোহিনী বাহির হইয়া গেলেন।]

গোরা। [সুচরিতাকে—একটু কঠোর ভাবে] আপনি—বসুন।

[সুচরিতা বসিল, গোরাও বসিল।]

আপনারা ব্রাহ্মমতে বিনয়ের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন।—কাজটা কি ভালো করছেন?

সুচরিতা। আমার কাছ থেকে আপনি এ ছাড়া আর কী প্রত্যাশা করেন?

গোরা। আপনার কাছ থেকে আমি কোন কিছু ছোট প্রত্যাশা করিনে। অন্য পাঁচজনের কথায় ভুলে আপনি নিজেকে ছোট ব'লে জানবেন না। আপনার সঙ্গে আমার সামান্য দিনের আলাপ। তা সত্ত্বেও আমি স্থির জানি, আপনি কোন একটি বিশেষ দলভুক্ত লোক নন।

সুচরিতা। আপনি নিজেও কি কোন দলভুক্ত লোক নন?

গোরা। না। আমি হিন্দু, হিন্দু তো কোন দল নয়। হিন্দু একটা জাতি। সমুদ্র যেমন ঢেউ নয়, হিন্দুও তেমনি দল নয়।

সুচরিতা। হিন্দু যদি দল নয়, তবে দলাদলি করে কেন?

গোরা। মানুষকে মারতে গেলে সে আত্মরক্ষা করতে যায় কেন? তার প্রাণ আছে ব'লে। পাথরই সকল রকম আঘাতে চুপ করে পড়ে থাকে। যার প্রাণ আছে সে তো তা পারে না।

সুচরিতা। আমি যাকে ধর্ম ব'লে জ্ঞান করি, হিন্দু যদি তাকে আঘাত ব'লে ভাবে, সে-জায়গায় আমাকে কী করতে বলেন ?

গোরা। সে আঘাত আপনাকে সইতে হবে। [একটু চিন্তা করিয়া] এ বিয়ে হিন্দুজাতির বিরাট সত্তায় খুব বেদনাকর আঘাত দেবে। আপনারা ভাবছেন বিনয়কে ব্রাহ্মধর্মমতে বিয়ে দেওয়া আপনাদের কর্তব্য। ইঁদুরও ভাবে জাহাজের খোল কাটা তার কর্তব্য। ইঁদুরের প্রবৃত্তি ও আচরণ আর আপনাদের প্রবৃত্তি ও আচরণের মধ্যে তফাৎ কোন্‌খানটায় আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন ?

সুচরিতা। [একটু চুপ করিয়া থাকিয়া]—আমি এখন কী করতে পারি ? কথাবার্তা যে সব ঠিক হয়ে গেছে ?

গোরা। আমি সব শুনেছি। বিনয় আমাদের ত্যাগ করবে, কোনদিন ভাবতে পারিনি।

সুচরিতা। আপনি খুব বেশি চিন্তিত হবেন না। বিনয়বাবু দীক্ষাও নেন নি, ব্রাহ্মসমাজেও যোগ দেন নি।

গোরা। সে খবর আমি জানি।

[এমন সময় সতীশ কাঁদ-কাঁদ হইয়া ঘরে ঢুকিল ও বলিল—]

সতীশ। দিদি—

সুচরিতা। কী সতীশ ?

সতীশ। পানুবাবু এসেছেন।

[সঙ্গে সঙ্গে হারাণ বাবু দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

সুচরিতা। [দাঁড়াইয়া উঠিয়া]—আমাকে মাপ করবেন, আজ আপনার সঙ্গে কথা কইবার সুবিধে হবে না।

হারাণ। কেন ? [গোরাকে দেখিয়া] এই যে গৌর বাবু, ভালোই হয়েছে। আপনার সঙ্গে বিশেষ ক'টা কথা আছে।

[বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি চেয়ার দখল করিয়া বসিল।]

সুচরিতা। [গোরাকে]—আপনার খাবার হোলো কিনা আমি দেখে আসছি।

[সুচরিতা বাহির হইয়া গেল, সতীশও দিদিকে অনুসরণ করিল।]

হারাণ। [গোরাকে]—কিছু রোগা রোগা দেখছি যেন?

গোরা। [হারাণের প্রতি না চাহিয়া]—আজ্ঞে হাঁ, কিছুদিন রোগা হওয়ার চিকিৎসাই চলছিল।

হারাণ। ওঃ তাই তো আপনাকে খুব কষ্ট পেতে হয়েছে বোধ করি?

গোরা। যে-রকম আশা করা যায়, তার চেয়ে বেশি কিছুই নয়।

হারাণ। বিনয়বাবু যে কাজ করতে যাচ্ছেন, আপনি বোধ হয়—

গোরা। হাঁ শুনেছি।

হারাণ। আপনার এতে সম্মতি আছে?

গোরা। বিনয় তো আমার সম্মতি চায় নি।

হারাণ। আপনার কি মনে হয় না শুধু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যেই বিনয়বাবু এ কাজে অগ্রসর হচ্ছেন? আপনি তো মানবচরিত্র জানেন?

গোরা। মানবচরিত্র নিয়ে আমি অনাবশ্যক আলোচনা করিনে।

হারাণ। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, আপনার যা বিশ্বাস তা সত্যই হোক, আর মিথ্যেই হোক, এটা আমি নিশ্চয়ই জানি, কোন প্রলোভন তা থেকে আপনাকে টলাতে পারবে না। কিন্তু—

গোরা। আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার এমন কী মূল্য? তা থেকে বঞ্চিত হোলেও আমার কোন ক্ষতি হবে না। আপনি মনে রাখবেন হারাণবাবু! বিনয় আমার বন্ধু। সে যা-ই করুক না কেন, তবুও সে আমার বন্ধু। তার সম্বন্ধে কোন আলোচনা আপনার সঙ্গে আমি করতে চাই নে।

হারাণ। [একটু অপদস্থ হইয়া]—এই ব্যাপারের সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের যোগ আছে ব'লেই আমি একথা তুলেছি, নইলে—

গোরা। আমি তো ব্রাহ্মসমাজের কেউ নই মশায়? আমার কাছে বিনয়ের বিরুদ্ধে এ অভিযোগের কী কারণ, তা কিছুই বুঝতে পারছি না।

[এমন সময় সুচরিতা ঘরে প্রবেশ করিল।]

হারাণ। সুচরিতা, তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে।

সুচরিতা। [হারাণের কথায় কান না দিয়া]—গৌর বাবু, উপরে আপনার খাবার দেওয়া হয়েছে, চলুন। মাসিমা পানুবাবুর সামনে বের হবেন না। তিনি আপনার খাবার নিয়ে বসে আছেন।

হারাণ। সুচরিতা, একবার ও ঘরে চলো তো। একটা কথা বলেনি।

সুচরিতা। আপনার কথা শোনবার আমার সময় নেই; আসুন গৌর বাবু। [গোরা উঠিল।]

হারাণ। আমি তাহোলে অপেক্ষা করি?

সুচরিতা। কেন মিথ্যে অপেক্ষা করবেন? আমার সময় হবে না।

[সুচরিতা ও গোরা চলিয়া গেল। হারাণ বোকার মতো তাহা-দিগের প্রতি তাকাইয়া রহিল।]

[চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কৃষ্ণদয়ালের বাটি, সাধারণ বৈঠকখানা। মহিম, অবিনাশ ও অন্যান্য গোরার চেলাবৃন্দ বসিয়া গোরার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। অবিনাশের হাতে একটি ফর্দ। তাহাতে বাংলাদেশের বড় বড় পণ্ডিতদের নাম লেখা। মহিম তামাক টানিতেছে। অবিনাশ ফর্দটা মহিমকে দিল।]

মহিম। এতগুলো পণ্ডিত এসে জুটবে;—কী সর্বনাশ। এ যে বৃহৎ ব্যাপার করে তুললে হে অবিনাশ চন্দ্র! একেবারে বৃষোৎসর্গের ঘটা!

অবিনাশ। নিশ্চয়ই, করতে হবে না! আপনি বলেন কী! একটা moral effect হওয়া দরকার। সকলে বুঝুক, বিশেষ করে ঐ ব্রেহ্মরা, যে হিন্দু সমাজ এখনও মাথা চাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়ের মতো।

মহিম। আচ্ছা তোমাদের কি সবারই মাথা খারাপ হয়ে গেছে? তোমরা এই সব করতে যাচ্চ, বাবা জানেন?

অবিনাশ। না। তিনি জানলে আমাদের বাধা দেবেন তা আমরা বিলক্ষণ জানি। সেই জন্যেই গোপনে এই সবের আয়োজন কচ্চি। দেখবেন, আমাদের মতলব যেন প্রকাশ না হয়।

মহিম। না, না, তোমরা নির্ভয়ে করতে পারো, আমি কিছু বলব না।

[অবিনাশ ইত্যাদি সকলে চলিয়া গেল। মহিম তামাক টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল। এমন সময় দেখা গেল গোরা সেই ঘরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।]

মহিম। গোরা শুনে যাও, একটা কথা আছে। [গোরা চৌকিতে বসিল।] বসো রাগ কোরো না ভায়া! একটু ভয় হয়, তাই জিজ্ঞাসা করছি, বলি, তোমারও কি বিনয়ের ছোঁয়াচ্ লেগেছে নাকি! ও অঞ্চলে যে বড় ঘন ঘন যাওয়া আসা চল্‌ছে ?

গোরা। [লজ্জিত হইয়া]—না না, সে ভয় নেই।

মহিম। যে-রকম গতিক দেখছি, কিছু তো বলা যায় না। তুমি ভাব্‌ছ ওটা একটা খাদ্যদ্রব্য, দিব্যি গিলে ফেলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। কিন্তু বঁড়শীটি যে ভিতরে আছে, সে তোমার বন্ধুর দশা দেখলেই বেশ বুঝতে পারবে।

[গোরা চৌকি ছাড়িয়া উঠিল।]

আহা যেও না, আসল কথাটাই এখনও বলা হয় নি।

[গোরা বসিল]

ব্রাহ্ম মেয়ের সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে তো একেবারে পাকাপাকি হয়ে গেছে। এর পর ওর সঙ্গে আমাদের কোনরকম ব্যবহার চলবে না। সে আমি তোমাকে আগে থাকতেই ব'লে রাখছি।

গোরা। সে তো চলবেই না।

মহিম। কিন্তু মা যদি গোলমাল করেন তবে তো বড় সুবিধে হবে না। আমরা গেরস্থ মানুষ। অম্‌নিতেই মেয়ের বিয়ে দিতে সাত হাত জিভ্ বেরিয়ে পড়ে। তারপর ঘরের মধ্যে যদি ব্রাহ্মসমাজ বসাও, তাহোলে আমাকে কিন্তু এখান থেকে বাস ওঠাতে হবে।

গোরা। না না, সে কিছুতেই হবে না।

মহিম। তাই আমি বলছিলাম ভাই, শশির বিয়েতে, বিনয়কে

'নেমতন্ন করা চলবে না। মা'কে তুমি এখন থেকে সাবধান করে দিও। ঐ নিয়ে তিনি আবার না একটি কাণ্ড বাধান।

[মহিম বাহির হইয়া গেল। গোরা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিতে যাইবে এমন সময় আনন্দময়ী ঘরে প্রবেশ করিলেন।]

আনন্দময়ী। গোরা তোর সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে। বিনয়ের কাকা রাগ কবেছেন, তাঁরা কেউ এ বিয়েতে আসবেন না। শুনলুম, পরেশবাবুর বাড়িতেও এ বিয়ে হয় কিনা সন্দেহ। বিনয়কেই সব ব্যবস্থা করতে হবে। আমি বলছিলুম, আমাদের পুরোনো বাড়ির ভাড়াটে উঠে গেছে। ঐখানেই যদি বিনয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহোলে খুব সুবিধে হবে।

গোরা। কী সুবিধে হবে?

আনন্দময়ী। আমি যখন তখন গিয়ে দেখা-শুনো করতে পারি। নইলে, ও যে মহা বিপদে পড়বে?

গোরা। সে হবে না মা।

আনন্দময়ী। কেন হবে না? কর্তাকে আমি রাজি করিয়েছি।

গোরা। না মা, এ বিয়ে এখানে হোতে পারবে না।

আনন্দময়ী। আমার কথাটাই আগে—

গোরা। আমি বলছি, আমার কথা শোনো।

আনন্দময়ী। কেন, বিনয় তো ওদের মতে বিয়ে করছে না?

গোরা। ওসব তর্কের কথা মা। সমাজের সঙ্গে ওকালতি চলবে না। বিনয় যা' খুশি করুক, আমরা এ বিয়ে মানব না। কলকাতার সহরে বাড়ির অভাব নেই। তার নিজেরও তো বাসা আছে?

আনন্দময়ী। তোমাদের যদি এতই অমত, অন্য জায়গাতেই বাড়ি ভাড়া করতে হবে, একটু কষ্ট হবে, তা আর কী করব।

[আনন্দময়ী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।]

গোরা। মা, এ বিয়েতে তুমি যেতে পারবে না।

আনন্দময়ী। তুই বলিস্ কী গোরা! বিনয়ের বিয়েতে আমি যাব না তো, কে যাবে?

গোরা। সে কিছুতেই হবে না মা।

[আনন্দময়ী কিছুক্ষণ গোরার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—]

আনন্দময়ী। গোরা, বিনয়ের সঙ্গে তোর মতের মিল না হোতে পারে; তাই ব'লে কি ওর সঙ্গে এমন ক'রে শত্রুতা করতে হবে?

গোরা। এর মধ্যে শত্রুতা কিছু নেই মা। আমরা বিনয়কে পরিত্যাগ করিনি। সে-ই আমাদের পরিত্যাগ করেছে। সমস্ত ফলাফল জেনেশুনেই সে একাজ করতে যাচ্ছে। এমন কোন আঘাত সে পাবে না যা' সে আশা করেনি।

আনন্দময়ী। গোরা, বিনয় জানে, এ বিয়েতে তোমার সঙ্গে তার কোনরকম যোগ থাকবে না। কিন্তু এ-ও সে নিশ্চয়ই জানে, আমি তাকে কোন মতেই পরিত্যাগ করতে পারব না। আমি ওর বৌকে আশীর্বাদ করে ঘরে তুল্‌ব না, একথা যদি বিনয় মনে করত, আমি বলছি গোরা, প্রাণ গেলেও বিনয় এ বিয়ে করতে পারত না।

[আনন্দময়ী চোখের জল মুছিলেন। গোরা নম্র ভাব ধারণ করিয়া বলিল।]

গোরা। মা, তুমি সমাজে আছ। সমাজের কাছে তুমি ঋণী। একথা তোমাকে মনে রাখতে হবে।

আনন্দময়ী। আমি তো তোমাকে বরাবর বলছি গোরা, সমাজের সঙ্গে আমার যোগ অনেকদিন থেকেই কেটে গেছে। সমাজ আমাকে চায় না, আমিও সমাজ থেকে দূরে থাকি।

গোরা। মা, তোমার এই সব কথায় আমি সব চেয়ে বেশি আঘাত পাই।

আনন্দময়ী। বাছা, ঈশ্বর জানেন। আঘাত থেকে তোকে বাঁচাবার সাধ্য আমার নেই।

[গোরা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আনন্দময়ীর প্রতি চাহিয়া রহিল।]

তাহোলে কী বলিস্ গোরা ?

গোরা। মা, সমাজের বিরুদ্ধাচরণ আমি করতে পারব না। আমার আর দাদার ইচ্ছে নয় তুমি বিনয়ের বিয়েতে যাও, এখন তোমার যা' ইচ্ছে তুমি করো।

[আনন্দময়ী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। পরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। গোরা মাথায় হাত দিয়া বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া রহিল। ভজা আসিয়া বলিল—]

ভজা। পরেশ বাবু দেখা করতে চান।

[গোরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও পরেশ বাবুকে লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিল।]

পরেশ। বিনয়ের বিয়ের কথা সবই জানো বোধ হয় ?

গোরা। আজ্ঞে হাঁ।

পরেশ। সে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করবে না।

গোরা। তাহোলে তার এ বিয়ে করাই উচিত নয়।

[পরেশবাবু ম্লানভাবে হাসিলেন ও একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—]

পরেশ। আমাদের সমাজের কেউ এ বিয়েতে যোগ দেবে না। বিনয়ের আত্মীয়েরাও কেউ আসছেন না শুনছি। আমার কন্যার দিকে একমাত্র কেবল আমিই আছি। বিনয়ের দিকে বোধ হয় কেবল তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। সেজন্য তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে এসেছি।

গোরা। কিন্তু আমিও তো এর মধ্যে নেই।

পরেশ। তুমি নেই!

গোরা। কেমন করে থাকব বলুন?

পরেশ। আমি জানি তুমি বিনয়ের বন্ধু, বন্ধুর প্রয়োজন বিনয়ের এখনই কি সব চেয়ে বেশি নয়?

গোরা। আমি তার বন্ধু। কিন্তু সেইটেই তো সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন এবং সবচেয়ে বড় বন্ধন নয়?

পরেশ। তাহোলে আর আমি তোমাকে কিছু অনুরোধ করব না। আমি ভেবেছিলুম ব্রাহ্মসমাজের অনুরোধে এ বিবাহ হতে একটু দূরে সরে থাকব, তুমিই বিনয়ের বন্ধু হয়ে সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করে দেবে। তোমার পক্ষে যখন একাজে সাহায্য করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তখন আমাকেই একা সব করতে হবে। আচ্ছা বাবা আমি তাহোলে আসি।

[একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পরেশবাবু ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। গোরা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সুচরিতার বাটি। বেলা ৮টা। বাড়ির ভিতরের দিকে একতলার বারান্দা। সুচরিতা বারান্দায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছে। সতীশ বারান্দার একধারে একটি মাদুরে বসিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছে ও দিদিকে মাঝে মাঝে কঠিন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেছে। বাহিরের দরজায় আঘাতের শব্দ আসিল।]

সুচরিতা। দেখো তো সতীশ।

[সতীশ দৌড়াইয়া দেখিতে গেল ও অনতিবিলম্বে বিরক্তমুখে ফিরিয়া আসিল এবং তাহার পিছনে হারাণবাবু প্রবেশ করিল।]

সুচরিতা। মাসিমা গঙ্গাস্নানে গেছেন। আমি এদিকের কাজে ব্যস্ত আছি। এখন আমাকে মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে কথা কইবার সময় হবে না।

হারাণ। আমার দু'চারটির বেশি কথা কইবার নেই।

[সুচরিতা একমনে আলুর খোসা ছাড়াইতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না কিম্বা তাহাকে বসিতেও বলিল না। সতীশ বই, শ্লেট লইয়া ভয়ে ভয়ে চলিয়া গেল, খাতা ও পেন্সিল পড়িয়া রহিল। হারাণবাবু এই অবজ্ঞা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ও কিছুক্ষণ পরে কহিলেন—]

হারাণ। সুচরিতা, তোমরা কোন্ দিক দিয়ে চলেছ বলো দেখি? কোথায় গিয়ে পৌঁছবে? এর পরিণাম একটিবার চিন্তা ক'রে দেখেছ কি?

[সুচরিতা খোসা-ছাড়ানো আলুগুলি চার খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিল।]

হারাণ। বোধ হয় শুনেছ বিনয়বাবুর ললিতার সঙ্গে হিন্দুমতে বিবাহ হবে?

সুচরিতা। [মুখ না তুলিয়া] হ্যাঁ, শুনেছি।

হারাণ। [যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সহিত] এর জন্য দায়ি কে?

[সুচরিতা আপন মনে কাজ করিতে লাগিল] দায়ী তুমি।

[সুচরিতা তথাপি নিরুত্তর রহিল। হারাণবাবু তর্জনী প্রসারিত ও কম্পিত করিয়া কহিল—]

সুচরিতা, আমি আবার বলছি, দায়ী তুমি।

[সুচরিতা আলুগুলি জলে ফেলিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া একটি থালায় সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।]

তুমিই বিনয় আর গৌরমোহনকে বাড়িতে এনে প্রশ্রয় দিয়েছ। তার ফল কী হয়েছে দেখতে পাচ্ছ? আজ ললিতাকে নিবৃত্ত করবে কে? তার উচ্ছৃঙ্খল কামনা বল্‌গাবিহীন পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে। কে তার গতিরোধ করবে সুচরিতা? তুমি ভাবছ ললিতার উপর দিয়েই বিপদ কেটে গেল? তা নয় সুচরিতা, এবার তোমার পালা। তাই, আজ আমি তোমাকে সাবধান ক'রে দিতে এসেছি।

[এই বলিয়া হারাণবাবু তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করিয়া সুচরিতার মুখের উপর প্রয়োগ করিল। কোন ফল হইল না: সুচরিতা মুখ তুলিল না। তরকারীর ঝুড়ি হইতে কয়েকটি পটল লইয়া চাঁচিতে লাগিল।

হারাণবাবু তাহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া সুর নরম করিয়া কহিল—]

হারাণ। সুচরিতা, এখনও শোধরাবার সময় আছে। একবার ভেবে দেখো কত বড় মহৎ আশার মধ্যে আমরা দুজনে মিলেছিলাম। আমাদের সামনে জীবনের কর্তব্য কী উজ্জ্বল ছিল। সুচরিতা, সে সমস্তই কি নষ্ট হয়েছে মনে করো? একবার মুখ ফিরিয়ে কেবল চাও, এখনও ফিরে এসো।

[আবেগের সঙ্গে এই কথাগুলি বলিয়া হারাণবাবু দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সুচরিতার দিকে এক পা অগ্রসর হইল। সুচরিতা দাঁড়াইয়া উঠিল ও দৃঢ়স্বরে কহিল]—

সুচরিতা। হারাণবাবু, আমি হিন্দু।

হারাণ। [হতবুদ্ধি হইয়া] তুমি কী!

সুচরিতা। আমি হিন্দু।

হারাণ। [তীব্রস্বরে] ও, তাই বুঝি গৌরমোহন সকাল নেই, বিকেল নেই, সন্ধ্যে নেই, তোমাকে দীক্ষা দিচ্ছেন?

সুচরিতা। হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছ থেকেই দীক্ষা নিয়েছি, তিনিই আমার গুরু।

হারাণ। শিশুকাল থেকে পরেশবাবুর কাছে যে ধর্মশিক্ষা পেয়েছিলে, তাও তোমার নতুন গুরুর পায়ে এতদিন পরে বিসর্জন দিলে!

সুচরিতা। আমার ধর্ম আমার অন্তর্যামী জানেন। তা নিয়ে আমি কারও সঙ্গে আলোচনা করতে চাইনে, কিন্তু আপনি জানবেন, আমি হিন্দু।

হারাণ। [তীব্র শ্লেষের সহিত] শিষ্যাকে নিয়ে গুরুগিরি করা সহজ। কিন্তু তাই ব'লে তোমাকে নিয়ে গৌরমোহন ঘরকন্না করবেন, একথা স্বপ্নেও মনে কোরো না।

সুচরিতা। [এক পা হারাণের দিকে অগ্রসর হইয়া তীব্রস্বরে কহিল]—আপনি যান এখান থেকে। আমাকে অপমান করবার আপনার কোন অধিকার নেই। আমি আপনাকে ব'লে রাখছি, আজ থেকে আমি আর আপনার সামনে বার হব না।

হারাণ। বার হবে কী ক'রে বলো? এখন যে তুমি জেনানা! হিন্দু রমণী! অসূর্যম্পশ্যরূপা! পরেশবাবুর পাপের ভরা এইবারে ষোলো আনা পূর্ণ হোলো। এই বুড়ো বয়সে তাঁর কৃতকর্মের ফল তিনি তাঁর ভাবী নাতি নাতনীর সঙ্গে ভোগ করতে থাকুন, তাঁর হিতাকাঙ্খীরা আজ থেকে বিদায় হবে।

সুচরিতা। আপনি যাবেন না এখান থেকে? আচ্ছা—

[সুচরিতা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।]

হারাণ। আচ্ছা।

[হারাণবাবু বাহির হইয়া গেল ।

গঙ্গাস্নান সারিয়া হরিমোহিনী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিঞ্চিৎ ঝাঁঝের সহিত বলিলেন—]

হরি। বলি, রাধারাণীর ঘুম ভাঙল ?

[সুচরিতা উপর হইতে নামিয়া আসিল ।]

তুমি ঘুমচ্ছিলে তাই ব'লে যেতে পারিনি বাছা। পাশের বাড়ির ওরা গঙ্গা নাইতে গেল। ওদের সঙ্গে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এলাম। আজ একাদশী, আমি আর আজ রান্নাঘরে যেতে পারব না। তুমিই যা হোক দুটি রেঁধে নিও বাছা।

সুচরিতা। আচ্ছা মাসি মা।

[এমন সময় সতীশ চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে ঘরে প্রবেশ করিল—]

সতীশ। দিদি, মেজদি আর বাবা এসেছেন।

[হরিমোহিনী চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই পরেশবাবু ও ললিতা আসিয়া উপস্থিত হইল, ললিতা সুচরিতাকে জড়াইয়া ধরিল।]

সুচরিতা। আসুন বাবা, উপরে বসবেন, চলুন।

পরেশ। না মা, আর উপরে যাব না। এখান থেকেই দুটো কথা ব'লে যাই। গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। [কম্পিত কণ্ঠে] বিনয়ের বাসাতেই বিয়ে হবে পরশু সন্ধে ৭টায়। ললিতা আমার বাড়ি থেকে একেবারে বিদেয় নিয়ে এসেছে। নানা কারণে আমার ওখানে থাকা ওর কষ্টকর হচ্ছিল। তোমার মা-ও এ বিয়েতে যোগ দেবেন না। একমাত্র আমার আশীর্বাদ নিয়েই ও সংসারে প্রবেশ করতে চলল।

সুচরিতা। আপনি সেজন্য ভাববেন না বাবা। বিনয়বাবু খুব ভালো লোক। ওর স্নেহ যত্নের কোন অভাব হবে না।

পরেশ। আমি জানি মা, স্বাধীন চিন্তার ফলে তোমার মতের

অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই ভাবছি, তোমাকে আর এর মধ্যে ডেকে নিয়ে কোন রকম সঙ্কোচে ফেলব না।

সুচরিতা। বাবা, আমি তোমাকে ভালো ক'রে আমার মনের ভাব বলতে পারব, সে ক্ষমতা আমাব নেই। আমার ভয় হয় পাছে ঠিক্‌টি তোমার কাছে বলা না হয়।

পরেশ। আমি জানি মা, এসব কথা স্পষ্ট করে বলা সহজ নয়। তুমি একটা জিনিস তোমার মনে কেবল ভাবের মধ্যে পেয়েছ, অনুভব করেছ। তার আকার প্রকাব তোমার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেনি।

সুচবিতা। হ্যাঁ বাবা, ঠিক তাই। দেখো বাবা, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আমি হিন্দু, একথা আগে কোনমতে আমার মুখ দিয়ে বার হোতে পারত না। কিন্তু এখন আমার মন খুব জোরের সঙ্গে বলছে, আমি হিন্দু। এতে আমি খুব আনন্দ বোধ করেছি বাবা।

ললিতা। সুচিদি,—মা, দিদি, লীলা কেউ যাবে না। তুমিও আমাদের আশীর্বাদ করতে যাবে না?

সুচরিতা। কেন যাব না বোন? নিশ্চয়ই যাব। বাবা, আমি একটু পরেই যাব, তুমি আমাকে বাবণ কোরো না বাবা।

পরেশ। তুমি যেতে ইচ্ছা করো যেও। আমি কোন বাধা দেব না, মা। অন্তর্যামী জানেন, আমি আজ বড় অসহায়। [ললিতার হাত ধরিয়া] তাহোলে এসো মা।

[ললিতা ছল্ ছল্ চোখে সুচরিতার প্রতি তাকাইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই সুচরিতা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—]

সুচরিতা। আমি একটু পরেই যাচ্ছি ভাই। [পরেশবাবু ও ললিতা বাহির হইয়া গেল, সুচরিতা তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিল।]

সতীশ। আমি যাব দিদি?

সুচরিতা। যাও।

[সতীশ দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

সুচরিতা ধীরে ধীরে অন্যদিকে চলিয়া গেল। হরিমোহিনী আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। তাঁহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন, হাতে মালা, ঠোঁট নড়িতেছে। ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন, ভৃত্য আসিয়া খবর দিল—]

ভৃত্য। কে একজন কৈলেসবাবু এসেছেন। [হরিমোহিনীর মালা জপ বন্ধ হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন—]

হরি। কই, কোথায় ?

[ভৃত্য বাহির হইয়া গেল।

বাহির হইতে আওয়াজ আসিল—]

কৈলাস। বৌঠান কোথায় গো ?

হরি। [উঠিয়া] এসো ঠাকুরপো, ভিতরে এসো। [একটু পরেই তসরের কোট গায়ে, কোমরে মটকার চাদর বাঁধা, হাতে ক্যানভাস্ ব্যাগ লইয়া, গোঁফ দাড়ি কামানো, ৩৫ হইতে ৩৮ বৎসরের মধ্যে বয়স, এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল ও হরিমোহিনীকে প্রণাম করিল।]

হরি। থাক্ ভাই থাক। খবর-টবর না দিয়েই—

কৈলাস। গঙ্গাস্নানের যোগ ছিল। ভাবলাম যাই একবার। রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে।

[বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

হরি। বেশ করেছ, এসো, ঘরের ভিতরে বস্‌বে এসো।

কৈলাস। এই তো, এইখানেই বেশ ফাঁকা, এখানেই বসি।

[বারান্দায় বিছানো মাদুরের উপরে বসিল। হরিমোহিনী মাটিতে বসিল।]

কৈলাস। শরীর গতিক তো বেশ ভালোই দেখা যাচ্চে।

হরি। পোড়া শরীর, গেলেই বাঁচি।

কৈলাস। না না, সে কী কথা। তুমি আছ তাই কলকাতায় আসা হোলো। তবু একটু দাঁড়াবার জায়গা হোলো। আর চিঠিতে যা লিখেছ, যদি যোগাযোগ হয়ে যায়। চাই কী হে-হে-হে। (চারিদিকে চাহিয়া) বাড়িটা বুঝি তারই ?

হরি। হাঁ।

কৈলাস। এ তো পাকা বাড়ি ব'লে বোধ হচ্চে।

হরি। পাকা বই কি, সবটাই পাকা।

কৈলাস। তাই তো দেখছি। সাত-আট হাজার হোতে পারে বাড়িটার দাম। কী বলো বৌঠান ?

হরি। বলো কী ঠাকুরপো ? বিশ হাজারের এক পয়সা কম হবে না। এ কি তোমার পাড়াগাঁ, এখানে জায়গার দাম কত ?

কৈলাস। তা বেশ। এসব দিক থেকে তো ভালোই বলতে হবে। মেয়েটিকে একবার ডাকোই না। দেখি এক নজর ? আমার আবার কালই ফিরে যেতে হবে।

হরি। বসো। মুখ হাত ধোও। তোমার যে তর সইছে না ঠাকুরপো ?

কৈলাস। সে সব হয়ে গেছে, বড়বাজারে শশীকমলের গোলায় প্রথমটা উঠেছিলাম। গঙ্গাস্নান সেরে সেখানেই জল-টল খেয়ে এখানে এলাম।

হরি। আচ্ছা, তুমি বাইরের ঘরে বসোগে, আমি রাধারাণীকে ডেকে নিয়ে এসে খবর দেবখন।

কৈলাস। আচ্ছা।

[বাড়ির চতুর্দিকে দেখিতে দেখিতে কৈলাস বাহিরের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সুচরিতা একজোড়া বালা লইয়া প্রবেশ করিল ও তাহা হরিমোহিনীকে দেখাইয়া বলিল—]

সুচরিতা। এই বালা জোড়াটি ললিতাকে দেব মাসিমা। আমার মা'র গয়না।

হরি। [বালা লইয়া] এত দামী জিনিস কেউ কখনও যৌতুক করে! দুটো ক'রে চারটে টাকা দিলেই ঢের।

সুচরিতা। বলো কী মাসিমা! ছিঃ ছিঃ ললিতাকে চারটে টাকা দেব ওর বিয়েতে! একখানা বেনারসী কা'কে দিয়েই বা কেনাই।

হরি। অবাক করলি তুই রাধারাণী। এ ছাড়া আবার বেনারসী! কী আমাদের এমন আপনার যে তার জন্যে—

সুচরিতা। আমার বাড়ি, ঘর, টাকা, কড়ি, কোথা থেকে এল মাসিমা? বাবার চাইতে আমার আপনার লোক যে কে আছে, তা তো আমি দেখতে পাই নে।

হরি। [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া] বেশ, তোমার জিনিস তুমি দেবে, আমার বলবার দরকার কী বাছা? [বালা ফেরৎ দিল, সুচরিতা যাইতে উদ্যত হইল।]

আমার দেওর এসেছে।

সুচরিতা। [ফিরিয়া] ও, তা বেশ, যদুকে ব'লে দিও একটু ভালো দেখে মাছ-টাছ যেন আনে। আমি তাড়াতাড়ি রান্না সেরে বিনয়বাবুর বাসায় যাব।

হরি। আমার দেওর এসেছে, আজ না গেলেই কি নয়? ও কালই চলে যাবে।

সুচরিতা। তা আমি বাড়িতে থেকেই বা কী করব মাসিমা?

হরি। তাহোলে তোমাকে খুলেই বলি বাছা, আমিই ওকে চিঠি লিখে আনিয়েছি।

সুচরিতা। তা বেশ করেছ মাসিমা, তোমার তো খুবই আপনার লোক, এতদিন পরে এলেন, কিছুদিন না হয় থাকুন।

হরি। হা রে আমার কপাল। ওদের কি কোথাও গিয়ে বসে থাকলে চলে ? জমিদারী নিয়ে রোজ তারিখে তু'টোচারটে মামলা-মকদ্দমা লেগেই আছে। কালই চলে যাবে বলছে। আমি কত সাধ্য-সাধনা ক'রে পত্র লিখেছিলাম, তাই আমার মান রাখবার জন্য একটিবার এসেছে। এখন তোমার বিয়ের ফুল যদি ফুটে থাকে, রাধাবল্লভ যদি দয়া করেন, যদি ওর সুনজরে পড়ো—

সুচরিতা। [সন্দিগ্ধস্বরে]—তুমি এসব কী বলছ মাসিমা, তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চি না ?

হরি। [নিম্ন স্বরে]—ওর সঙ্গেই চেষ্টা ক'রে দেখছি যদি তোমার একটা গতি করতে পারি।

[সুচরিতা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হরিমোহিনীর দিকে তাকাইয়া রহিল।]

ছোট বৌ মরার পর কিছুতেই কি বিয়ে করতে চায় ? ও অঞ্চলের কত বড় বড় জমিদার গলায় কাপড় দিয়ে বাড়িতে এসে ধন্না দিয়েছে মেয়ে দেবার জন্যে। ও কি সেই ছেলে ? কারও দিকে ফিরেও তাকায় নি। ওরা যে মস্ত-বংশ, সমাজে ভারি মান। আমি গঙ্গাস্নানের ছুতো ক'রে এখানে আনিয়েছি, একবারটি তোমাকে দেখিয়ে দি ? যদি সুনজরে পড়ো, মতিগতি ফিরলেও ফিরতে পারে। তুমি চট্ ক'রে ঐ তোমাদের কী মুখে-মাখা গুঁড়োটুড়ো আছে একটু মুখে লাগিয়ে নাও। আর একখানা ভালো কাপড় পরে নাও। আমি এইখানেই ডেকে নিয়ে আসছি। [হরিমোহিনী যাইতে উদ্যত হইলেন, সুচরিতা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।]

সুচরিতা। দাঁড়াও মাসিমা। তুমি যদি এইজন্যেই তোমার দেওরকে আনিয়ে থাকো, তাহোলে কাজের ক্ষতি ক'রে ওঁর এখানে থাকার কোন দরকার নেই, উনি আজই চলে যেতে পারেন। আমি ওঁর সামনে বেরব না।

হরি। [বিস্মিত হইয়া]—একবার শুধু পাঁচমিনিটের জন্তে দেখে যাবে!

সুচরিতা। আমাকে দেখে ওঁর কী লাভ? আমি ওঁকে বিয়ে করব না।

হরি। কিন্তু বিয়ে তো একদিন না একদিন করতেই হবে? তবে আমার দেওরটিই বা কী দোষ করেছে?

সুচরিতা। মাসিমা, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।

হরি। তোমার ভালোর জন্তেই করতে যাচ্ছিলেম বাছা। নইলে আমার আর কী বলো? হিন্দুর ঘরে আর তোমাকে কে নেবে? চারদিকেই তো টি টি হয়ে গেছে, এদ্দিন বেহ্মদের বাড়িতে মানুষ হয়েছ। এতবড় একটা কুলীনের ঘরে যদি দিতে পারতাম, তাহোলে আর কেউ কোনকালে টু শব্দটি করতে সাহস করত না। তোমার বিয়ের ভাবনায় আমার যে আহার-নিদ্রা বন্ধ, তা তো দেখতে পাচ্চ না?

সুচরিতা। তোমার আহার-নিদ্রা বন্ধ করবার কোন দরকার নেই মাসিমা, আমার জন্তে তোমার কোন ভাবনা ভাবতে হবে না।

হরি। সে আমি বুঝি গো, বুঝি। এতখানি বয়েস হোলেও চোখ-কানের মাথা এখনও খাইনি। দেখিও সব, শুনিও সব, বুঝিও সব। ঐ যে গৌরমোহন এসে দিনরাত ভজন-ভাজন দিচ্চেন, সেই হয়েছে তোমার রোগের গোড়া।

সুচরিতা। মাসিমা, এসব তুমি কী বলছ?

হরি। সত্যি কথাই বলছি বাছা। তোমার গৌরমোহনের মতলব আর আমি বুঝি না? বাড়িখানা আর টাকাগুলোর উপরেই ওর নজর। এ আমি স্পষ্ট কথাই বলছি বাছা।

সুচরিতা। তুমি যদি চুপ না করো মাসিমা, আমি এখুনি এ বাড়ি থেকে চলে যাব।]

হরি। আমার মান রাখবার জন্যও না-হয় তার সামনে গিয়ে একটিবার দাঁড়া।

সুচরিতা। [দৃঢ়স্বরে]—না। [বলিয়া তড়িৎপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। এমন সময় আনন্দময়ী সুচরিতাকে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিলেন।]

আনন্দময়ী। আমার মেয়ে কই গো, [হরিমোহিনীকে দেখিয়া] এই যে ভাই। তুমি আমার সুচরিতার মাসিমা?

হরি। [গম্ভীরভাবে]—হ্যাঁ।

আনন্দময়ী। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি ভাই; আমায় বোধ হয় চিনতে পেরেছ। আমি গোরার মা।

হরি। দেখেই চিনতে পেরেছি।

আনন্দময়ী। তোমার বোনঝিকে নিতে এসেছি ভাই, বিনুর বিয়ে, সবই তো শুনেছ? বেচারা বড় অভস্তাবে পড়েছে। কেউ না দেখে-শুনে গোছ-গাছ করে দেয়। ওর ভরসার মধ্যে শুধু আমি আর তোমার বোন্‌ঝি।

হরি। [অপ্রসন্নভাবে]—আমি তো এর মধ্যে যেতে পারব না।

আনন্দময়ী। না বোন, তোমাকে আমি যেতে বলিনি। সুচরিতার জন্যে তুমি ভেব না, ও আমার কাছেই থাকবে।

হরি। (তবে বলি। রাধারাণী তো আমার কাছে বলছেন, উনি হিন্দু। আর পাঁচজনের কাছেও ব'লে বেড়াচ্ছেন উনি হিন্দু। অবিশ্যি, মতিগতি আজকাল ওর একটু ফিরেছে। কিন্তু আমাকে যদি হিন্দুসমাজেই ওকে চালাতে হয়, তাহোলে তো এখন থেকে সাবধান হোতে হবে।) তুমি তো হিন্দুর ঘরের মেয়ে? তোমার নিজের মেয়ে যদি থাকত তবে কি তাকে এ বিয়েতে তুমি পাঠাতে পারতে? রাধারাণীর বেলাই বা তুমি একথা বলো কোন মুখে?

[হরিমোহিনী যখন এ কথাগুলি বলিতেছিলেন তখন সুচরিতা আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। হরিমোহিনীর কথা শুনিয়া সুচরিতার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।]

আনন্দময়ী। [অপ্রস্তুতভাবে] আমি কোন জোর করতে চাই না ভাই। সুচরিতার যদি আপত্তি থাকে—

হরি। আমি ভাই পাঁড়াগেঁয়ে মুখ্যুসুখ্যু লোক। তোমাদের কলকাতার লোকের ভাবসাব কিছুই বুঝি না। তোমার ছেলেই তো রোজ দু'বেলা রাধারাণীকে বক্তিমে শুনিয়ে হিন্দুয়ানীর দিকে মেয়েকে টেনে এনেছেন। আর এখন তুমি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লে চলবে কেন ?

[হরিমোহিনীর ব্যবহার সুচরিতার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে আনন্দময়ীর হাত ধরিয়া এক প্রকার জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে কহিল—]

সুচরিতা। মা, আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি, আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।

[আনন্দময়ী হরিমোহিনীকে কী বলিতে যাইতে উদ্যত হইলেন। সুচরিতা একহাতে তাঁহার পা স্পর্শ করিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল—]

মা, আপনার পায়ে পড়ি, আপনি আর কথা কইবেন না। কেন মিথ্যে রূঢ় কথা শুনবেন।

[সুচরিতা আনন্দময়ীকে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। হরিমোহিনী মুখ অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কৈলাস ধীরে ধীরে ঘরের দরজায় আসিয়া ভিতরে উঁকি মারিল। দেখিল, সেখানে হরিমোহিনী ছাড়া আর কেহ নাই। তখন হরিমোহিনীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।]

কৈলাস। কী ব্যাপার বলো তো বৌঠান? কতকটা আন্দাজ করে নিয়েছি বটে, কিন্তু সবটা বুঝতে পারিনি।

হরি। ও কিছু না, পরেশবাবুর একটি মেয়ের বিয়ে হচ্চে। আমার ইচ্ছে ছিল না রাধারাণী সেখানে যায়। এদ্দিন ওদের ওখানেই মানুষ হয়েছিল কিনা, তা' কিছুতেই শুন্‌লে না।

কৈলাস। না, তুমি ঢাকছ বোঠান। যাই হোক, দেখো যদি যোগাযোগ করে দিতে পারো; আমার আপত্তি নেই, মেয়েটিকে দেখলাম, আমার খুব পছন্দ। হ্যাঁ, ভালো কথা, ওদিকের বারান্দাটায় জল জমে রয়েছে দেখলাম, সেটা তো ঠিক হচ্চে না বোঠান? ছাদ নষ্ট হয়ে যাবে, মেরামত করাতে বিস্তর টাকা বেরিয়ে যাবে আমার।

[হরিমোহিনীর মন তিক্ত হইয়া ছিল। তিনি বলিলেন—]

হরি। তোমার যা' দেখছি 'গাছে কাঁটাল, গোঁপে তেল' ঠাকুরপো! বিয়ে আগে হোক, বাড়ি পাও, তারপর কোথায় জল জমেছে দেখো। তুমি বাইরের ঘরে গিয়ে বসো। আমি যতুকে বলছি তোমাকে তামাকের জোগাড় করে দিতে।

কৈলাস। ও সে সব ব্যবস্থা আমার ব্যাগের ভিতরেই আছে। আমি নিজেই করে নিচ্চি। [বলিয়া বাহির হইয়া গেল। হরিমোহিনী অসমাপ্ত মালাজপ সম্পূর্ণ করিবার জন্য আবার বসিয়া পড়িলেন। এমন সময় গোরা সতীশকে ডাকিতে ডাকিতে প্রবেশ করিল।]

গোরা। সতীশ, সতীশ—

হরি। এই যে এসেছ? তোমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে বাবা? একটু বসবে?

গোরা। নিশ্চয়ই। [বলিয়া বসিল]

হরি। তুমি তো রাধারাণীর কাছে এসেছিলে?

গোরা। [একটু অপ্রস্তুত হইয়া]—হ্যাঁ।

হরি। সে এই খানিকটা আগে বিয়ে বাড়িতে চলে গেল।

গোরা। বিয়ে বাড়িতে চলে গেছে ?

হরি। দেখো বাবা, তোমাদের কাউকেই আমি বুঝতে পারলুম না। হয় আমি খুব বোকা, নয় তোমরা এত সেয়ানা যে আমার মতন লোকের পক্ষে তোমাদের বুঝতে পারা শক্ত।

গোরা। আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পাচ্চিনে।

হরি। এই একটু আগে তোমার মা এসে এক রকম জোর করেই নিয়ে গেলেন, আর এখন তুমি এসে রাধারাণীকে বাড়িতে না দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে যাচ্চ। এতে আমিই বা তোমাদের কী চক্ষে দেখব বলো তো ?

গোরা। আমার মা এখানে এসেছিলেন ?

হরি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার মা, তিনি নিজেই এসে পরিচয় দিলেন, আমি গোরার মা।

গোরা। ও আমি জানতাম না আমার মা এখানে এসেছিলেন।

হরি। তা বেশ, এখন শুনলে তো? আচ্ছা, রাধারাণীকে নিয়ে তোমরা কী করতে চাও খুলে বলবে ?

গোরা। [বিস্মিত হইয়া]—তার মানে !

হরি। [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া]—তুমি তো ব্রাহ্ম নও ?

গোরা। না।

হরি। আমাদের হিন্দুসমাজকে তুমি মানো ?

গোরা। মানি বৈ কি ?

হরি। তবে তোমার এ কী ব্যবহার ? রাধারাণীর বয়স হয়েছে। তুমি ওর আত্মীয় নও, ওর সঙ্গে তোমার এত কী কথা ? তুমি তো জ্ঞানী লোক, সকলেই তোমার সুখ্যেত করে। কিন্তু এসব আমাদের দেশে কবেই বা ছিল, আর কোন্ শাস্ত্রেই বা লেখে ? এই কাল

রাত্তির পর্যন্ত ওর সঙ্গে তুমি কথা কযে গেলে,—ধর্মের কথা, সমাজের কথা, দেশের কথা। দেশকে বুঝতে হোলে, ভালবাসতে হোলে, স্ত্রী পুরুষের একসঙ্গে দেখা দরকার। সাতজন্মে ওসব কথা শুনিওনি, আর মনেও থাকে না ছাই। তাতেও তোমার কথা শেষ হোলো না। আবার আজ সকালেই এসে হাজির হয়েছ। তোমাদের নিজের ঘরেও তো মেয়ে আছে? তাকে নিয়ে আর কেউ যদি রাতদিন এরকম গল্প করে, তুমি কি ভালো বোধ করো বাছা?

গোরা। [লজ্জিত হইয়া]—ইনি এই রকম শিক্ষাতেই মানুষ হয়েছেন ব'লেই আমি ওঁর সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিনি।

হরি। আগে ও যে শিক্ষাই পেয়ে থাক, এখন আমার কাছে আছে, আমি যে ক'টা দিন বেঁচে আছি, এ সব চলবে না বাবা। তোমার কাছে আমি হাতজোড় ক'রে মিনতি করছি। রাধারাণীকে তোমরা ছেড়ে দাও। ওকে আর মাটি কোরো না। পরেশবাবুর বাড়িতে আরও তো বড় মেয়ে আছে, ঐ লাবণ্য মেয়েটি আছে, সেও তো বুদ্ধিমতী, পড়াশুনো করছে। তোমার যদি কিছু দেশের কথা, ধর্মের কথা বলবার থাকে, ওর কাছেই গিয়ে বলো না বাপু? কেউ তোমাকে মানা করবে না। তুমি কি বলো রাধারাণী চিরদিন এই রকম আইবুড়ো হয়েই থাকবে? গৃহধর্ম করাটাও তো মেয়েমানুষের দরকার?

গোরা। হঁ্যা, তা দরকার বৈ কি, তা আপনার বোনঝির বিয়ের কথা কিছু ভেবেছেন না কি?

হরি। ভাবতে হবে বৈ কি, আমি ছাড়া আর ভাববেই বা কে বলো?

গোরা। পাত্র কি কাউকে মনে মনে ঠিক করেছেন?

[কৈলাস হুঁকা হাতে প্রবেশ করিল।]

হরি। তা করেছি, পাত্রটি বেশ ভালোই। এই যে [কৈলাসকে

দেখাইয়া] আমার ছোট দেওর কৈলাস। [কৈলাস নমস্কার করিল। গোরা ভ্রূ কুচকাইয়া কৈলাসের দিকে চাহিয়াছিল।—প্রতি নমস্কার করিল] কিছুদিন হোলো বৌটি মারা গেছে। বড় মেয়ে পাচ্চে না ব'লেই বসে আছে। নইলে এর মতন ছেলে কি আর পড়তে পায় ?

[কৈলাস হুঁকা আগাইয়া দিয়া গোরাকে কহিল—]

কৈলাস। তামাক ইচ্ছে করুন।

গোরা। আমি তামাক খাই না।

[গোরা আসন ছাড়িয়া উঠিল ও হরিমোহিনীকে বলিল—]

আচ্ছা আমি তাহোলে আসি। আমার এখানে যাতায়াত করা অন্যায় হয়েছে। আপনি আমায় যা বললেন, আমার মনে থাকবে। আমি আর এখানে আসব না।

[গোরা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল]

হরি। বাবা, আমার যদি একটা উপকার ক'রে যেতে।

গোরা। বলুন।

হরি। তোমাকে বাবা রাধারাণী গুরুর মতো ভক্তি করে। তুমি তো বলছ, আর আসব না। তুমি যদি এক ছত্তর লিখে দিয়ে যেতে আমার দেওরটিকে বিয়ে করলে ওর ভালো হবে, তাহোলে আমি একটি দায় থেকে বেঁচে যেতাম বাবা। ওর বিয়ের ভাবনায় আমার রাত্তিরে ঘুম হয় না।

গোরা। [ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া] আপনার বিশ্বাস আমি লিখে দিলেই আপনার বোনঝি আপনার দেওরকে বিয়ে করবেন ?

হরি। হ্যাঁ বাবা, তা করবে। তোমার উপর খুব ভক্তি। তোমার কথাতেই তো ওর হিন্দুধর্মে মতিগতি ফিরে এল, যার তার ছোঁয়া পর্যন্ত খায় না আজ কাল।

গোরা। [একটু চিন্তা করিয়া] দেখুন আর আপনি আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না।

হরি। [তীব্রস্বরে] তোমার মনের ইচ্ছেটা তাহোলে খুলেই বলো না। গোড়াতে ফাঁস জড়িয়েছ তুমিই। এখন খোলবার বেলায় বলছ, আমাকে জড়াবেন না। এর মানেটা কী? আসল কথা, ইচ্ছেটা তোমার নয় যে ওর মন পরিষ্কার হয়ে যায়।

[গোরা কাগজ লইয়া লিখিল—

"বিবাহ নারীজীবনের সাধনার পথ। গৃহধর্মই তাহার প্রধান ধর্ম। এই বিবাহ ইচ্ছা পূরণের জন্য নহে। কল্যাণ সাধনের জন্য। সংসার সুখেরই হোক, আর দুঃখেরই হোক, একমনে সেই সংসারকেই বরণ করিয়া, সতীসাধ্বী, পবিত্র হইয়া ধর্মকেই রমণী গৃহের মধ্যে মূর্তিমান করিয়া রাখিবেন, এই তাঁহাদের ব্রত।"

লেখা শেষ হইলে গোরা উহা পড়িয়া হরিমোহিনীকে শুনাইল।]

হরি। বেশ হয়েছে বাবা, খাসা হয়েছে। অমনি আমাদের কৈলেসের কথাটা একটু লিখে দিলে ভালো করতে বাবা।

কৈলাস। আজ্ঞে হ্যাঁ, এক ছত্তর লিখে দিলে—

[গোরা কৈলাসের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তৎপর বলিল—]

গোরা। না, আমি ওঁকে জানিনে, ওঁর কথা আমি লিখতে পারব না।

[বলিয়া গোরা ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[ব্যায়াম সমিতির সম্মুখ। কর্মব্যস্ত অবিনাশ, রমাপতি, মতিলাল প্রভৃতি। নিমন্ত্রিতগণ প্রবেশ করিতেছে। একটি সাধু প্রবেশ করিল।]

সাধু। আচ্ছা এই যে বাবুটি প্রায়শ্চিত্ত করছেন, এটা কিসের জন্য ?

রমাপতি। দেহ ও মন থেকে জেলের গ্লানি দূর করবার জন্য।

অবিনাশ। তুই থাম্ রেমো, গৌরবাবু প্রায়শ্চিত্ত করছেন সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য। নিখিল ভারতবর্ষের পাপ নিজের স্কন্ধে নিয়ে সমস্ত দেশের হয়ে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করছেন।

সাধু। ঠিক বুঝতে পারলাম না বাবা।

অবিনাশ। মণ্ডপে গিয়ে বসুন, তাহোলেই কতক কতক বুঝবেন।

সাধু। আচ্ছা বাবা।

[সাধু চলিয়া গেল। মহিম প্রবেশ করিলেন।]

অবিনাশ। কোথায়ই বা আপনাকে ছাই বসাব, আচ্ছা আপনি বরং এইখানেই একটু দাঁড়ান, আমি চট্ ক'রে দেখে আসি গোরাদার মটকার কাপড়খানা এসে পৌঁছল কি না। রমাপতিকে যে কাজের ভার দেওয়া হবে, একটা-না-একটা গোলমাল ক'রে বসবেই।

রমাপতি। দেখ্ অবিনাশ, বেশি ফোঁপল-দালালী করিস্‌নে। আমার উপর কাপড় কেনার ভার ছিল বলতে চাস্? তুই এই পুণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে এই মিথ্যে কথা কইছিস্, তোর জিভ যে আজই খসে পড়বে হতভাগা, সে ভয় তোর নেই।

অবিনাশ। দেখ্ রেমো, আজকের দিনে অমন ক'রে শাপমুন্যি দিস্ নে। তোকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি তুই আমার সামনে আসিস্ নে।

আমার মাথার আজ ঠিক নেই। হঠাৎ একটা বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসব যার জন্যে হয়তো আজীবন অনুতাপ করতে হবে।

মহিম। না না, খুনখুনি কোরো না অবিনাশ। মাথা ঠাণ্ডা রাখো, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

[একটি ছোকরা দৌড়াইয়া আসিয়া অবিনাশকে একটা কাগজে মোড়ানো গরদের কাপড় দিল।]

অবিনাশ। সাবাস ভাই, বহুৎ আচ্ছা, যাক বাঁচা গেল, কাপড় এসেছে, মাথা ঠাণ্ডা কি রাখতে দেয় এরা! মতিলাল তুমি হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে না থেকে একবার দেখো না গোবাদা'র চান করা হোলো কি না।

[মতিলাল দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। অবিনাশ চীৎকার করিয়া বলিল—]

রসুনচৌকিওয়ালারা আবার থামল কেন? এদের নিয়ে আর পারা গেল না, মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে।

মহিম। ঠাণ্ডা হও অবিনাশ, ঠাণ্ডা হও। এতবড় বৃহৎ কাজ, একটু গোলমাল তো হবেই।

অবিনাশ। [চীৎকার করিয়া] ওরে বাজা না রে বাবা, তোদের গুষ্টির পায়ে পড়ি, বাজা। আজকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচি।

[রসুনচৌকি বাজনা আবার আরম্ভ হইল। এমন সময় পরাণ ঘোষাল সেখানে দৌড়িয়া আসিল ও মহিমকে দেখিয়া বলিল—]

পরাণ। এই যে বড়বাবু, শীগ্‌গির মেজবাবুকে নিয়ে বাড়ি চলুন। কর্তাবাবুর অবস্থা খারাপ, রক্তবমি করছেন।

মহিম। এঁ্যা,—বলো কী পরাণ!

পরাণ। আজ্ঞে হ্যাঁ বড়বাবু, মা পাঠিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, তারা যে অবস্থাতেই থাকুক ডেকে নিয়ে এসো।

মহিম। আমি জানতুম গোরার এই প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে সাংঘাতিক একটা কিছু হবে। বাবার কিছুতেই মত ছিল না, গোরা এ কাজ করে। পুণ্যাত্মা লোক, তিনি আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছিলেন সব। অবিনাশ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না, দেখো কোথায় আছে সে হতভাগাটা। যদি বাপকে শেষ দেখা দেখতে চায় চলুক আমার সঙ্গে। আগে বাপের শ্রাদ্ধ ক'রে তারপরে যেন প্রায়শ্চিত্ত করে হতভাগা।

[সকলে চারিদিকে ছুটিয়া গেল। মহিম ও পরাণ ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল। একটু পরেই অবিনাশ ও গোরা আসিল।]

অবিনাশ। আমিও যাব তোমার সঙ্গে গোরা'দা ?

গোরা। না, তুমি এখানে থাকো। যাঁরা এসেছেন তাঁদের কোন কষ্ট না হয় দেখো।

[এই বলিয়া গোরাও ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল। রসুনচৌকি ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

[গ্রাম্য পথ। পথিকের গান—]

গান

আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও ॥
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে

এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া
আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও॥
আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও।
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও॥
আমার পরান বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান
তা'র নাইক বাণী নাইক ছন্দ নাইক তান,
তা'রে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয় হতে ধাওয়া
প্রাণে পাগল গানের হাওয়া
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও॥

পঞ্চম দৃশ্য

[কৃষ্ণদয়ালের বাড়ি। আনন্দময়ী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন। এমন সময় মহিম প্রবেশ করিল ও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—]

মহিম। বাবা কেমন আছেন মা?

আনন্দময়ী। ভালো আছেন। সাহেব ডাক্তার এই একটু আগে চলে গেলেন। বললেন, আপাতত ভয়ের কোন কারণ নেই। গোরা এল না?

মহিম। আমি খবর পেয়েই চলে এসেছি। অবিনাশকে ব'লে এসেছি তাকে পাঠিয়ে দিতে।

আনন্দময়ী। তুমি ওঁর কাছে গিয়ে বসোগে মহিম। এখন ঘুমুচ্চেন, শশীকে বলো মাথায় একটু বাতাস করতে।

মহিম। আচ্ছা মা।

[মহিম সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল। গোরা বেগে প্রবেশ করিল।]

আনন্দময়ী। ভয় নেই গোরা। এখন ভালো আছেন। [একটুক্ষণ চুপ করিয়া] গোরা আজ তোমাকে ক'টা কথা বলব।

[গোরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।]

উনি নিজেই তোমাকে বলবেন বলেছিলেন, আমি বারণ করলুম্। বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন, ডাক্তার সাহেবও বেশি কথা কইতে বারণ করেছেন।

গোরা। কী কথা মা, তুমি বলো।

আনন্দময়ী। গোরা, তখন উনি কিছু মানতেন না, সেইজন্যই এত বড় ভুল করেছিলেন, তার পর আর ভুল শোধরাবার পথ ছিল না।

[এই বলিয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—]

আমরা মনে করেছিলুম কোন দিনই তোমাকে বলবার দরকার হবে না, যেমন চলছে, এমনই চলে যাবে। ওঁর মৃত্যুর পরে তুমি শ্রাদ্ধ করবে কী ক'রে সেই চিন্তাতেই উনি সব চেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্চেন গোরা।

[আসল কথাটি জানিবার জন্য গোরা ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিল। সে আনন্দময়ীর দিকে চাহিয়া কহিল—]

গোরা। কেন মা, কেন? শ্রাদ্ধ করবার অধিকার কি আমার নেই!

[আনন্দময়ী গোরার প্রশ্ন শুনিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কহিলেন—]

আনন্দময়ী। না বাবা, নেই।

গোরা। [চকিত হইয়া] আমি ওঁর পুত্র নই!

আনন্দময়ী। না।

গোরা। [উত্তেজিত হইয়া]—মা, তুমি আমার মা নও?

[আনন্দময়ীর বুক ফাটিয়া গেল। তিনি অশ্রুহীন রোদনের কণ্ঠে কহিলেন—]

আনন্দময়ী। বাবা গোরা, তুই যে আমার পুত্রহীনার পুত্র। তুই যে গর্ভের ছেলের চেয়েও অনেক বেশি বাবা।

গোরা। আমাকে তবে কোথায় পেলে?

আনন্দময়ী। তখন মিউটিনী, আমরা এটোয়াতে। তোমার মা সিপাহীদের ভয়ে পালিয়ে এসে রাত্রে আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তোমার বাপ তার আগের দিনই লড়ায়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল—

গোরা। [গর্জন করিয়া] দরকার নেই তাঁর নাম, আমি নাম জানতে চাইনে।

আনন্দময়ী। তিনি আইরিশম্যান ছিলেন। সেই রাত্রেই তোমার মা তোমাকে প্রসব ক'রে মারা গেলেন। তারপর থেকেই তুমি আমাদের ঘরে মানুষ হয়েছ।

[গোরা নিরুত্তর।]

বাবা গোরা, আমার উপর তুই রাগ করিস্‌নে। তাহোলে আমি আর বাঁচব না।

গোরা। তুমি এতদিন আমাকে বললে না কেন মা? বললে তোমার কোন ক্ষতি হোত না।

আনন্দময়ী। বাবা, পাছে তোকে হারাই, এই ভয়েই আমি এত পাপ করেছি। শেষে যদি তাই ঘটে, তুই যদি আজ আমাকে ছেড়ে

যাস্, তাহোলে কাউকে দোষ দিতে পারব না গোরা। কিন্তু সে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে বাপ।

[গোরা মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল। আনন্দময়ী তাহার হাত দুটি ধরিলেন ও ডাকিলেন—]

আনন্দময়ী। গোরা—গোরা—গোরা ?

গোরা। [ম্লান হাসি হাসিয়া] তোমার কোন ভয় নেই মা। তোমায় ছেড়ে আমি কি কোথাও যেতে পারি ? জানো মা কাল রাত্রে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, যেন আজ প্রাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ের সব মলিনতা মুছে যায়, আমি নবজীবন লাভ করি। আমার সেই প্রার্থনার সামগ্রীটি তিনি আজ আমার হাতে এনে দিয়েছেন।

[এমন সময়, পরেশবাবু, সুচরিতা, ললিতা ও বিনয় প্রবেশ করিল। আনন্দময়ী মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন।]

পরেশ। [গোরাকে] গৌর তোমার বাবা কেমন আছেন ?

গোরা। ভালো।

সুচরিতা। [আনন্দময়ীকে]—বাবা এখন কেমন আছেন মা ?

আনন্দময়ী। এখন একটু ভালো আছেন, আপাতত ভয় নেই।

গোরা। আজ আমি মুক্ত পরেশবাবু। আমি যে পতিত হব, সে ভয় আর আমার নেই। আমাকে আর পদে পদে মাটির দিকে চেয়ে শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হবে না।

[কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া] এইমাত্র আমি জান্‌তে পেরেছি আমি একজন আইরিশম্যানের পুত্র। মিউটিনিতে আমার বাবা মারা যান। আমার মা এঁদের বাড়িতে আশ্রয় নেন। আমি জন্মাবার পরই মা মারা যান। সেই থেকে আমি এঁদের কাছে প্রতিপালিত হয়েছি।

[সুচরিতা গোরার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল]

আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আর আমার অপবিত্রতার ভয় নেই। আমি ভারতবর্ষের কোলে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। মাতৃক্রোড় যে কা'কে বলে, এতদিন পরে তা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

পরেশ। গৌর, তোমার মাতৃক্রোড়ে তুমি যে অধিকার পেয়েছ, সেই অধিকারের মধ্যে তুমি আমাদেরও আহ্বান ক'রে নিয়ে যাও।

গোরা। আজ মুক্তিলাভ করে প্রথমেই আপনার সঙ্গে দেখা হোলো। আমি বুঝতে পাচ্চি এর মধ্যেও ভগবানের ইঙ্গিত আছে।

পরেশ। কী গোরা ?

গোরা। আপনার কাছেই এই মুক্তির মন্ত্র আছে। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতার মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম,—সকলেরই দেবতা, যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না। যিনি একমাত্র হিন্দুর দেবতা নন,—যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

[এতক্ষণ পরে গোরা সুচরিতাব দিকে ফিবিল। হাসিয়া কহিল—]

সুচরিতা, আমি আর তোমার গুরু নই। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্চি, আমার হাত ধবে তোমার ঐ গুরুর কাছে [পরেশবাবুকে দেখাইয়া] নিয়ে যাও।

[গোরা সুচরিতার দিকে তাহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইল। সুচরিতা নিজের হস্ত তাহার হাতে স্থাপন করিল। তখন গোরা সুচরিতাকে লইয়া পরেশবাবুকে নমস্কার করিল। গোরা আনন্দময়ীকে দেখাইয়া কহিল—]

পরেশবাবু, ইনিই আমার মা। [উভয়ে উভয়কে নমস্কার করিলেন।]

এতদিন আমি অন্ধ ছিলুম, তাই দেখতে পাই নি, যে-মা'কে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনি আমার ঘরের [আনন্দময়ীকে দেখাইয়া] মধ্যেই আছেন। মা, তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই। শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।

[গোরা ও সুচরিতা আনন্দময়ীকে প্রণাম করিল। আনন্দময়ী তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া মুখচুম্বন করিলেন।]

[পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত]

যবনিকা পতন